Hitopudeshu

পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রহইতে উদ্ধৃত ।

মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি ।

এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ ।—

বিষ্ণুশর্ম্মকর্তৃক সংগৃহীত ।

বাঙ্গালা ভাষাতে ।

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মনা ক্রিয়তে ।—

2 Edition

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।—

১৮০৮ ।—

হিতোপদেশ ।—

সংগ্রহ ভাষাতে ।—

পুস্তকারম্ভে বিঘ্নবিনাশের নিমিত্তে প্রথমতঃ প্রার্থনারূপমঙ্গলাচরন করিতেছেন ।—

জাহ্নবীর ফেনরেখার ন্যায় চন্দ্রকলা যাহার মস্তকে আছেন সে শিবের অনুগ্রহেতে সাধু লোকেরদিগের সাধ্য কর্ম্ম সিদ্ধ হওক ।—

শ্রুত যে এই হিতোপদেশ ইনি সংস্কৃত বাক্যেতে পটুতা ও সর্ব্বত্র বাক্যের বৈচিত্র্য ও নীতি বিদ্যা দেন । প্রজ্ঞলোক অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা এবং অর্থ চিন্তা করিবেক আর যম কর্ত্তৃক কেশে গৃহীতের মত হইয়া ধর্ম্মাচরন করিবেক । এবং সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অত্যুত্তম দ্রব্য ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে হেতুক বিদ্যার সর্ব্বকালে চৌরাদিকর্ত্তৃক অহরণীয়ত্ব ও অমূল্যত্ব ও অক্ষয়ত্ব । আর বিদ্যা যদি নীচ লোকের হয় তবে সেই মনুষ্যকে দুষ্প্রাপ্য রাজাকে পাওয়ান্

যেমন নীচগা নদী মনুষ্যকে দুষ্প্রাপ্য সমুদ্রকে পাওয়ান্ রাজার সঙ্গে মেলন হেতুক বিদ্যা ওৎকৃষ্ট ভাগ্য পাওয়ান্। বিদ্যা বিনয় দেন বিনয়েতে পাত্রতা পায় পাত্রতাহইতে ধন পায় ধনহইতে ধর্ম্ম পায় ধর্ম্মহইতে সুখ পায়। শস্ত্র বিদ্যা ও শাস্ত্র বিদ্যা এই দুই বিদ্যা প্রতিপত্তির নিমিত্ত হন কিন্তু আদ্যা শস্ত্রবিদ্যা বৃদ্ধাবস্থাতে হাস্যের নিমিত্ত হন দ্বিতীয়া শাস্ত্রবিদ্যা সর্ব্বকালে আদরণীয়া হন। অপর যে হেতুক নূতন পাত্রে সংলগ্ন যে চিহ্ন সে অন্যথা হয় না সেই হেতুক গল্পের ছলেতে বালকেরদের সম্বন্ধে নীতি এ গ্রন্থে কহা যাইতেছে। মিত্রলাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এতচ্চতুষ্টয়াত্মক নীতি শাস্ত্র পঞ্চতন্ত্রহইতে ও আর২ গ্রন্থহইতে আকর্ষণ করিয়া লেখা যাইতেছে।—

ভাগীরথী তীরে পাটলিপুত্র নাম নগর আছে সেখানে সকল রাজগুণে যুক্ত সুদর্শন নাম রাজা ছিলেন সেই ভূপতি এক সময় কাহারও

কর্ত্তৃক পঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন তাহার অর্থ এই অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু ইহা যাহার নাই সে অন্ধ। আর যৌবন ও ধন সম্পত্তিও প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেও অনর্থের নিমিত্ত হয় যে খানে এ চতুষ্টয় সে খানে কি হয় কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া সে রাজা অজ্ঞাত শাস্ত্র এবং সর্ব্বদা বিপথগামি আপন পুত্রেরদিগের শাস্ত্রবিজ্ঞাপনার্থে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিলেন। যে পুত্র পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক নয় সে পুত্র হওয়াতে কি প্রয়োজন বরং অনর্থ হয় যেমন কাণ চক্ষুতে কিছুই প্রয়োজন নাই প্রত্যুত কাণ চক্ষু কেবল পীড়ারি কারণ। এবং অজাত ও মৃত ও মূর্খ ইহার মধ্যে আদ্যদ্বয় ভাল অন্তিম ভাল নয় যে হেতুক আদ্যদ্বয় একবার দুঃখদায়ক হয় অন্তিম পুনঃ পদে২ দুঃখদায়ক হয়। অপর গর্ব্ভস্রাবও ভাল স্ত্রীঅভিগমন না করাও ভাল জন্মিয়া মরাও ভাল কন্যা হওয়াও ভাল ভার্য্যা

বন্ধ্যা হওয়াও ভাল গর্ব্ভহইতে ভূমিষ্ঠ না হওয়া ও ভাল রূপ ও ধন সমূহ বিশিষ্ট মূর্খ পুত্র কিছু নয়। এবং যে পুত্র জন্মিলে বংশ ওন্নতি পায় সেই ত্যনুক নতুবা জন্ম মরণ ধর্ম্মশালি সংসারে কে মরিয়া না জন্মে। অপর গুনিস মূহগনানারম্ভ সম্ভ্রমেতে যড়ি যাহার না পড়ে সে পুত্রেতে মাতা যদি পুত্রবতী হয় তবে কহ বন্ধ্যা কেমন হয়। এবং দান ও তপস্যা ও শৌর্য্য ও বিদ্যা ও ধনার্জনেতে যাহার মন সচেষ্ট না হয় সে মাতার বিষ্ঠামাত্র। এবং গুনবান্ এক পুত্র ও ভাল শতং মূর্খপুত্রেতে প্রয়োজন নাই যেমন এক চন্দ্র অন্ধকার নষ্ট করেন তারা সমূহ কিছু করিতে পারেন না। এবং যে কোন পুণ্যতীর্থে অতিদুষ্কর তপস্যা করিয়াছে তাহার পুত্র অবশ্য ধনবান্ ও ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত হয়। এবং সেই প্রকার পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। নিত্য অর্থের আগমন ও অরোগিতা ও প্রিয়বাদিনী অথচ প্রিয়া ভার্য্যা ও বিনয়ী পুত্র ও অর্থকরী বিদ্যা

এই জন্য সংসারে সুখদায়ক হয়। আর গোলাগৃহের পুরণার্থ যে আড়ি তণ্ডুল্য অনেক পুত্রেতে কেহ দীন্য হয় কিন্তু কুলাচারাবলম্বী এক পুত্রও ভাল যাহাতে পিতা খ্যাত হন। অতএব এখন এই আমার পুত্রেরা গুনবন্ত করা যাওন। যেহেতুক আহার ও নিদ্রা ও ভয় ও মৈথুন এই সকল ব্যবহার পশুরদের যাদৃশ মনুষ্যেরদেরও তাদৃশ কিন্তু পশুরদের হইতে মানুষেরদের অধিক ধর্ম্ম এই বিশেষ অতএব ধর্ম্মেতে হীন মনুষ্যেরা পশুরদের সমান। যে হেতুক ধর্ম্ম ও অর্থ ও কাম ও মোক্ষ ইহার মধ্যে একও যাহার নাই তাহার জন্ম অজার গলস্থ স্তনের ন্যায় নিরর্থক। অপরও কহা যাইতেছে আয়ু আর কর্ম্ম আর ধন আর বিদ্যা আর মরণ এই পাঁচ গর্ব্ভস্থাবস্থাতে জীবের সৃষ্ট হয় আর অবশ্য ভাবি পদার্থ সকল মহতেরও হয় ইহার দৃষ্টান্ত নীলকণ্ঠের নগ্নত্ব এবং হরির মহাসর্প শয্যা। এবং যে হই বার উপযুক্ত নয় সে হইবে না যে হইবার

উপযুক্ত তাহার অন্যথা হইবে না এতাদৃশ চিন্তা রূপ বিষ নাশক ঔষধ কি লোককর্ত্তৃক পীত হয় না অর্থাৎ অবশ্য হয়। ঐ কার্য্যাক্ষম কোন লোকেরদিগের আলস্য বচন। যে হেতুক যেমন এক চক্রেতে রথের গতি হয় না এমন পুরুষকার ব্যতিরেকে দৈব সিদ্ধ হয় না পূর্ব্ব জন্মকৃত যে কর্ম্ম তাহার নাম দৈব কহা যায় সেই হেতুক নিরালস্য হইয়া পুরুষকারেতে যত্ন করিবেক। আর লক্ষ্মী উদ্যোগি পুরুষসিংহকে পান অদৃষ্ট প্রযুক্ত হয় ইহা কাপুরুষেরা কহে অতএব অদৃষ্টকে অনাদর করিয়া আপন শক্ত্যনুসারে পুরুষার্থ করহ যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয় তবে কি দোষ। যেমন কুলাল ঘট শরাবাদি যা যা ইচ্ছা করে তাহাই এক মৃৎপিণ্ডহইতে করে এবং মনুষ্য আপনকৃত কর্ম্মহইতে নানা ফল পায়। অপর সম্মুখেতে কাকতালীয়ের ন্যায় অকস্মাৎ প্রাপ্ত নিধিকে দেখিয়া ও দৈব আপনি আনিয়া দেন না কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে

যে হেতুক উদ্যোগেতে কার্য্য সকল সিদ্ধ হয় মনোরথ মাত্রেতেই হয় না কেননা সুপ্তসিংহের মুখেতে মৃগেরা প্রবেশ করে না পণ্ডিতেরদের কর্ত্তৃক সেই প্রকার উক্ত হইয়াছে। যে পিতা ও মাতা কর্ত্তৃক বালক পাঠিত হয় নাই সে পিতা ও মাতা শত্রু ঐ বালক সভামধ্যে শোভা পায় না যেমন হংসের মধ্যে বক। রূপ ও যৌবনেতে সম্পন্ন এবং মহাকুল সম্ভব যে সকল তাহারাও বিদ্যাহীন হইলে শোভা পায় না যেমন গন্ধহীন পলাশপুষ্প। অপর যে ব্যক্তি গুরুনিকটে অধ্যয়ন করে নাই ও আপনিও পুস্তক অধ্যয়ন করে নাই সে সভামধ্যে শোভা পায় না স্ত্রীর উপপতিহইতে হয় যে গর্ব্ভ সে যেমন। ইহা চিন্তা করিয়া ঐ রাজা পণ্ডিতসভা করাইলেন অনন্তর রাজা কহিলেন ভোভো পণ্ডিতেরা আমার কথা শ্রবণ করুন। আছে কেহ এমন পণ্ডিত যে নিত্য বিপথগামি ও অবিদিত শাস্ত্র আমার পুত্রেরদের এখন নীতি

শাস্ত্রোপদেশদ্বারা পুনর্জন্ম করাইতে সমর্থ হয়। যে হেতুক কাঞ্চন সংসর্গেতে কাঁচ যেমন মরকতের দ্যুতি ধারন করে তেমন পণ্ডিত সন্নিধানেতে মূর্খও প্রবীনত্ব পায় পণ্ডিতেরদের কর্তৃক সে প্রকার ওক্ত হইয়াছে। হীন লোকেরদের সহিত বাসেতে মতি হীনা হয় এবং স্বসমান লোকেরদের সহিত বাসেতে মতি সমতাকে পায় এবং ওত্তম লোকেরদের সহিত বাসেতে মতি ওত্তমতাকে পায়। ইহার মধ্যে বৃহস্পতিতুল্য সকল নীতি শাস্ত্রের যথার্থজ্ঞাতা বিষ্ণুশর্ম্মা নামে পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ সৎকুলোদ্ভব এই রাজপুত্রেরা এই হেতুক মৎকর্তৃক নীতিশাস্ত্র গ্রহন করিতে শক্ত হইবেন যে হেতুক কোন ক্রিয়া অস্থানে পতিতা হইলে ফলবতী হয় না যেমন নানাপ্রকার যত্নেতে শুকপক্ষির ন্যায় বক পাঠিত হয় না। আর এ গোত্রে নির্গুন সন্তান জন্মে না যে হেতুক পদ্মরাগমনির আকরেতে কাঁচমনির জন্ম কোথায় এই হেতুক আমি ছয় মাসের মধ্যে তোমার পুত্রের

দিগকে নীতি শাস্ত্রজ্ঞ করিব। রাজা পুনর্ব্বার বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন পুষ্প সহবাসেতে কীটও সল্লোকের মস্তকে আরোহন করে এবং সল্লোকের দের কর্ত্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত প্রস্তরও দেবত্ব পায়। আর যেমন ওদয়াচলস্থদ্রব্য সূর্য্য সন্নিধানে দীপ্তি পায় তেমনি সৎসন্নিধানেতে হীনবর্ণও দীপ্তি পায় সেই হেতুক এই আমার পুত্রেরদিগের নীতি শাস্ত্রো পদেশের নিমিত্ত তোমরাই প্রমাণ হইয়াছ ইহা কহিয়া সেই বিষ্ণুশর্ম্মার বহু সম্মান পূর্ব্বক পুত্রেরদিগকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর প্রাসা দের ওপর সুখেতে ওপবিষ্ট রাজপুত্রেরদিগের সমক্ষে প্রস্তাবক্রমেতে সেই পণ্ডিত কহিলেন। কাব্য শাস্ত্রের আমোদেতে পণ্ডিতেরদের কালযা পন হয় ব্যসন ও নিদ্রা ও কলহেতে মূর্খেরদের পুনঃ কাল যাপন হয়। সেই হেতুক তোমারদের আমোদের নিমিত্ত বিচিত্র কাক কূর্ম্মাদির কথা কহি রাজপুত্রেরা কহিলেন কহ বিষ্ণুশর্ম্মা কহি তেছেন শুনহ রাজপুত্রেরা সম্প্রতি মিত্রলাভ

প্রস্তাব করি যাহার আদিতে এই শ্লোক কাক ও কূর্ম্ম ও মৃগ ও মূষিক ইহারা উপায়রহিত অথচ বলহীন হইয়াও বুদ্ধিমত্তা ও সুহৃত্ত্বযতা প্রযুক্ত শীঘ্র কার্য্য সাধিন করে। রাজপুত্রেরা কহিলেন এ কি প্রকার। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন।—

গোদাবরীর তীরে এক বড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে নানাদিগ্দেশহইতে আসিয়া পক্ষিরা ঐ বৃক্ষে রাত্রিকালে বাস করে অনন্তর কোন দিন রাত্রি অবসন্না হইলে কুমুদিনীনায়ক অথচ ভগবান্ চন্দ্র অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে অর্থাৎ অস্ত গেলেপর লঘুপতন নামে কাক জাগ্রৎ হইয়া দ্বিতীয় যমের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন যে ব্যাধ তাহাকে দেখিল এবং তাহাকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিল অদ্য প্রাতঃকালেই অমঙ্গল দর্শন হইল না জানি কি অমঙ্গল দেখাইবে ইহা কহিয়া ব্যাধের পশ্চাৎ গমন ক্রমেতে ব্যাকুল হইয়া চলিল। যে হেতুক শোক স্থান সহস্র২ এবং ভয়স্থান শত২ ইহারা প্রত্যহ

মূঢ় লোককে অভিভব করে পণ্ডিতকে নয়। আর বিষয়িরদের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য উপস্থিত যে মহাভয় তাহা ওঠিয়াং বুঝিবে কেননা মরণ ও ব্যাধি ও শোক ইহার মধ্যে না জানি কি অদ্য পড়িবে। অনন্তর সেই ব্যাধ তণ্ডুল কণা ছড়াইয়া এবং জাল বিস্তীর্ণ করিয়া আপনি লুক্কায়িত হইয়া থাকিল। এই কালে সপরিবারে চিত্রগ্রীব নামে কপোতরাজ আকাশে চরত সেই তণ্ডুল কণা অবলোকন করিল অনন্তর কপোতরাজ তণ্ডুল কণা লোভি কপোতেরদিগের প্রতি কহিল কিরূপে এ নির্জ্জন বনে তণ্ডুল কণার সম্ভব তাহা নিরূপণ কর এ ভাল দেখি না এই তণ্ডুল কণার লোভেতে আমরাও প্রায় তেমনি হইব যেমন কঙ্কণলোভেতে দুস্তর পঙ্কেতে লগ্ন যে পথিক সে বৃদ্ধব্যাঘ্র কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া মরিয়াছে। কপোতেরা কহিল এ কিপ্রকার।—

কপোতরাজ কহিল আমি এক সময় দক্ষিণারণ্যে চরত দেখিলাম এক সরোবরের তীরে এক বৃদ্ধব্যাঘ্র

স্নাত ও কুশহস্ত হইয়া কহিতেছে ভোঃ পথিক এই সুবর্ণ কঙ্কণ গ্রহণ কর পরে লোভী কোন পথিক পরামর্শ করিল ভাগ্যক্রমে এতাদৃশ লাভ হয় কিন্তু প্রাণের সন্দেহ এ বিষয়েতে প্রবৃত্তি কর্ত্তব্য নয় যে হেতুক অনিষ্টহইতে ইষ্টলাভেতেও মঙ্গল হয় না যেমন যাহাতে বিষের সংসর্গ আছে সে অমৃতও মরণের নিমিত্ত হয় কিন্তু সর্ব্বত্র ধনো পার্জনে প্রবৃত্তি সন্দেহেতেই হয়। পণ্ডিতেরদের কর্তৃক সে প্রকার কথিত হইয়াছে সংশয়কে আরোহণ না করিয়া মনুষ্য মঙ্গল দেখে না কিন্তু সংশয়কে আরোহণ করিয়া যদি বাঁচে তবে মঙ্গল দেখে অতএব তাহা নিরূপণ করি পথিক প্রকাশ করিয়া কহিতেছে তোমার কঙ্কণ কো থায়। ব্যাঘ্র হস্ত বিস্তার করিয়া দেখাইতেছে অনন্তর পথিক কহিলেন তুমি হিংস্রক তোমাতে কি প্রকারে বিশ্বাস হয়। ব্যাঘ্র কহিল শুনরে পথি ক পূর্ব্বকালে যৌবন দশাতে আমি অতিদুর্ব্বৃত্ত ছিলাম অনেক গো ও মনুষ্যেরদিগের বধ করাতে

আমার পুত্রেরা ও দারারা মরিয়াছে অতএব বংশহীন হইয়াছি অনন্তর কোন ধার্ম্মিক আমাকে কহিয়াছেন যে তুমি দান ও ধর্ম্মাদি আচরন করহ সেই ওপদেশ প্রযুক্ত এখন আমি স্নানশীল ও দাতা ও বৃদ্ধ ও গলিতনখদন্ত হইয়াছি ইহাতে কেন বিশ্বাস স্থান না হই। যে হেতুক যজ্ঞ ও দান ও অধ্যয়ন ও তপস্যা ও সত্য ও ধৃতি ও ক্ষমা ও অলোভ এই আট প্রকার ধর্ম্মের পথ তাহার মধ্যে পূর্ব্বচতুষ্টয় দম্ভের নিমিত্তও সেবা করে ওত্তরচতুষ্টয় মহাত্মাতেই থাকে আমার এমনি লোভ বিরহ হইয়াছে যে আপন হস্তগত সুবর্ণ কঙ্কণ যে কোন লোককে দিতে ইচ্ছা করিতেছি। তথাপি ব্যাঘ্র মনুষ্যকে খায় এই অপবাদ লোকে আছে তাহা নিবারণ করা যায় না যে হেতুক ধারাবাহিক লোকেরা ওপদেশিনী কুট্টিনীকে ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমান করে না যেমন গোঘ্ন ব্রাহ্মনকে প্রমান করে না আমাকর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্র পঠিত হইয়াছে শুন যেমন আপনার প্রান ইষ্ট

হয় তেমন সকল জীবের প্রাণও ইষ্ট হয় অতএব সাধু লোকেরা আত্মবৎ সকল জীবকে দয়া করেন। অপর নিষেধ করাতে অর্থাৎ যাচকের যে অপ্রিয় দুঃখ এবং দান দেওয়াতে যে প্রিয়সুখ তাহা সৎপুরুষেরা আত্মদৃষ্টান্তেতে প্রমান জানেন। এবং যে লোক পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় ও পরের দ্রব্য লোষ্ট্রের তুল্যও সকল জীবকে আপনার ন্যায় দেখে সেই পণ্ডিত। তুমি অতি দরিদ্র সেই হেতুক তোমাকে দিতে আমি সচেষ্ট হইয়াছি। সেই প্রকার পণ্ডিতেরদের কর্তৃক কথিত হইয়াছে যে হে যুধিষ্ঠির দরিদ্র লোককে প্রতি পালন কর ধনিকে ধন দিও না যেমন রোগির ঔষধ পথ্য অরোগির ঔষধে কি প্রয়োজন। অপর দেওয়া উপযুক্ত ইহা মনে করিয়া কাশ্যাদি তীর্থে গ্রহণাদিকালে অগ্নিহোত্রাদি পাত্রে অনুপ কারিকে যে দান করে সেই দানকে সাত্বিক করিয়া পণ্ডিতেরা জানেন অতএব এই সরোবরে স্নান করিয়া সুবর্ণ কঙ্কন গ্রহণ করহ অনন্তর

যখন পথিক তাহার বাক্যেতে প্রত্যয় করিয়া লোভেতে স্নান করিবার নিমিত্তে সরোবরে প্রবিষ্ট হইল তখন মহাপঙ্কে মগ্ন হইয়া পলাইতে অসমর্থ হইল। পঙ্কে পতিত পথিককে দেখিয়া ব্যাঘ্র কহিল হায় হায় বৃহৎ পঙ্কে পতিত হইয়াছ অতএব তোমাকে আমি ওঠাই ইহা কহিয়া অল্পে২ নিকটে গিয়া সেই ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া চিন্তা করিল। দুরাত্মার ধর্ম্ম শাস্ত্রের পাঠ ও বেদের অধ্যয়ন ধর্ম্মিষ্ঠতা হওনের কারণ নহে কিন্তু গরুর দুগ্ধ স্বভাবেতেই যেমন মধুর হয় তেমনি স্বভাব অতিরিক্ত হয় এবং মন ও ইন্দ্রিয় অবশ যাহারদিগের তাহারদিগের ক্রিয়া হস্তির স্নানের ন্যায় আর দুর্ভগা স্ত্রীর অলঙ্কারের ন্যায় ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে জ্ঞান ভার মাত্র। অতএব আমি ভাল করি নাই যে হেতুক মারাত্মক ব্যাঘ্রে বিশ্বাস করিয়াছি সেই রূপ পণ্ডিতেরদিগেরকর্ত্তৃক কথিত আছে নদী ও শস্ত্রধারী ও নখী ও শৃঙ্গী ও স্ত্রী

ও রাজকুল এ সকলে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে। অপর সকলেরি স্বভাব অবশ্য পরীক্ষা করিবেক অন্য গুন পরীক্ষা করিবেক না যে হেতুক সকল গুনকে অতিক্রমণ করিয়া স্বভাব মস্তকে থাকে আর আকাশবিহারী পাপনাশকারী সহস্র রশ্মি ধারী জ্যোতির্ম্মধ্যচারী চন্দ্রও দৈবযোগেতে রাহু কর্ত্তৃক গ্রস্ত হন অতএব কপালে যে লিখিত আছে তাহা খণ্ডিতে কে শক্ত হয়। এই প্রকার চিন্তা করত ঐ পথিক ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক মৃত ও ভক্ষিত হইল অতএব আমি কহি কঙ্কনের লোভেতে ইত্যাদি। এই নিমিত্তে সর্ব্ব প্রকারে অবিচারিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়। যে হেতুক বিলক্ষন জীর্ণ অন্ন ও উত্তম পণ্ডিত পুত্র ও অতিশয় বশীভুতা স্ত্রী ও সুসেবিত রাজা ও বিলক্ষন চিন্তা করিয়া কহা ও বিলক্ষন বিচার করিয়া করা ইহারা বহু কালেতেও বিকারকে পায় না। এ কথা শুনিয়া কোন কপোত দর্প করিয়া কহিল আঃ এ কি কহিতেছ। আপৎকাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধলোকের বাক্য গ্রাহ্য হয় আর অন্যত্রও

বিচার ক্রমে গ্রাহ্য হয় কিন্তু ভোজন বিষয়ে গ্রাহ্য নয়। যে হেতুক পৃথিবীমণ্ডলে সকল অন্নও জলাদি আশঙ্কাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত তাহাতে কোথা প্রবৃত্তি কর্ত্তব্য। কি প্রকারে বা জীবন ধারণ কর্ত্তব্য সেই প্রকার পণ্ডিতেরদিগেরকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে ঈর্ষাবিশিষ্ট ও ঘৃণাযুক্ত ও অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ ও সর্ব্বদা সশঙ্ক আর পর ভাগ্যোপজীবী এ ছয় জন দুঃখভাগী হয়। ইহা শুনিয়া সকল কপোত সে স্থানে উপবিষ্ট হইল যে হেতুক পণ্ডিতেরা মহা মহা শাস্ত্র জানিয়াও আর সংশয়ের ছেদন কর্ত্তা হইয়াও লোভে মুগ্ধ হইয়া ক্লেশ পান্। লোভ হইতে ক্রোধ হয় লোভহইতে কাম জন্মে লোভ হইতে মোহ ও নাশ হয় লোভ পাপের কারণ। পরে সকলেই জালেতে বদ্ধ হইল অনন্তর যাহার বাক্যেতে সে স্থান অবলম্বন করিয়াছে তাহাকে সকলে তিরস্কার করিতে লাগিল। যে হেতুক গণের অগ্রে যাইবে না কেননা কার্য্য সিদ্ধ হইলে সকলেরি সমান ফল

যদি কার্য্য বিঘ্ন হয় তবে প্রধান ব্যক্তি দোষভাগী হয় সেই প্রকার কথিত আছে। ইন্দ্রিয় সকলের যে দমন না করা সেই বিপত্তির পথ আর তাহার দিগের যে দমন করা সে সম্পত্তির পথ যে পথে তে ইচ্ছা সেই পথেতে যাও। তাহার অপমান শুনিয়া চিত্রগ্রীব কহিল ইহার এ দোষ নয় যে হেতুক হিতও পতনশীল আপদের কারণতাকে পায় যেমন মাতার জঙ্ঘা বৎসের বন্ধনের নিমিত্তে স্তম্ভ হয়। আর বিপদ্গ্রস্ত লোকের আপৎ উদ্ধার করিতে যে যোগ্য সেই বন্ধু ভীত ব্যক্তির পরিত্রাণের নিমিত্তে ক্ষণ গ্রহণে পণ্ডিত যে সে বন্ধু নয়। বিপৎকালে বিস্ময়াপন্ন হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ সেই হেতুক এ সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া উপায় চিন্তা করহ। যে হেতুক বিপৎ কালে ধৈর্য্য আর বৃদ্ধি কালে ক্ষমা সভাতে বাক্যের পটুতা যুদ্ধেতে পরাক্রম আর যশেতে অভিরুচি শাস্ত্র শ্রবণে আসক্তি এই সকল উত্তম লোকেরদিগের স্বভাবসিদ্ধ হয়। যাহার সম্পৎ

কালে আহ্লাদ হয় না বিপৎ কালে বিষাদ হয় না যুদ্ধেতে পাণ্ডিত্য হয় এমন ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠ পুত্রকে যে জননী জন্মান সে দুর্লভ। আর ঐশ্বর্য্যেচ্ছুক পুরুষ নিদ্রা তন্দ্রা ভয় ক্রোধ আলস্য অল্পকাল সাধ্যক্রিয়া বহুকালে করা এই ছয় দোষ ত্যাগ করিবেক। এখনও ইহা কর সকলে একচিত্ত হইয়া জাল লইয়া ওড়। যে হেতুক তুচ্ছ বস্তুর যে সমূহ সেও কার্য্য সাধন হয় যেমন রজ্জুত্ব পাইলে তৃণ সমূহকর্ত্তৃক মত্ত হস্তী বদ্ধ হয়। সজাতীয় তুচ্ছ বস্তুরও সমূহ পুরুষের মঙ্গলদায়ক হয় ইহার সাক্ষী দেখ তণ্ডুল তুষেতে বিহীন হইলে অঙ্কুর হয় না। ইহা চিন্তা করিয়া সকল পক্ষিরা জাল লইয়া ওপরে ওড়িল অনন্তর সে ব্যাধ অতিদূরহইতে জালের অপহারক কপোতেরদিগকে দেখিয়া পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ভাবনা করিল যে এ কপোতেরা সকলে একত্র হইয়া আমার জাল হরণ করিতেছে কিন্তু যখন পৃথিবীতে পড়িবে তখন আমার বশীভূত

হইবে। তৎপর সেই পক্ষিরা ব্যাধের চক্ষুর দৃষ্টি অতিক্রমণ করিলে সেই ব্যাধ নিবৃত্ত হইল। তাহার পর ব্যাধিকে নিবৃত্ত দেখিয়া কপোতেরা কহিল এখন কি করিতে ওচিত হয়। চিত্রগ্রীব কহিল মাতা ও পিতা ও মিত্র ইহারা তিন জন স্বভাবেতে হিতকারী আর অন্য লোকও কার্য্য কারণ প্রযুক্ত হিতকারী হয় অতএব আমারদিগের মিত্র হিরণ্যক নামে মুষিকেরদিগের রাজা চিত্রবনে গণ্ডকীতীরে বাস করে সে আমারদিগের পাশ কাটিবেক ইহা বিবেচনা করিয়া সকলে হিরণ্যকের গর্ত্তের নিকট গেল হিরণ্যক সর্ব্বদা উপদ্রবশঙ্কাতে শতদ্বার গর্ত্ত করিয়া বসতি করে। অনন্তর হিরণ্যক কপোতেরদের পতন শব্দের ভয়েতে ভীত হইয়া চুপ করিয়া থাকিল। পরে চিত্রগ্রীব বলিল হে মিত্র হিরণ্যক কেন আমারদিগকে সম্ভাষ কর না। অনন্তর হিরণ্যক মিত্রের বাক্য বুঝিয়া শীঘ্র বাহির হইয়া বলিল। আঃ কি পুণ্যবান্ আমি আমার পরমসুহৃৎ চিত্রগ্রীব আসিয়াছেন কেননা মিত্রের

সহিত যাহার সম্ভাষা মিত্রের সহিত যাহার বাস ও মিত্রের সহিত যাহার পরস্পর কথোপকথন তাহা হইতে পৃথিবীতে পুন্যবান আর নাই। তাহার পর কপোতেরদিগকে জালে বদ্ধ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া কহিল সখে কি এ। চিত্রগ্রীব কহিল হে মিত্র আমারদের পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্মের ফল এই যাহাহইতে যৎ করণক যে প্রকারে যে কালে যে স্থানে যত শুভ কিম্বা অশুভ আত্মকৃত যে কর্ম্ম সে সকল কর্ম্ম তাহা হইতে তৎকরণক সেই প্রকারে সেইকালে সেই স্থানে ঈশ্বরেচ্ছা প্রযুক্ত জীবকে পায়। নিজাকৃত অপরাধি বৃক্ষস্বরূপ দেহির রোগ শোক পরীতাপ বন্ধন ব্যসন ইহারা ফল। ওন্দুর চিত্রগ্রীবের বন্ধন চ্ছেদন করিতে শীঘ্র সমীপে যাইতেছে। চিত্রগ্রীব তাহা দেখিয়া কহিল হে মিত্র এমন করিও না কিন্তু আমার আশ্রিত এই কপোতেরদের পাশ চ্ছেদন কর তখন আমার জাল পশ্চাৎ চ্ছেদন করিবা। হিরণ্যক কহিল আমি অল্পবলী আর

আমার দন্তও কোমল এই কারণ ইহারদের বন্ধন ছেদন করিতে কি রূপে শক্ত হইব। তবে আমার দন্ত যত ক্ষণ না ভাঁগে ততক্ষণ তোমার পাশ তত ছেদন করি পশ্চাৎ ইহারদেরও বন্ধন যত পারিব ছেদন করিব। চিত্রগ্রীব কহিল এই হউক তথাপি যেমন সামর্থ্য ইহারদিগের বন্ধন কাট। হিরণ্যক কহিল আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আশ্রিত লোকের যে রক্ষা করা সে নীতিজ্ঞ লোকেরদের সম্মত নহে। যে হেতুক বিপত্তরণের নিমিত্তে ধন রক্ষা করিবেক আর ধনদ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করিবেক আর আপনাকে সর্ব্বদা স্ত্রীদ্বারা ও এবং ধনদ্বারাও রক্ষা করিবেক। অপর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের সংস্থিতির কারণ যে প্রাণ সেই প্রাণকে যে জন নষ্ট করে তৎকর্ত্তৃক কি নষ্ট না হয়। আর প্রাণকে যে রক্ষা করে তৎ কর্ত্তৃক কি রক্ষিত না হয়। চিত্রগ্রীব বলিল হে মিত্র নীতিশাস্ত্র এই রূপই বটে কিন্তু আমি আমার আশ্রিতলোকেরদিগের দুঃখ কোন প্রকারে

সহিতে পারি না সেই নিমিত্তে ইহা বলি। যে হেতুক ধন ও প্রাণ পরের নিমিত্তে পণ্ডিত লোকেরা ত্যাগ করে কেননা বস্তুমাত্রের বিনাশ অবশ্য হয় অতএব সাধু লোকের কারণ প্রাণাদির ত্যাগ ভাল। আর এই অসাধারণ কারণ আমার সহিত ইহারদিগের জাতি ও দ্রব্য ও বলের তুল্যতা তবে আমার প্রভুত্বের ফল কখন কি হইবে তাহা বল। অপর ইহারা বর্ত্তন ব্যতিরেকেও আমার নিকট ত্যাগ করে না সেই হেতুক আমার প্রাণের বিনাশ হইলেও আমার আশ্রিত ইহারদিগকে বাঁচাও। আর হে আমার মিত্র মাংস ও মূত্র ও বিষ্ঠা ও অস্থিতে নির্ম্মিত বিনাশশীল শরীরে আস্থা পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তি রক্ষা কর। এবং দেখ অনিত্য ও মলবাহি শরীরকর্ত্তৃক নিত্য অথচ নির্ম্মল যশ যদি লব্ধ হয় তবে কি না লব্ধ হয়। যে হেতুক শরীরের ও গুণের যে দূর সে অত্যন্ত অন্তর কেননা শরীর অল্প কাল

স্থায়ী গুন বহুকালস্থায়ী। ইহা শুনিয়া হিরণ্যক হৃষ্টচিত্ত এবং পুলকিত হইয়া বলিল সাধু মিত্র সাধু এই আশ্রিত বাৎসল্যেতে ত্রিলোকের প্রভুত্ব তোমাতে উপযুক্ত হয়। ইহা কহিয়া সেই হিরণ্যককর্ত্তৃক সকল কপোতের বন্ধন ছিন্ন হইল। অনন্তর হিরণ্যক সকল কপোতকে সম্মান করিয়া কহিল। হে সখে চিত্রগ্রীব এই জালে বন্ধন হওয়াতে দোষশঙ্কা করিয়া আপনাতে অবজ্ঞা কর্ত্তব্য নহে। যে হেতুক যে পক্ষী শত যোজন হইতে অবিবেকেতে আহার দেখে সেই পক্ষী মৃত্যু কাল উপস্থিত হইলে পাশ বন্ধন দেখে না। আর চন্দ্র ও সূর্য্যের রাহু পীড়া হস্তি ও সর্পেরও বন্ধন বুদ্ধিমানের দারিদ্র্য দেখিয়া এই আমার বিবেচনা যে বিধাতাই বলবান্। এবং আকাশবিহারীও পক্ষিরা বিপৎ পায় আর বুদ্ধিমান্ লোককর্ত্তৃক অতলস্পর্শ জল যে সমুদ্র তাহাহইতেও মৎস্য ধৃত হয় ইহাতে দুর্নীত কি আছে সুচরিত কি স্থান লাভে কি গুন যে হেতুক ব্যসনরূপ বিস্তারিত

হস্ত যে কাল তিনি দূরহইতেও গ্রহন করেন। এই প্রকারে প্রবোধ করিয়া আতিথ্য করিয়া আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিল চিত্রগ্রীব ও সপরিবারে আপন অভিলষিত দেশে গেল। অতএব যে কোন মিত্র কর্ত্তব্য দেখ ওন্দুর মিত্রেতে কপোতেরা বন্ধনহইতে মুক্ত হইল। হিরন্যকও আপন বিবরে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর লঘুপতন নামে কাক সকল বৃত্তান্ত দেখিয়া ইহা বলিল কি আশ্চর্য্য হে হিরন্যক তুমি শ্লাঘ্য। অতএব আমিও তোমার সহিত মিত্রতা ইচ্ছা করি এই নিমিত্তে আমাকে মিত্রতাতে অনুগ্রহ করিতে যোগ্য হও। ইহা শুনিয়া হিরন্যকও গর্ত্তের মধ্যে থাকিয়া কহিল কে তুমি সে বলিল আমি লঘুপতন নামে কাক হিরন্যক হাসিয়া বলিল তোমার সহিত মিত্রতা কি। যে হেতুক লোকেতে যে যাহার সহিত উপযুক্ত হয় পণ্ডিত লোক তাহাকে তাহার সহিত মিলন করাইবেক আমি ভোজ্য তুমি ভোক্তা ইহাতে কি প্রকারে প্রীতি হইবে।

আর যে হেতুক ভক্ষ্য ও ভক্ষকের যে প্রণয় সে বিপত্তির কারণ কেননা শৃগালহইতে পাশেতে বদ্ধ মৃগ কাককর্ত্তৃক রক্ষিত হইল। কাক কহিল এ কি প্রকার হিরণ্যক কহিতেছেন।

মগধদেশে চম্পকাবতী নামে এক বন থাকে তাহাতে হরিণ ও কাক দুই জন বহুকাল বড় স্নেহেতে বাস করে সেই হরিণ আপন ইচ্ছাতে ভ্রমণ করত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া কোন শৃগালকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল তাহাকে দেখিয়া শৃগাল চিন্তা করিল আঃ কি প্রকারে এই উত্তম ললিত মাংস খাইব যা হউক বিশ্বাস জন্মাই এই পরামর্শ করিয়া সমীপে গিয়া বলিল হে মিত্র তোমার মঙ্গল। মৃগকর্ত্তৃক কথিত হইল কে তুমি শৃগাল কহিতেছে ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে শৃগাল আমি। এই বনেতে মৃতশরীরের ন্যায় বান্ধবহীন হইয়া বাস করি সম্প্রতি তোমাকে মিত্র পাইয়া পুনর্ব্বার সবান্ধব হইয়া সজীব হইলাম এখন আমি সর্ব্বদা তোমার অনুচর হইব শৃগাল মৃগকর্ত্তৃক কথিত

হইল এই হেতুক অনন্তর ভগবান মরীচি মালী সূর্য্য পশ্চিমে অস্ত গেল পরে মৃগের বাস স্থানে সেই মৃগ ও শৃগাল গেল সেখানে চম্পক বৃক্ষের ডালেতে মৃগের চিরকালের মিত্র সুবুদ্ধি নামা কাক বাস করে। হরিণ আর জম্বুককে দেখিয়া কাক বলিল মিত্র দ্বিতীয় কে এ হরিণ কহিতেছে ইনি জম্বুক আমার সহিত মিত্রতা করিতে বাঞ্ছা করিয়া আসিয়াছেন। কাক বলিতেছে সখে অকস্মাৎ আগন্তুকের সহিত মিত্রতা উচিতা নয়। এই বিজ্ঞকর্ত্তৃক কথিত আছে যাহার কুল ও স্বভাব জ্ঞাত নহে তাহাকে বাসস্থান দেওয়া উপযুক্ত নহে। যে হেতুক বিড়ালের দোষেতে জরদ্গব নামে গৃধ্র নষ্ট হইল মৃগ আর শৃগাল কহিল কি প্রকার এ। কাক কহিতেছেন।

গঙ্গাতীরে গৃধ্রকূট নাম পর্ব্বতে বৃহৎ এক পর্কটি বৃক্ষ থাকে তাহার কোটরে দৈব বিপাকে নখ ও চক্ষুতে রহিত জরদ্গব নামে এক গৃধ্র

বসতি করে অনন্তর তাহার জীবনের নিমিত্তে সেই বৃক্ষবাসি পক্ষিরা কৃপা করিয়া আপনং আহারহইতে কিঞ্চিৎ২ উদ্ধার করিয়া দেয় তাহাতে ঐ জরদ্গব বাঁচে। পরে কোন দিন দীর্ঘ কর্ণ নামে এক মার্জার পক্ষিবালকেরদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্তে সেখানে আইল। তাহার পর সেই বিড়ালকে আসিতে দেখিয়া পক্ষিবালকেরা ভয়ার্ত্ত হইয়া কোলাহল করিল তাহা শুনিয়া জরদ্গবকর্ত্তৃক বিড়াল উক্ত হইল কে এ আইসে। দীর্ঘকর্ণ গৃধ্রকে দেখিয়া সভয় হইয়া খেদেতে কহিল আমি নষ্ট হইলাম। যে হেতুক ভয় যাবৎ না আইসে তাবৎ পর্য্যন্ত ভয়কে ভয় করা উপযুক্ত ভয়কে আগত দেখিয়া মনুষ্য যেমন উচিত হয় তাহা করিবেক। সেই হেতুক এখন নিকটে পলাইতে অসমর্থ তবে যে ভবিতব্য তাহা হউক বিশ্বাস জন্মাইয়া ইহার সমীপে গমন করি ইহা আলোচনা করিয়া নিকটে গিয়া বলিল। হে আর্য্য তোমাকে অভিবাদন করি। গৃধ্র কহিল

কে তুমি। সে কহিল বিড়াল আমি। গৃধ্র বলিতেছে দুরে যাও যদি না যাও তবে তুমি আমার হন্তব্য হইবা। মার্জ্জার বলিল আমার বাক্য শুন তার পর যদি আমি বধ্য হই তবে বধ কর্ত্তব্য। যে হেতুক কোথায় কেও কি জাতি মাত্রেতে বধ্য কিম্বা পুজ্য হয় ব্যবহার জানিয়া বধ্য অথবা পুজ্য হয়। গৃধ্র কহিতেছে বল কি নিমিত্তে তুমি আসিয়াছ। সে বলিল আমি এখানে গঙ্গাতীরে নিত্যস্নায়ী নিরামিষাশী ব্রহ্মচারী চান্দ্রায়ন ব্রত আচরত থাকি। বিশ্বাস ভুমি পক্ষি সকলেরা আমার অগ্রেতে সর্ব্বদা ধর্ম্মজ্ঞান রত তোমারদিগকে প্রশংসা করে অতএব বিদ্যা ও বয়সেতে বৃদ্ধ যে তোমরা তোমারদের স্থানে ধর্ম্ম শুনিবার নিমিত্তে এ খানে আসিয়াছি। আপনারা এমন ধর্ম্মজ্ঞ যে অতিথি আমাকে মারিতে ওদ্যত গৃহস্থের এ ধর্ম্ম বটে। গৃহে আইলে শত্রুরও ওপযুক্ত আতিথ্য করিবেক অতএব ছেদনকর্ত্তার সমীপবর্ত্তি ছায়াকে বৃক্ষ

অপহরন করে না যদি বাধীন না থাকে তবে প্রিয় বাক্যেতেও অতিথি অবশ্য পূজ্য হন যে হেতুক আসন ও স্থান ও জল ও প্রিয়বাক্য এ সকল সাধুলোকেরদের ঘরেতে কখন অপ্রাপ্ত হয় না। আর সল্লোকেরা নির্গুন প্রানিতেও দয়া করেন এই নিমিত্তে চন্দ্র চণ্ডাল গৃহে পতিত জ্যোৎস্না অপহরন করে না। অপর ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অগ্নি গুরু ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের ব্রাহ্মন গুরু। স্ত্রীলোকেরদিগের পতিই গুরু সকল বর্নেতে অতিথি গুরু এবং অতিথি নিরাশ হইয়া যাহার গৃহহইতে ফিরিয়া যায় সে আপন পাপ তাহাকে দিয়া তাহার পুন্য লইয়া যায় আর অধম বর্নও যদি উত্তম বর্নের ঘরে আইসে তবে সে যথোপযুক্ত পূজ্য হয় কেননা অতিথি সর্ব্ব দেব স্বরূপ গৃধ্র বলিল বিড়াল মাংস রুচি এখানে পক্ষির ছানা সকল আছে সেই নিমিত্তে আমি এই প্রকার বলি। বিড়াল তাহা শুনিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া দুই কর্ন স্পর্শ করিতেছে এবং কৃষ্ণ২ কহি

তেছে আর কহিল আমাকর্ত্তৃক ধর্ম্ম শাস্ত্র শুনিয়া বৈরাগ্যেতে দুস্কর চান্দ্রায়ন ব্রত আরব্ধ হই য়াছে যে হেতুক অহিংসা উত্তম ধর্ম্ম ইহাতে পরস্পর বিবদমান সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের সম্মতি আছে যে হেতুক যে মনুষ্যেরা সকল হিংসা হইতে নিবৃত্ত হয় আর যে লোকেরা সকল সহে আর যে অনেকের আশ্রয় হয় সে মানুষেরা স্বর্গগামী হয়। এবং ধর্ম্মই এক মিত্র যে মরিলেও সঙ্গে যায় আর সকল শরীরের সহিত নাশ পায়। অপর যে যাহার মাংস খায় এই দুইর অন্তর দেখ একের ক্ষণমাত্র তৃপ্তি হয় অন্য প্রাণে নষ্ট হয়। এবং মরিতে হইল এই যে দুঃখ লোকের হয় সে দুঃখ পরও অনুমানদ্বারা কহিতে পারে না। পুনর্ব্বার শুন স্বচ্ছন্দে বনেতে জন্মে যে শাক তাহাতেও উদর পূরন হয় তবে এই পোড়া পেটের নিমিত্তে কে মহাপাপ করে। সে মার্জার এই প্রকারে

বিশ্বাস জন্মাইয়া বৃক্ষ কোটরে থাকিল। অনন্তর কিছু দিন গেলে পরে পক্ষির ছানারদিগকে ধরিয়া আপন কোটরমধ্যে আনিয়া প্রত্যহ খায়। যে পক্ষিরদের সন্তানেরদিগকে খাইল তাহারা শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতেং ইতস্তত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল বিড়াল তাহা জানিয়া কোটর হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে পলাইল। তাহার পর ইতস্তত অন্বেষণ করত পক্ষি সকলকর্ত্তৃক পক্ষি শাবকের অস্থি প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তাহারা কহিল এই জরদ্গবকর্ত্তৃক আমারদিগের সন্তান ভক্ষিত হইযাছে ইহা নিশ্চয় করিয়া সকল পক্ষি কর্ত্তৃক গৃধ্র হতহইল। অতএব আমি বলি অজ্ঞাত কুলশীলের বাস দেওয়া ওচিত নয়। সেই শৃগাল ইহা শুনিয়া ক্রোধেতে কহিল। মৃগের প্রথম দর্শন দিনে আপনিও অজ্ঞাত কুলশীল ছিলেন তবে কি প্রকারে আপনকার সহিত ইহাঁর ওত্তর২ প্রীতির আধিক্য হইতেছে। আর শুন যেখানে পণ্ডিত

লোক নাই সেখানে অল্পবুদ্ধিলোকও প্রশংসিত হয় যে দেশে বৃক্ষ নাই সে দেশে ভেরেণ্ডাও বৃক্ষ হয়। অপর ইনি আত্মীয় ইনি পর এই গণনা ক্ষুদ্রান্তঃকরন লোকেরদের হয়। সচ্চরিত্র লোকেরদিগের পৃথিবীর সকল ব্যক্তিই নিজ যেমন এই মৃগ আমার সখা তেমনি আপনিও আমার সখা। হরিন বলিল এ উত্তরে কি প্রয়োজন একত্র সকলে প্রনয়ালাপেতে সুখে থাক। যে হেতুক স্বভাবতঃ কেহো কাহারও মিত্র নয় কেহো কাহারও শত্রু নয় কিন্তু ব্যবহারেতে মিত্র ও শত্রু হয় পরে কাককর্তৃক কথিত হইল এই হওক অনন্তর প্রভাতে সকলে আপনং অভিলষিত দেশে গেল। এক দিবস নির্জনে জম্বুক বলিতেছে হে মিত্র মৃগ এই বনের এক প্রদেশে শস্যপূর্ন ক্ষেত্র আছে আমি তোমাকে লইয়া তাহা দেখাই ইহা কহিয়া তাহা করিলে পর হরিন প্রতিদিন সেখানে যাইয়া শস্য খায়। অনন্তর ক্ষেত্র দেখিয়া ক্ষেত্র পতি কর্তৃক জাল যোজিত হইল তাহার পর পুন

বর্বার মৃগ আইলে পাশেতে বদ্ধ হইয়া চিন্তা করিল কে আমাকে য়মপাশের ন্যায় এই ব্যাধের পাশহইতে মিত্র ব্যতিরেকে পরিত্রান করিতে শক্ত হয়। তৎপর জম্বুক সেখানে উপস্থিত হইয়া ভাবনা করিল এত দিনে আমার কাপট্যেতে মনোভিলাষ সিদ্ধি হইল ছিদ্যমান এই মৃগের মাংস রক্তেতে লিপ্ত অস্থি আমি অবশ্য পাইব তাহাতে বিলক্ষনরূপে ভোজন হইবে। হরিন তাহাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া বলিতেছে সখে শৃগাল আমার বন্ধন ছেদন কর শীঘ্র আমার রক্ষা কর। যে হেতুক মিত্রকে বিপত্তিতে আর শূরকে যুদ্ধেতে আর শুচিকে ঋণেতে আর নির্দ্ধন হইলে ভার্য্যাকে ও ব্যসনেতে বান্ধবকে জানিবেক। এবং উৎসবেতে ও ব্যসনেতে ও দুর্ভিক্ষেতে ও দেশোপদ্রবেতে ও রাজদ্বারেতে ও শ্মশানেতে যে থাকে সেই বান্ধব। শৃগাল পাশ দেখিয়া বারবার চিন্তা করিল এই বন্ধন দৃঢ় হইয়াছে আর কহিতেছে হে মিত্র এ পাশ স্নায়ু

রচিত এই হেতুক আজি রবিবারে কি প্রকারে ইহা দন্তে স্পর্শ করিব সখা যদি অন্তঃকরণে অন্য প্রকার না যান তবে তুমি যাহা কহিবা তাহা প্রভাতে আমার কর্ত্তব্য। অনন্তর সে কাক সন্ধ্যা কালে মৃগকে আসিতে না দেখিয়া ইতস্তত অন্বেষণ করত সেই প্রকার দেখিয়া কহিল সখা কি এ। মৃগ কহিল হে মিত্র মিত্রবাক্যের অব জ্ঞার ফল এই। পণ্ডিতকর্ত্তৃক তাহা উক্ত আছে হিতাভিলাষি মিত্র লোকেরদের কথা যে না শুনে তাহার বিপৎ অতি নিকট আর সে লোক শত্রুর আনন্দ জনক। কাক বলিতেছে সে বঞ্চক কোথা আছে হরিণকর্ত্তৃক উক্ত হইল সে আমার মাংস ভোজনের নিমিত্তে এই স্থানেই আছে কাক কহিতেছে আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি আমার অপরাধি নাই এ বিশ্বাসের কারণ নয় যে হেতুক খলহইতে গুণবানেরও ভয় আছে। আর শুন গতায়ু লোকেরা প্রদীপ নির্ব্বাণের গন্ধ পায় না ও সুহৃৎ লোকের বাক্যও শুনে না ও

অরুন্ধতী নামে নক্ষত্র দেখিতে পায় না। আর অসাক্ষাৎ কার্য্যহন্তা ও সাক্ষাৎ প্রিয় বাদী এমন মিত্রকে ত্যাগ করিবেক যেমন পয়োমুখ বিষপূরিত কুম্ভ ত্যাগ করিবেক। পরে কাক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল ওরে বঞ্চক শৃগাল তুই পাপী কি করিয়াছিস্ যে হেতুক মিষ্ট বাক্যেতে আলাপিত যে লোক আর মিথ্যোপচারেতে বশীভূত যে লোক আর আশাযুক্ত ও শ্রদ্ধাযুক্ত যে যাজক ইহারদিগের যে বঞ্চনা করা সে কি. অপর উপকারী ও বিশ্বস্ত ও নির্ম্মলান্তঃকরণ যে লোক তাহাতে যে ব্যক্তি অধর্ম্মাচরণ করে হে ভগবতি পৃথিবি মিথ্যাভিসন্ধি সে লোককে কি প্রকারে ধারণ করিতেছ। আর দুষ্ট লোকের সহিত মিত্রতা করিবে না ও প্রীতি করিবে না কেননা তপ্ত অঙ্গার হস্ত দাহ করে ও শীতল অঙ্গার হাত কাল করে। কিম্বা দুর্জ্জনেরদের এই স্বভাব আগে পায়েতে পড়ে পশ্চাৎ পৃষ্ঠের মাংস খায় অপ্রেৎ কর্ণেতে

আশ্চর্য্য মধুর শব্দ করে পশ্চাৎ ছিদ্র নিরূপন করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া অকস্মাৎ প্রবেশ করে মশা এই প্রকারে সকল খলের চরিত্র ব্যক্ত করে এবং দুর্জ্জন অথচ প্রিয়বাদী এমন লোক প্রত্যয়ের স্থান নহে যে নিমেত্তে জিহ্বাগ্রে মধু ও হৃদয়ে বিষ আছে। অনন্তর প্রাতঃকালে ক্ষেত্রপতি লাঠি হাতে করিয়া সেই স্থানে গমন করিতেছে ইহা কাকসকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল। ক্ষেত্র পালকে দেখিয়া কাক কহিল হে মিত্র মৃগ তুমি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া পেট ফুলাইয়া পা সকল স্থির করিয়া আপনাকে মৃতশরীরের ন্যায় দেখাইয়া থাক আমি তোমার চক্ষু ঠোঁটেতে করিয়া ঠোকরাই যখন আমি শব্দ করিব তখন তুমি ওঠিয়া শীঘ্র পলাইবে কাকের কথাতে মৃগ সেই প্রকার থাকিল। তাহার পর আহ্লাদেতে প্রফুল্লনয়ন যে ক্ষেত্রপতি সে সেই প্রকার মৃগকে দেখিল আঃ আপনি মরিয়াছ ইহা কহিয়া বন্ধন ছাড়াইয়া জাল জড় করিবার নিমিত্তে সত্ত্বর হইল অনন্তর মৃগ কাকের

শব্দ শুনিয়া শীঘ্র উঠিয়া পলাইল পরে ক্ষেত্রপতি কর্ত্তৃক মৃগের উদ্দেশে ক্ষিপ্ত যে লগুড় তাহাতে শৃগাল নষ্ট হইল। পণ্ডিতেরা তাহাই কহিয়াছেন। অত্যন্ত উৎকট যে পাপ ও পুণ্য তদ্দ্বারা ইহ লোকেতেই তিন দিনেতে কিম্বা তিন পক্ষেতে কিম্বা তিন মাসেতে কিম্বা তিন বৎসরেতে ফল ভোগ হয় অতএব আমি বলি খাদ্য আর খাদকের যে প্রণয় সে আপদের কারণ লঘুপতন নামে কাক পুনর্ব্বার কহিল তুমি আমাকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেও আমার তৃপ্তি জনক আহার হইবা না। চিত্রগ্রীবের ন্যায় নিষ্পাপ তুমি বাঁচিলেই আমি বাঁচি এবং উত্তম লোকেরদিগের সাধু স্বভাবত্বহেতুক পুণ্যাত্মা তির্য্যগ্যোনিরদের ও বিশ্বাস দেখা গিয়াছে যেমন তোমার ও চিত্রগ্রীবের। আর সাধুলোক ক্রুদ্ধ হইলেও তাহার মন বিকারকে পায় না যেমন ঘাসের অগ্নিতে সমুদ্রের জল তপ্ত করিতে পারে না। হিরণ্যক বলিতেছে তুমি চপল চপলের সহিত প্রণয় কোন প্রকারে

কর্ত্তব্য নয়। পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়াছেন মার্জ্জার ও মহিষ ও মেষ ও কাক ও কাপুরুষ ইহারা বিশ্বাসেতে প্রভু হয় এই হেতুক এ সকলেতে বিশ্বাস ভাল নহে। আর কি কহিব তুমি আমারদিগের শত্রুর পক্ষ পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়াছেন। সন্ধি হেতুক স্বয়ং আলিঙ্গিত দুষ্ট বিপক্ষের সহিত সন্ধি করিবে না যে হেতুক অতি বড় উষ্ণ যে জল সেও আগুন নির্ব্বাণ করে অপর দুষ্ট লোক বিদ্যাতে ভূষিত হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিবেক কেননা মণিতে ভূষিত যে সর্প সে কি ভয়দায়ক হয় না। এবং যাহা করিবার উপযুক্ত নহে তাহা করা যায় না আর যাহা করিবার যোগ্য তাহা অবশ্য করা যায়। অতএব জলে শকট কখন যায় না এবং স্থলে নৌকা যায় না। অপর বড় উত্তম বীন হেতুক বৈরিতে এবং বিরক্ত স্ত্রীতে যে লোক বিশ্বাস করে তাহার জীবন সেই পর্য্যন্ত। লঘুপতন বলি

ভেছে আমি সকল শুনিয়াছি তথাপি আমার এই প্রতিজ্ঞা তোমার সহিত সখ্য অবশ্য কর্ত্তব্য যদি মিত্রতা না কর তবে অনাহারেতে আপনাকে নষ্ট করিব। আর শুন মৃন্ময় ঘটের তুল্য দুর্জন লোক সুখেতে ভাঁগা যায় দুঃখেতেও মিলান যায় না সুবর্ণ ঘটের ন্যায় সুজন দুঃখেতে ভাগাঁ যায় সুখেতে মিলান যায়। আর সকল তৈজস পাত্রের দ্রবত্বহেতুক এবং মৃগ ও পক্ষিরদের কোন কারণ হেতুক এবং মূর্খের ভয় ও লোভ হেতুক এবং উত্তমলোকের দর্শন হেতুক মিলন হয় আর উত্তমলোকেরা নারিকেলের ফলের তুল্য অন্তর স্নিগ্ধ দেখিতেছি অধম লোকেরা বদরীফলের তুল্য বাহিরেই কোমল অন্তর কঠিন। আর সাধু লোকেরদিগের প্রীতির বিচ্ছেদ হইলেও গুন বিকার পায় না যে হেতুক মৃণালের ভঙ্গেতেও সূত্র দুই খণ্ডেতে অবিচ্ছিন্ন থাকে অপর শুচিতা ও দানশীলতা ও শূরত্ব ও সুখ এবং দুঃখেতে সমানতা ও নিপুনতা ও আনুরক্তি ও সত্যতা এই

সকল মিত্রের গুণ এই সকল গুণেতে যুক্ত তোমা ভিন্ন কোন পুরুষকে আমি পাইব। লঘুপত নের এই সকল কথা শুনিয়া হিরণ্যক বাহিরে নির্গত হইয়া বলিল আমি তোমার অমৃত বাক্যেতে আহ্লাদিত হইলাম। পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়াছেন পুণ্যবান্ লোকেরদের আকর্ষণ মন্ত্রের তুল্য সন্তুষ্টিতে আদৃত প্রীতিকরণক যে সজ্জনের বচন সে অন্তঃকরণে যেমন সুখদায়ক হয় তেমন ঘর্ম্মার্ত্তকে অতিশয় শীতল জলকরণক স্নান ও মুক্তার মালা ও প্রত্যেক অঙ্গেতে দত্ত চন্দন সুখ দেয় না এবং নির্জনেতে অভেদ রূপে ব্যবহার করা আর যাত্রা আর নিষ্ঠুরতা আর মনের চাঞ্চল্য আর ক্রোধ আর মিথ্যাবাক্য আর দ্যূত ক্রীড়া এই সকল মিত্রের দোষ এই বচনের অনু সারেতে একও দূষণ তোমাতে দেখি না। যে হেতুক কথার দ্বারা পটুতা ও সত্যবাদিতা জানা যায়। আর চাঞ্চল্য অচাঞ্চল্য প্রত্যক্ষেতে বুঝা যায় অপর কোমল অথচ নির্ম্মল চিত্ত যাহার

দিগের তাহারদের মিত্রতা এক প্রকার হয়। আর খলতাতে দুষ্ট চিত্ত যাহারদের তাহারদের কথা অন্য প্রকার হয়। দুরাত্মারদিগের মনে এক প্রকার বাক্যেতে আর প্রকার কর্ম্ম অন্য প্রকার। মহাত্মারদিগের অন্তঃকরণে যাহা বাক্যেতে তাহা ক্রিয়াতেও তাহাই। তোমার অভিমতই হওক হিরণ্যক ইহা কহিয়া মিত্রতা করিয়া খাদ্য সামগ্রী দ্বারা লঘুপতনকে সন্তোষ করিয়া গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল কাকও আপন স্থানে গেল সেই অবধি ঐ দুইর পরস্পর আহার দানেতে ও মঙ্গল প্রশ্নেতে ও আলাপেতে কাল যাইতেছে এক দিবস লঘুপতন হিরণ্যককে কহিল এ স্থানে আহার লাভ বড় দুঃখেতে হয় অতএব এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইতে ইচ্ছা করি হিরণ্যক বলিতেছে মিত্র কোথা যাইবা। সেই প্রকার পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বুদ্ধিমান্ লোক এক পাদেতে যাইবে এক পাদেতে থাকিবে অপর স্থান না দেখিয়া পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করিবে না

কাক কহিতেছে বিলক্ষণ নির্ব্বিত স্থান আছে হিরণ্যক বলিল সে কি কাক কহিল।

দণ্ডকবনেতে কর্পূরগৌর নামে এক সরোবর আছে তাহাতে আমার অনেক কালের প্রিয় মিত্র ধার্ম্মিক মন্থর নাম্না কচ্ছপ বাস করে। যে হেতুক সকল লোকের পরের উপদেশে পাণ্ডিত্য হয় কিন্তু ধর্ম্মেতে অনুষ্ঠান কোন মহাত্মার হয় অতএব সে উত্তম ভোজনদ্বারা আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিবেক হিরণ্যকও কহিল তবে আমি এখানে থাকিয়া কি করিব। যে হেতুক যে দেশে সম্মান নাই ও বৃত্তি নাই ও বান্ধব নাই ও বিদ্যা নাই সে দেশ পরিত্যাগ করিবেক এবং লোকের গমনাগমন ও ভয় ও লজ্জা ও নিপুনতা ও দানশীলতা এই পাঁচ যে দেশে নাই সে দেশে বাস করিবে না। অপর হে সখা সে স্থানে বাস করা নহে যে খানে ঋণদাতা আর চিকিৎসক আর ব্রাহ্মণ আর সজল নদী এই চারি নাই অতএব আমাকেও সেখানে লহ অনন্তর কাক সেই মিত্রের

সহিত নানা প্রকার আলাপ করিতেং সুখেতে সেই সরোবরের নিকট গেল পরে মন্থর দূর হইতে দেখিয়া নদ্মুপতনের ওচিত আতিথ্য করিয়া মূষিকের আতিথ্য করিল। যে হেতুক বালক কিম্বা বৃদ্ধ কিম্বা যুবা যদি ঘরে আইসে তবে তাহার সম্মান করিবেক কেননা সকল বর্নে অতিথি গুরু। এবং দ্বিজাতির অগ্নি গুরু। সকল বর্নের ব্রাহ্মণ গুরু। স্ত্রীলোকেরদিগের ভর্ত্তাই গুরু। সকলবর্নে অতিথি গুরু আর উত্তমজাতির ও গৃহে যদি অধমজাতি আইসে তবে তাহার ও সম্মান করিবেক যে হেতুক অতিথি সর্ব্বদেবতাস্বরূপ। বায়স কহিল হে মিত্র মন্থর ইহার পূজা বিশেষরূপে করহ যে হেতুক ইনি পুন্যবানেরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দয়ার সমুদ্র হিরণ্যক নামা মূষিকরাজ ইহার গুনের স্তব সর্পেরদিগের রাজা অনন্ত দুই হাজার জিহ্বাতেও যদি কদাচিৎ কহিতে পারেন ইহা কহিয়া চিত্রগ্রীবের বৃত্তান্ত কহিলেন। মন্থর আদরে হির

ন্যককে সম্মান করিয়া কহিলেন তোমার মঙ্গল আর আপনকার নির্জ্জন বনে আসিবার কারণ কহিতে যোগ্য হও। হিরণ্যক বলিল শুন কারণ আছে বলিতেছি।

চম্পকা নামে নগরীতে সন্ন্যাসিরা বাস করে সেই খানে চূড়াকর্ণ নামে সন্ন্যাসী থাকে সে ভোজনাবশিষ্ট ভিক্ষান্নের সহিত ভিক্ষা পাত্র নাগদন্তকেতে রাখিয়া শয়ন করে আমি লাফিয়া সেই অন্ন প্রতিদিন খাই পরে তাহার প্রিয় মিত্র বীণাকর্ণ নামা সন্ন্যাসী এক দিবস আইল তাহার সহিত কথা প্রসঙ্গে গুপবিষ্ট হইয়া আমার ত্রাসের নিমিত্তে জর্জ্জর বংশখণ্ডদ্বারা ভূমিতাড়ন করিতেছিল। তখন বীণাকর্ণ কহিল হে মিত্র কি আমার কথাতে বিরক্ত কেননা তুমি অন্যমনা হইতেছ চূড়াকর্ণ কহিল সখা আমি বিরক্ত নই কিন্তু দেখ এই উন্দুর আমার অপকারী লাফিয়া সর্ব্বদা পাত্রস্থিত ভিক্ষান্ন খায়। বীণাকর্ণ নাগদন্তক দেখিয়া কহিল কি প্রকারে অল্পবলবান্ মূষিক এত দূর

লাগিয়া ওঠে অতএব ইহাতে কোনহ কারন থাকিবে পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন। যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধ পতিকে অকস্মাৎ নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া চুলে ধরিয়া চুম্বন করিলে ইহাতে কারন থাকিবে। চূড়াকর্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছে এ কি প্রকার বীণাকর্ণ কহিতেছে।—

গৌড়দেশে কৌশাম্বী নামে এক নগরী আছে তাহাতে চন্দনদাস নামে বড় ধনী এক বনিক্ বাস করে। সেই বনিক্ বৃদ্ধাবস্থাতে ধনমত্ততা হেতুক কামপীড়িত হইয়া লীলাবতী নামে বনিক্ পুত্রীকে বিবাহ করিল। সে লীলাবতী কন্দর্পের জয় পতাকার ন্যায় যৌবনবিশিষ্টা হইল। সে বৃদ্ধ স্বামী তাহার সন্তোষের নিমিত্তে হইল না। যে হেতুক হিমার্ত্ত লোকেরদিগের চান্দ্র কিরণেতে যেমন মন তুষ্ট হয় না এবং ঘর্ম্মার্ত্তলোকেরদিগের সূর্য্য কিরণেতে যেমন মন তুষ্ট হয় না তেমনি বৃদ্ধ পতিতে যুবতী স্ত্রীরদের মন সন্তুষ্ট হয় না। আর পুরুষের মাংসাদি লুলিত দেখিলে কামের বিষয় কি

যে হেতুক অন্যমনা স্ত্রী সে পুরুষকে ঔষধের তুল্য জানে সেই বৃদ্ধ স্বামী তাহাতে অত্যন্ত অনুরাগী হইল। যে হেতুক প্রাণিরদের বিনাশা এবং জীবিতাশা সর্ব্বদা সর্ব্বাপেক্ষয়া বড় হয় বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা প্রাণহইতেও বড় হয়। অপর বৃদ্ধ লোক বিষয়োপভোগ করিতে পারে না ও ত্যাগ করিতেও পারে না যেমন দন্তরহিত কুকুর জিহ্বাতে করিয়া অস্থি কেবল আস্বাদন করে। অনন্তর সেই লীলাবতী যৌবন মদেতে কুলাচার অতিক্রমন করিয়া কোন বনিক্‌পুত্রের সহিত অনুরাগিনী হইল। যে হেতুক কর্ত্তৃত্ব এবং পিতৃগৃহে বাস এবং যাত্রোত্সবে গমন এবং অনেক পুরুষের সন্নিধিতে বাস এবং বিদেশে বাস এবং ভ্রষ্টা স্ত্রীর সহিত বাস এবং আপন বৃত্তির বারবার ক্ষতি এবং পতির বার্দ্ধক্য আর পতির ঈর্ষ্যা আর পতির প্রবাস এই সকল স্ত্রীজনের নাশের কারণ। অপর মাদক দ্রব্যের পান ও

দুর্জন সংসর্গ ও পতিবিরহ ও যথেষ্ঠ গমন ও স্বপ্ন ও অন্যগৃহে বাস এই ছয় স্ত্রীরদিগের দূষন। আর নির্জন স্থান থাকে না এবং অবকাশ কাল থাকে না এবং প্রার্থনা কর্ত্তা মনুষ্য থাকে না হে নারদ সেই নিমিত্তে স্ত্রীরদিগের সতীত্ব হয় অপর স্ত্রীরদের অপ্রিয় কেও নাই প্রিয়ও কেও নাই যেমন গরু সকল বনেতে নুতনং ঘাস প্রার্থনা করে সেই রূপ নুতনং পুরুষকে প্রার্থনা করে। অপর ভাই কিম্বা পুত্রকে সুন্দর দেখিয়া স্ত্রীরদিগের যোনি ক্লেদযুক্ত হয় হে নারদ এ বাক্য সত্যং। এবং স্ত্রী ঘৃত কলসের তুল্য পুরুষ তপ্তাঙ্গারের তুল্য এই হেতুক বিজ্ঞ লোক ঘৃত ও আগুন একত্র রাখিবে না। নারীরদের সতীত্ব হওনে কারন লজ্জা নয় বিনীতাত্ব নয় কর্ম্মনৈপুন্য নয় ভীরুতা নয় কিন্তু কেবল প্রার্থনার অভাবই কারন। অপর বাল্যাবস্থাতে পিতা রক্ষা করেন যৌবনাস্থাতে ভর্ত্তা রক্ষা করেন বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্রেরা রক্ষা করে যে হেতুক স্ত্রী কর্ত্তৃকে

কখন অর্হে না এক দিবস রত্ন সমূহ খচিত পর্য্যঙ্কে সেই বনিক পুত্রের সহিত প্রিয়ালাপেতে সুখোপবিষ্ঠা সেই লীলাবতী অকস্মাৎ উপস্থিত ঐ পতিকে দেখিয়া হটাৎ ধরিয়া কেশেতে আকর্ষন করিয়া নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিল। সেই অবসরে উপপতি পলাইল। অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন শুক্রাচার্য্য যে শাস্ত্র জানেন ও বৃহস্পতি যে শাস্ত্র জানেন সেই শাস্ত্র স্ত্রী বুদ্ধিতে স্বভাব প্রযুক্তই প্রতিষ্ঠিত হয় সে রূপ আলিঙ্গন দেখিয়া নিকট বর্ত্তিনী কুট্টিনী চিন্তা করিল অকস্মাৎ এ ইহাকে আলিঙ্গন করিল অনন্তর সেই কুট্টিনী তৎ কারন জানিয়া লীলাবতীকে গোপনে দণ্ড করিল অতএব আমি বলি যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধ পতিকে অক স্মাৎ নির্ভর আশ্লেষ করিয়া কেশে ধরিয়া চুম্বন করিল ইহাতে কারন থাকিবে মুষিক গর্ত্ত দেখিয়া বলেতে উপবিষ্ট হইয়াছে অতএব ইহাতে কোনহ কারন থাকিবে কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া

পরিব্রাজক কহিল ইহাতে কারণ প্রচুর ধন হইবে। যেহেতুক লোকেতে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকল ধনবান্ লোকই বলবান্ কেননা রাজারদেরও প্রভুত্ব বল মূলই হয়। তাহার পর সে সন্ন্যাসী যন্ত্র লইয়া বিবর খুঁড়িয়া আমার চিরকাল সঞ্চিত ধন লইল সেই অবধি আপন শক্তিতে হীন ও উৎসাহ রহিত হইয়া কাতর মন্দ২ গমন করত আপন আহারও অর্জন করিতে অক্ষম হইলাম ইহা চূড়াকর্ণ দেখিল অনন্তর সে কহিল লোক ধনেতে বলবান্ হয় ধনহইতে পণ্ডিত হয় এই পাপিষ্ঠ মূষিককে দেখ এখন আপন জাতি তুল্যতাকে পাইল। আর ধনেতে রহিত অল্পবুদ্ধি পুরুষের সমস্ত ক্রিয়া নষ্ট হয়। যেমন গ্রীষ্ম কালে কুৎসিত নদী সকল জল রহিত হইয়া নষ্ট হয়। অপর যাহার ধন আছে তাহার সকল লোক মিত্র যাহার ধন আছে তাহার সকল লোক বান্ধব যাহার ধন আছে লোকেতে সেই পুরুষ যাহার ধন আছে সেই পণ্ডিত। আর

পুত্র রহিতের এবং উত্তম মিত্র রহিতের ঘর শূন্য মূর্খের সকল দিক্ শূন্য দারিদ্র্য সর্ব্ব শূন্য অপর যে ইন্দ্রিয় অন্যথা করা যায় না সেই ইন্দ্রিয় যে নাম অন্যথা করা যায় না সেই নাম যে বুদ্ধির প্রতিঘাত করা যায় না সেই বুদ্ধি যে বাক্যের প্রতিঘাত করা যায় না সেই বাক্য যে লোক ধনের মত্ততাতে রহিত সেই পুরুষ আর সকল যে তুচ্ছ এ কি আশ্চর্য্য। এই সকল শুনিয়া আমি আলোচনা করিলাম আমার এ খানে অবস্থান উচিত নয় সম্প্রতি অন্য ব্যক্তিকে যে এই বৃত্তান্ত কহা সেও অনুপযুক্ত যে হেতুক ধননাশ ও মনস্তাপ ও গৃহের মন্দচরিত্র ও পর কর্ত্তৃক বঞ্চনা ও অপমান এই সকল বুদ্ধিমান লোক প্রকাশ করিবে না। তাহা পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন পরমায়ু আর ধন আর গৃহচ্ছিদ্র আর মন্ত্রণা আর মৈথুন আর ঔষধি আর তপস্যা আর দান আর অপমান এই নয় যত্নেতে গোপন করিবেক। পণ্ডিতকর্ত্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে দৈব

অত্যন্ত বিমুখ হইলে আর পুরুষসাধ্য ক্রিয়া ব্যর্থ্য হইলে দরিদ্রের বন ব্যতিরেকে কোথা সুখ অর্থাৎ অরণ্য মধ্যে বাস করা ওপযুক্ত। অপর মনস্বি লোক মরে তথাপি কৃপণতাকে পায় না যেমন অগ্নি নির্ব্বাণকে পায় তথাপি স্নিগ্ধতাকে পায় না। এবং মনস্বি লোকের পুষ্প স্তবকের ন্যায় দুই বৃত্তি সকলের মাথাতে থাকে অথবা বনেতে বিশীর্ণ হয়। এই স্থানেতেই যে যাচ্ঞাতে প্রাণ ধারণ সে অত্যন্ত নিন্দিত। যে হেতুক ধনহীন লোকের অগ্নিতে প্রাণ সমর্পণ করাও ভাল ওপ চারহীন কৃপন লোকের প্রার্থনা ভাল নয়। এবং দরিদ্রতা হেতুক লজ্জা পায় প্রাপ্ত লজ্জ লোক বলহইতে ভ্রষ্ট হয় বল রহিত লোক পরাভূত হয় পরা ভবহইতে অজ্ঞান হয় অজ্ঞানি জন শোক পায় প্রাপ্তশোক লোক বুদ্ধিহইতে ভ্রষ্ট হয়। বুদ্ধি ভ্রষ্ট লোক নষ্ট হয় অতএব দেখ কি আশ্চর্য্য দারিদ্র সকল বিপত্তির আশ্রয় অপর বরং মৌন ব্রত করিবেক মিথ্যাবাক্য কহিবে না। পুরুষের নপুং-

মরুতাও ভাল পর স্ত্রী গমন ভাল নহে। প্রাণ ত্যাগও ভাল খলবাক্যেতে আসক্তি ভাল নহে। ভিক্ষা করিয়া ভোজনও ভাল পরধনের আস্বাদন সুখ ভাল নহে গৃহ শূন্যও ভাল শ্রেষ্ঠ দুষ্ট বৃষভ ভাল নহে। বেশ্যা পত্নীও ভাল কুল স্ত্রী বিনয় রহিতা ভাল নহে বনেতেও বাস ভাল অন্যায়ি রাজার নগরে বাস ভাল নহে। প্রাণ ত্যাগও ভাল অধীমের সমীপে গমন ভাল নহে। আর যেমন সেবা সমস্ত মান হরন করে আর যেমন জ্যোৎস্না অন্ধকার হরে যেমন বৃদ্ধাবস্থা শরীরের কান্তি হরে আর যেমন বিষ্ণুর ও শিবের কথা পাপ হরে এমনি বাঞ্ছা শত গুন হরন করে। ইহা চিন্তা করিয়া আমি আপনাকে কি পরপিণ্ডে পোষন করিব ও হে সেও বঙ্ক দ্বিতীয় যম দ্বার যে হেতুক পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্য এবং বেতন দিয়া স্ত্রীসংসর্গ এবং পরাধীন ভোজন এই তিন লোকের বিড়ম্বন। অপর রোগযুক্ত ব্যক্তি ও চিরকাল প্রবাসী ও পরান্নভো

ক্ষা ও পরগৃহশায়িতা ইহারদের যে বাঁচন সেই
মরণ যে মরণ সেই ইহারদের বিরাম ইহা বিবে
চনা করিয়াও লোভ প্রযুক্ত পুনর্ব্বারও ধন
সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে যত্ন করিলাম পণ্ডিতেরা
তাহা কহিয়াছেন লোভেতে বুদ্ধি চঞ্চলা হয়
লোভ তৃষ্ণাকে জন্মায় তৃষ্ণাপীড়িত মনুষ্য ইহ
লোকে ও পরলোকে দুঃখ পায় অনন্তর মন্দ২
গমন করত আমি সেই বীণাকর্ণকর্তৃক জর্জর
বংশখণ্ড দ্বারা তাড়িত হইয়া ভাবনা করিলাম
লোভী এবং অপরিতুষ্ট লোক অবশ্য আত্ম
ঘাতী হয় তাহা কহিয়াছেন যাহার মন পরিতুষ্ট
তাহার সকলি সম্পত্তি যেমন জুতাতে আবৃত পা
যাহার তাহার সর্ব্বত্রই চর্ম্মাতে আবৃত কিন্তু
পৃথিবী চর্ম্মেতে আবৃত নহে। অপর পরিতোষ
রূপ অমৃতেতে তৃপ্ত অথচ শান্তান্তঃকরণ লোকের
দের যে সুখ সে সুখ ইতস্তত ধাবন করে যে ধন
লোভিরা তাহারদের কোথা অর্থাৎ সে সুখ
তাহারদের হয় না আর সে ঐ উপায়ন করিয়াছে

সে শ্রবণ করিয়াছে সে সকল করিয়াছে যে লোক আশাকে পশ্চাৎ করিয়া নৈরাশ্য অবলম্বন করে। এবং কোন লোকের জীবন ধন্য যৎকর্তৃক ধনিদ্বার সেবিত না হয় ও বিরহ দুঃখ দৃষ্ট না হয় ও নপুংসক বাক্য কথিত না হয়। যে হেতুক ধন তৃষ্ণাতে লুব্ধের শত যোজন ও দূর নয় সন্তুষ্টের হস্তস্থিত ধনেতেও আদর নাই। সেই হেতুক এখানে আপন দশার গুণ যুক্ত কর্ম্ম করাই মঙ্গল। পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়াছেন সংসারে প্রানির ধর্ম্ম কি এই প্রশ্নেতে ওত্তর প্রানি সকলে দয়া। সুখ কি এই প্রশ্নেতে ওত্তর সর্ব্বদা অরোগিতা স্নেহ কি এই প্রশ্নে ওত্তর সদ্ভাব। পাণ্ডিত্য কি এই প্রশ্নে ওত্তর সদসদ্বিবেচনা। বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন বিপদ্দশাতেও যে সদসদ্বিবেচনা সেই পাণ্ডিত্য সদসদ্বিবেচনা রহিতের পদে২ বিপত্তি। আর কুলের নিমিত্তে এক জনকে ত্যাগ করিবেক গ্রামের নিমিত্তে

কুলকে ত্যাগ করিবেক দেশের নিমিত্তে গ্রাম ত্যাগ করিবেক আপনার নিমিত্তে পৃথিবী ত্যাগ করিবেক। অপর অনায়াস প্রাপ্ত জলই বা ভয়ের পর স্বাদু অন্নই বা নিশ্চয় বিচার করিয়া দেখিতেছি সেই সুখ যাহাতে নিরর্বাহ। এই পরামর্শ করিয়া আমি নির্জন বনে আইলাম যে হেতুক ব্যাঘ্র ও বৃহৎ হস্তি সেবিত অরণ্য ও ভাল বৃক্ষ আশ্রয় ভাল পক্বফল ও জল আহারও ভাল তৃণশয্যাও ভাল বৃক্ষের বাকল পরিধানও ভাল বান্ধব লোকের মধ্যে ধন রহিতের জীবন ভাল নহে। তদনন্তরও আমার পুণ্যবলের হেতুক এই মিত্রকর্ত্তৃক প্রীতিতে আমি অনুগৃহীত হইয়াছি ইদানী পুণ্যবলের প্রকাশ হেতুক তোমার আশ্রয় স্বর্গই আমার প্রাপ্ত হইল। যে হেতুক সংসার রূপ বিষবৃক্ষের রসাল ফল দুটি কাব্য রূপ অমৃতরসের আস্বাদন এক আর সুজনের সহিত মিলন এক। মন্থর কহিল ধন পায়ের ধূলার ন্যায় আর যৌবন পর্ব্বত নদীর

মেঘের ন্যায় আর জল বিন্দু যেমন চঞ্চল এমনি
অস্থির পরমায়ু আর জীবন ফেনার ন্যায় ইহা
জানিয়া যে মন্দবুদ্ধি স্বর্গের অর্গলের উদ্ঘাটক যে
ধর্ম্ম তাহা যে না করে সে লোক পশ্চাৎ বৃদ্ধাবস্থা
প্রাপ্ত হইলে তাপিত হইয়া শোকরূপ অগ্নিতে
দগ্ধ হয়। তুমি অত্যন্ত সঞ্চয় করিয়াছিলা
তাহার এই দোষ শুন। জলাশয় মধ্যস্থিত
জলের বহনেতেই যেমন জল অধিক হয়
এমনি অর্জ্জিত ধনের দানেতেই ধনের রক্ষা হয়।
অপর কৃপণ লোক মৃত্তিকাতে যে নীচে২ ধন
পোঁতে সে আগোতেই নীচ স্থানে যাইবার
নিমিত্তে পথ করে। অপর আত্মীয় সুখ নিরোধ
করত যে লোক ধনার্জ্জন ইচ্ছা করে সে পরের
নিমিত্তে ভার বাহকের ন্যায় কেবল দুঃখের
ভাজন এবং দান ও সম্ভোগ রহিত ধনেতে
যদি লোক ধনবান্ হয় তবে সেই ধনেতে আমরা
ও ধনবান্ হই। অপর উপভোগ রহিতত্ব হেতুক
কৃপণের ধন পর ধনের তুল্য। ইহার এ ধন এই

সম্বন্ধ মাত্র আর ধন নষ্ট হইলে দুঃখেতে আপনি নষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন। প্রিয় বাক্য সহিত দান ও অহঙ্কার রহিত জ্ঞান ও ক্ষমাযুক্ত শূরতা ও দান নিযুক্ত ধন সংসারে এই চারি দুর্লভ। বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন সর্ব্বদা সঞ্চয় করিবেক কিন্তু অত্যন্ত সঞ্চয় করিবেক না দেখ অতিসঞ্চয়ী শৃগাল ধনুতে নষ্ট হইল। সেই কাক ও মূষিক বলিল এ কি প্রকার।—

মন্থর কহিতেছে কল্যাণকটক নামে গ্রামে ভৈরব নামে ব্যাধ থাকে সে এক দিবস মৃগ অন্বেষণ করত বিন্ধ্যাটবী গেল। অনন্তর এক মৃগকে নষ্ট করিয়া লইয়া যাইতেছিল ইতোমধ্যে এক ভয়ানক শরীর বরাহকে দেখিল পরে সেই ব্যাধ হরিণকে ভূমিতে রাখিয়া শরেতে ঐ শূকরকে মারিল শূকর ও ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া ব্যাধের অণ্ডকোষে মারিল ব্যাধ ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া মরিল। যেহেতুক জল কিম্বা অগ্নি কিম্বা বিষ কিম্বা শস্ত্র

কিম্বা ক্ষুধা কিম্বা রোগ কিম্বা পর্ব্বতহইতে পতন ইত্যাদি যৎ কিঞ্চিৎ নিমিত্ত পাইয়া জীব প্রাণ ত্যাগ করে। অনন্তর বরাহও ব্যাধের পা আচড়া নতে এক সর্পও মরিল। তাহার পর দীর্ঘরাব নামে শৃগাল আহারের নিমিত্তে ভ্রমন করত মৃত সেই মৃগ ও ব্যাধ ও সর্পও বরাহকে দেখিল এবং চিন্তা করিল কি আশ্চর্য্য আজি বড় খাদ্য দ্রব্য আমার উপস্থিত হইল কিম্বা প্রানিরদের দুঃখ চিন্তিত না হইলেও যেমন আইসে তেমনি সুখও মানি ইহাতে দৈবই অতিরিক্ত হন। তাহা হওক সম্প্রতি ইহারদের মাংসেতে আমার তিন মাস সুখেতে যাইবে আর ও কহিল মনুষ্য এক মাস যাইবে মৃগ ও শূকর দুই মাস যাইবে সর্প এক দিন যাইবে অদ্য ধনুর জিলা ভক্ষন করিব অনন্তর প্রথম ক্ষুধাতে এই আস্বাদন রহিত ধনুস্থিত স্নায়ুর জিলা খাই ইহা কহিয়া তাহা করিল পরে স্নায়ুবন্ধন ছিঁড়িলে ধনু হৃদয়ে লাগিয়া সে দীর্ঘরাব পঞ্চত্ব পাইল। অতএব আমি বলি

সঞ্চয় অবশ্য করিবেক কিন্তু অতিশয় সঞ্চয় করিবেক না। তাহা কহিয়াছেন মৃত ব্যক্তির স্ত্রীতে ও ধনেতে অন্য লোকেরা ক্রীড়া করে অত এব যাহা দেয় যাহা খায় সেই ধনবানের ধন অপর বিশিষ্ট পাত্রকে যাহা দেও আর প্রতিদিন যাহা ভোজন কর সেই তোমার ধন আমি এই মানি। নতুবা কাহারও ভোগ্য ধন রক্ষা কর। থাওক সম্প্রতি অতিক্রান্তের বর্ণনে কি প্রয়োজন যে হেতুক জ্ঞানি লোকেরা অপ্রাপ্য বস্তুকে অভিলাষ করিবে না নষ্ট বস্তুকে শোক করিতে ইচ্ছা করিবে না বিপত্তিতেও মুগ্ধ হইবে না সেই হেতুক হে মিত্র তুমি নিরন্তর উৎসাহী হবা যে হেতুক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও মূর্খ হয়। যে পুরুষ ক্রিয়া করে সেই পণ্ডিত যেমন সুচিন্তিত ঔষধ নাম মাত্র অরোগ করে না। অপর উৎসাহ রহিতের শাস্ত্র জ্ঞান অত্যল্পও গুন করে না অন্ধের হস্তোপরি স্থিতও প্রদীপ কি ঘটপটাদি প্রকাশ করে সেই হেতুক এখানে হে মিত্র অবস্থাবিশেষে শান্তি

কর্ত্তব্য তুমি ইহাও অত্যন্ত কষ্ট করিয়া জানিও না যে হেতুক রাজা ও কুলস্ত্রী ও ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রি ও মেঘ ও দন্ত ও চিকুর ও মনুষ্য ও নখ এ সকল স্থান চ্যুত হইলে শোভা পায় না। ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান্ লোক স্বস্থান পরিত্যাগ করিবে না এ কাপুরুষের বাক্য যে হেতুক সিংহ ও সৎপুরুষ ও হস্তী ইহারা স্থান পরিত্যাগ করিয়া যায় তাহাতেই কাক ও কাপুরুষ ও মৃগ ইহারা মরে। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন বীরের ও পণ্ডিতের কি স্বদেশ কি বা বিদেশ যে দেশ আশ্রয় করে সেই দেশকেই বাহুবলেতে জয় করে। দন্ত ও নখও লাঙ্গুল এই সকল অস্ত্র যে সিংহের সে যে বনে যায় তাহাতেই নষ্ট হস্তি শ্রেষ্ঠের রক্ত করনক আপনার পিপাসা নিবৃত্তি করে। অপর যেমন মণ্ডুক সকল কূপকে যায় আর যেমন মৎস্যাদি জল পূর্ণ জলাশয়কে যায় এমনি সকল সম্পত্তি অবশ হইয়া ওদ্যোগি মনুষ্যকে পায়। আর আগত সুখকে সেবা করিবেক এবং

আগত দুঃখকেও সেবা করিবেক যে হেতুক দুঃখ ও সুখ চক্রের ন্যায় ভ্রমন করে। অপর উদ্যোগবিশিষ্ট ও অচিরক্রিয় ও কর্ম্মজ্ঞাতা ও ব্যসনেতে অসক্ত ও বীর ও কৃতজ্ঞ ও অনেকের মিত্র এতাদৃশ পুরুষকে লক্ষ্মী আপনি বাস করিবার কারন পান। বিশেষে শূর পুরুষ ধন ব্যতিরেকেও অনেক সম্মানেতে উচ্চপদ পায়। কৃপন লোক ধনবান হইয়াও পরাভব পায়। ইহাতে দৃষ্টান্ত স্বভাবেতে জাত অথচ গুন সমূহেতে প্রাপ্ত যে সিংহসম্বন্ধি কান্তি ইহা কি কুকুর স্বর্ন মালা ধারন করিয়া ও পায়। এবং ধনবত্তা প্রযুক্ত যে অহঙ্কার সে কি গত বিভব হইয়াও বিষাদকে পায় অর্থাৎ বিষন্ন হইবে না কেননা মনুষ্যেরদিগের পড়া ও উঠা হস্তস্থিত গেঁড়ুর ন্যায়। এবং মেঘছায়া ও খলের প্রেম ও নূতন শস্য ও স্ত্রী ও যৌবন ও ধন এ সকল কিঞ্চিৎ কাল উপভোগের বিষয়। অপর ধনের নিমিত্তে অত্যন্ত চেষ্টা করিবে না যে হেতুক

বিধাতাই তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন। কেননা গর্ভ হইতে জীব জন্মিলেই মাতার দুই স্তনে দুগ্ধ ক্ষরে। এবং হে মিত্র যিনি হংসকে শুক্ল করিয়াছেন আর শুক পক্ষিকে হরিত বর্ণ করিয়াছেন আর ময়ূরকে যিনি চিত্রিত করিয়াছেন তিনি তোমার বৃত্তি বিধান করিবেন। আর হে মিত্র ওত্তম লোকেরদের রহস্য শুন অর্থ ওপার্জনে দুঃখ জন্মায় আর নষ্টেতে তাপ জন্মায় আর সম্পত্তিতে মোহ জন্মায় তবে অর্থ কি প্রকারে সুখ দায়ক হয়। অপর ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তে যাহার ধন চেষ্টা তাহার নিশ্চেষ্টতা ভাল যে হেতুক কর্দমের প্রক্ষালনহইতে দুরে থাকিয়া স্পর্শ না করা ভাল। যে হেতুক যেমন পক্ষিরা আকাশে আমিষ ভোজন করে আর ব্যাঘ্রেরা পৃথিবীতে আর কুম্ভীরেরা জলেতে ভোজন করে তেমনি সর্ব্বত্রই লোক ধনবান্। অপর রাজাহইতে এবং জলহইতে এবং অগ্নিহইতে এবং চৌরহইতে

এবং খলহইতে ও ধনিরদের সর্ব্বদা ভয় যেমন যমহইতে প্রাণিরদের সর্ব্বদা ভয়। এবং দুঃখ সমূহ সংসারে ইহার পর দুঃখ কি যাহাতে ইচ্ছা নুরূপ সম্পত্তি হয় না আর যাহাতে ইচ্ছা ও নিবৃত্তি হয় না। হে ভ্রাতঃ আর শুন ধন অতি দুর্লভ ধন পাইলে কষ্টেতে রক্ষা হয় আর প্রাপ্তধনের নাশ মৃত্যু তুল্য সেই হেতুক ধন চিন্তা করিবে না। ধন বিষয়ে তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিলে কে দরিদ্র কে ধনবান্ যদি তৃষ্ণার স্থান দেয় তবে দাস্য মাথার ওপর থাকে। অপর বিষয়কে যত বাঞ্ছা করে ততই বাঞ্ছা প্রবৃত্ত হয় বিষয়প্রাপ্ত হইলেই তাহা হইতে বাঞ্ছা নিবৃত্ত আমার অনেক পক্ষপাতে কি প্রয়োজন আমারি সহিত এখানে কাল যাপন কর যে হেতুক উত্তম লোকেরদিগের প্রীতি মরণ পর্য্যন্ত থাকে আর ক্রোধ তত্কাল্ন কালে নষ্ট হয় আর পরিত্যাগ সঙ্গ রহিত হয়। ইহা শুনিয়া লঘুপতনক কহিতেছে মন্থর তুমি ধন্য তুমি প্রশংসিত গুনবিশিষ্ট। যে হেতুক উত্তম লোকেরদিগের

উত্তম লোকই বিপত্তারন যোগ্য ইহাতে দৃষ্টান্ত পঙ্ক পতিত হস্তির হস্তীই উদ্ধারকর্ত্তা। পৃথিবীতে মনুষ্যেরদের মধ্যে কেবল সেই প্রতিষ্ঠিত সেই মহত সেই সৎ পুরুষ যে বিন্য যাহার নিকটে যাচকেরা এবং শরনাপন্ন লোকেরা নিরাশ হইয়া বিমুখ হইয়া না যায়।

অনন্তর তাহারা এই প্রকারে আপনং ইচ্ছাতে আহার বিহার করত সন্তুষ্ট হইয়া সুখেতে বাস করে পরে এক দিবস চিত্রাঙ্গ নাম্না মৃগ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভীত হইয়া সেখানে আসিয়া মিলিল। পরে আগত মৃগকে দেখিয়া ভয় সম্ভাবনা করিয়া মন্থর জলে প্রবিষ্ট হইল আর উন্দুর গর্ত্তমধ্যে গেল আর কাক ও উড়িয়া বৃক্ষে আরোহন করিল তাহার পর লঘুপতনক যতিদূর পর্য্যন্ত দেখিয়া ভয়ের কারন কিছুই আইসে না ইহা আলোচনা করিল পশ্চাৎ কাকের বাক্যেতে সকলে পুনর্ব্বার আসিয়া সেই স্থানে মিলিয়া বসিল মন্থর কহিল হে মৃগ সুখেতে আইলা ইহা জিজ্ঞাসিয়া কহিল আপন

ইচ্ছাতে জলতৃণাদি আহার করহ। এ স্থানে অবস্থান করিয়া এই বনকে সম্ভাষিক করহ। চিত্রাঙ্গ বলিতেছে আমি ব্যাধকর্তৃক ত্রাসিত হইয়াছি আপনকারদের শরণাগত হইলাম আপনকারদিগের সহিত সখ্য ইচ্ছা করিতেছি হিরন্যক বলিল মিত্র তুমি কেননা আপনি আমারদিগের সহিত অনেক কষ্টেতে মিলিয়াছ যে হেতুক মিত্র চারি প্রকার হয় তাহা কহিয়াছেন ঔরস অর্থাৎ পুত্রাদি আর কৃতসম্বন্ধ অর্থাৎ যাহার সহিত মিত্রতা করা যায় আর পুরুষানুক্রমে মিত্র আর ব্যসনহইতে রক্ষিত। এই হেতুক আপনি এখানে আপন গৃহের ন্যায় থাকুন। তাহা শুনিয়া হরিণ আহ্লাদিত হইয়া আপন ইচ্ছাতে আহার করিয়া জল পান করিয়া জল সন্নিধিতে বৃক্ষছায়াতে বসিল। অনন্তর মন্থর কহিল হে মিত্র মৃগ এই নির্জন বনে কাহাকর্তৃক তুমি ভীত হইয়াছ এ বনে কখন কি ব্যাধ আইসে। মৃগ কহিল।—

কলিঙ্গ দেশে রুক্মাঙ্গদ নামে ভূপাল আছেন

তিনি দিগ্বিজয় করিতে আসিয়া চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কটক সংগ্রহ করিয়া বাস করিতেছেন প্রাতঃ কালে তিনি আসিয়া কর্পুর সরোবর নিকটে থাকিবেন ইহা ব্যাধের মুখেতে কিম্বদন্তী শুনিতেছি সেই হেতুক এখানেতেও ভয়ের কারন ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা কর। ইহা শুনিয়া কচ্ছপ ভীত হইয়া কহিল অন্য পুষ্করিনীতে যাই। কাক এবং হরিণও কহিল এই হওক। পরে হিরণ্যক হাসিয়া বলিল অন্য হ্রদে গেলে মন্থরের মঙ্গল কিন্তু স্থলে যাইবার কি উপায় যে হেতুক জলজন্তুর জল বড় বল দুর্গবাসির দুর্গ বড় বল ব্যাঘ্রাদির স্বস্থান বড় বল রাজার মন্ত্রী বড় বল। সখা লঘুপতনক এই পরামর্শেতে সেই প্রকার হইবে। যেমন বনিক্ পুত্র আপন স্ত্রীর কুচকোরক রাজপুত্রকর্ত্তৃক মর্দ্দিত আপনি দেখিয়া দুঃখী হইল তেমনি তুমি হইবা। তাহারা বলিল এ কি প্রকার হিরন্যক কহিতেছে।—

কান্যকুব্জ দেশে বীরপুর নামে নগরে বীরসেন

নামা এক রাজা থাকেন তিনি তুরঙ্গবল নামে রাজ
পুত্রকে সর্ব্বাধ্যক্ষ করিলেন সে রাজপুত্র মহাবলী
ও যুবা এক দিবস আপন সহর ভ্রমণ করত অত্যন্ত
যুবতী লাবণ্যবতী নামে বনিক্ পুত্র বধূকে দেখি
লেন। অনন্তর আপন অট্টালিকাতে গিয়া কামা
কুল চিত্ত হইয়া তাহার নিমিত্তে দূতী পাঠাইলেন।
যে হেতুক তাবৎপর্য্যন্ত সৎপথ থাকে আর
তাবৎপর্য্যন্ত পুরুষ ইন্দ্রিয়েরদের প্রভু হন
আর তাবৎপর্য্যন্ত লজ্জা থাকে আর তাবৎ
পর্য্যন্ত বিনয় আলম্বন করে যাবৎ পর্য্যন্ত সুন্দরী
নারীরদিগের দৃষ্টিরূপ অব্যর্থ বান পুরুষের হৃদয়ে
না পড়ে অন্যং বান কদাচিৎ ব্যর্থও হয় এ বান
কখন ব্যর্থ হয় না আর অন্যং বান বংশ
নির্ম্মিত ধনুতে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষিপ্ত হয় এ শর
ভ্রূরূপ ধনুতে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষিপ্ত হয় আর অন্যং
তীর কর্ণ পর্য্যন্ত গিয়া যুক্ত হয় এ তীরও কর্ণ
পর্য্যন্ত গিয়া যুক্ত হয় আর অন্যং শরের নানা
বর্ণ পাখা থাকে এ শরের চক্ষুর পাতাই নীলবর্ণ

পায়া। এবং সে লাবণ্যবতীও তাঁহার দর্শনক্ষণ অবধি কাম শরের প্রহারে জর্জরিতান্তঃকরণ হইয়া তদেকচিন্তা হইল। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন নারীরদিগের অপ্রিয় কেহো নাই প্রিয়ও কেহো নাই যেমন গরু কাননেতে নুতন২ ঘাস সর্ব্বদা অভিলাষ করে এই রূপ স্ত্রীলোক নুতন২ পুরুষ সর্ব্বদা বাঞ্ছা করে। অনন্তর লাবণ্যবতী দূতীর বাক্য শুনিয়া কহিল। আমি পতিব্রতা কি প্রকারে এই ভর্ত্তার ত্যাগরূপ পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব। যে হেতুক যে স্ত্রী গৃহব্যাপারে নিপুন সেই পত্নী যে স্ত্রী পুত্রবতী সেই পত্নী যে স্ত্রী পতির প্রিয়া সেই পত্নী যে স্ত্রী সাধ্বী সেই পত্নী। যাহাকে স্বামী তুষ্ট না হয় তাহাকে ভার্য্যাই বলি না স্বামী যাহাকে তুষ্ট হয় তাহার সকল দেবতাই সন্তুষ্ট। ভর্ত্তা যে স্ত্রীর স্বভাব ও ধর্ম্মের প্রশংসা করে সেই ভর্ত্তা যে হেতুক অগ্নি নিকটে প্রাপ্তমর্য্যাদ ভর্ত্তাই স্ত্রীরক্ষক। এই হেতুক আমার প্রাণনাথ যাহা২ আজ্ঞা করেন তাহাই বিবেচনা না করিয়া

করি দূতী কহিল এ কথা অতিসত্য লাবণ্যবতী কহিল এ বাক্য নিশ্চয় সত্য অনন্তর দূতী যাইয়া সেই২ সকল তুরঙ্গবলের সম্মুখে নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া তুরঙ্গবল বলিল ভর্ত্তা আনিয়া সমর্পন করিবে ইহা কি রূপে হইবে কুট্টনী কহিল ওপায় করুন। তাহা বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে হেতুক ওপায়েতে যাহা করিতে শক্ত হয় তাহা বলেতে করিতে সমর্থ হয় না। কেননা কর্দ্দম পথে গমন করত শৃগালকর্ত্তৃক হস্তী নষ্ট হইল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসিল এ কি প্রকার কুট্টনী কহিতেছে।

বৃহ্মারণ্যেতে কর্পূরতিলক নামে এক হাতী থাকে তাহাকে দেখিয়া সকল শৃগালেরা চিন্তা করিল যদি এ কোন ওপায়েতে মরে তবে ইহার শরীরে আমারদের চারি মাসের ভোজন হয় তাহাতে এক বৃদ্ধ জম্বুক প্রতিজ্ঞা করিল আমি বুদ্ধিপ্রভাবেতে ইহার মরন সাধিব পরে সে বঞ্চক কর্পূরতিলকের নিকটে গিয়া অষ্টাঙ্গ প্রনাম করিয়া কহিল হে মহারাজ দৃষ্টি প্রসাদ করুণ। হস্তী বলিতেছে কে

তুমি কোথাহইতে আইলা। সে কহিল আমি শৃগাল সমস্ত বনবাসি পশুরা মিলিয়া আপনকার নিকট পাঠাইয়াছেন যে রাজা ব্যতিরেকে বাস করা অনুপযুক্ত এই হেতুক বনরাজ্যেতে অভিষেক করিবার নিমিত্তে সকল রাজলক্ষণেতে যুক্ত আপনাকে নিরূপন করিয়াছেন। যে হেতুক কুলাচারাদিতে অতিপবিত্র এবং বলবান এবং ধর্ম্মিষ্ঠ এবং জ্ঞানী সে ব্যক্তি পৃথিবীতে রাজার উপযুক্ত আর দেখ প্রথম রাজাকে আশ্রয় করিবেক পশ্চাৎ ভার্য্যাকে লভিবেক অনন্তর ধন অর্জ্জন করিবেক কেননা এই পৃথিবীতে রাজা না থাকিলে কোথা ভার্য্যা কোথা ধন। অপর মেঘ যেমন বৃষ্টি দ্বারা সকল প্রানির জীবনোপায় এমনি রাজা সকল জীবের আশ্রয়। মেঘ না থাকিলেও জীব সকল বাঁচে রাজা না থাকিলে বাঁচে না। অপর রাজদণ্ডেতেই লোক প্রায় আপন২ উপযুক্ত কর্ম্ম করে কেননা এই পরাধীন সংসারে সচ্চরিত্র লোক

দুর্লভ ভর্ত্তা যদি কৃশও হন কিম্বা অন্ধহীন ও হন কিম্বা রুগ্নও হন কিম্বা নির্ধনও হন তথাপি দণ্ড ভয়েতে কুলস্ত্রী তাহাতে ওপগতা হন। এই হেতুক যে প্রকারে লগ্নসময় না যায় সে প্রকার করিয়া মহারাজ শীঘ্র আসুন। ইহা কহিয়া উঠিয়া চলিল। তৎপর রাজ্যলোভেতে লুব্ধ হইয়া এই কর্পূরতিলক নামে গজ শৃগালের পথে ধাইতে বৃহৎপঙ্কে পতিত হইল অনন্তর হস্তী কহিল হে বন্ধু শৃগাল এখন কি কর্ত্তব্য আমি পাঁকে পড়িয়া মরি ফিরিয়া দেখ। শৃগাল হাস্য করিয়া কহিল হে মহারাজ আমার লাঙ্গুল আলম্বন করিয়া উঠ। যে আমার তুল্য লোকের কথাতে বিশ্বাস করিয়াছ সেই হেতুক অরক্ষিত দুঃখ অনুভব কর। পণ্ডিতকর্ত্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে। যদি সাধুলোকেরদের সঙ্গেতে আসক্ত হইবাং তবে সজ্জন সমুহে পড়িবাং। অনন্তর মহাপঙ্কে পতিত হস্তী জম্বুককর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি ওপায়েতে যে করা যায়

তাহা পরাক্রমে করা যায় না। তাহার পর কুট্টনীর উপদেশেতে সে রাজপুত্র চারুদত্ত নামা বনিক্ পুত্রকে ভৃত্য করিল অনন্তর রাজ পুত্র তাহাকে সকল বিশ্বাস কার্য্যেতে নিযুক্ত করিলেন এক দিবস সেই রাজপুত্র স্বর্ণ ও রত্নেতে নির্ম্মিত আভরন ধারন করিয়া স্নান করিতে উপস্থিত হইয়া কহিলেন আজি অবধি এক মাস পর্য্যন্ত আমি গৌরীব্রত করিব সেই হেতুক প্রতিরাত্রিতে এক কুলীনা যুবতী স্ত্রীকে আনিয়া দেও সে স্ত্রীর আমি যথোপযুক্ত বিধানে পুজা করিব। তাহার পর সে চারুদত্ত সেই প্রকার এক নবযুবতীকে আনিয়া সমর্পন করে পশ্চাৎ লুক্কায়িত হইয়া ইনি কি করেন ইহা নিরূপণ করে। সে তুরঙ্গবল সে যুবতীকে স্পর্শ না করিয়া দুরহইতে বস্ত্র ও অলঙ্কার ও গন্ধদ্রব্য ও চন্দনকরনক পুজা করিয়া রক্ষককে দিয়া পাঠাইয়া দেন। অন ন্তর বনিক্ পুত্র তাহা দেখিয়া বিশ্বাস করিয়া ধন লোভেতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন জায়া লীলা

বতীকে আনিয়া সমর্পন করিল। সেই তু দ্বিন অন্তঃকরনের প্রিয়া সে লাবন্যবতীকে জানিয়া শীঘ্র উঠিয়া নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া প্রফুল্ল লোচন হইয়া তাহার সহিত পালঙ্কেতে বিলাস করিল। তাহা দেখিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যেতে অবিবেচক বনিক পুত্র চিত্র লিখিত পুত্তলিকার প্রায় স্থির হইয়া অতিবড় বিষন্ন হইলেন। অতএব আমি বলি। বনিক্‌পুত্র আপন বধুর কুচ রাজপুত্রকর্ত্তৃক মর্দ্দিত দেখিয়া দুঃখী হইল তেমনি তুমি হইবা। মন্থর সে হিতবাক্য অবজ্ঞা করিয়া বড় ভয়েতে মুগ্ধ হইয়া সে জলাশয় ত্যাগ করিয়া চলিল। সে হিরন্যক লঘুপতনক চিত্রাঙ্গও স্নেহ প্রযুক্ত অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া মন্থরের পশ্চাৎ গেল। তাহার পর স্থলে যাইতেছিল যে মন্থর সে অরন্যেতে ভ্রমন করত কোন ব্যাধকর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইল। তাহাকে পাইয়া ধরিয়া উঠাইয়া ধনুতে বান্ধিয়া ভ্রমন করত শ্রম প্রযুক্ত ক্ষুধা ও পিপাসাতে ব্যাকুল হইয়া আপন

গৃহের অভিমুখ্যে চলিল। অনন্তর মৃগও কাক ও ওন্দুক বড় বিষন্ন হইয়া তাহার পশ্চাৎ গেল। তৎপর হিরণ্যক বিলাপ করিতে লাগিল। সমুদ্রের পারে যাওয়া যেমন অসাধ্য এমনি এক দুঃখের শেষ না পাইতে আমার দ্বিতীয় দুঃখ উপস্থিত হয় কেননা ছিদ্র উপস্থিত হইলে অমঙ্গল অনেক হয়। স্বাভাবিক যে মিত্র সে ভাগ্যেতেই মিলে যে হেতুক সে অকৃত্রিম মিত্রতা বিপৎ কালেতেও যায় না। স্বাভাবিক মিত্রেতে লোকের যত প্রত্যয় হয় তত প্রত্যয় মাতাতে হয় না এবং স্ত্রীতে হয় না এবং সহোদরে হয় না এবং আপনাতে হয় না। ইহা বারম্বার চিন্তা করিয়া কহিল দুর্দ্দৈব কি আশ্চর্য্য। যে হেতুক স্বকীয় কর্ম্মবশ প্রযুক্ত কালান্তরেতে হয় যে ভদ্রাভদ্র জন্মান্তরে তাহার ন্যায় স্বকর্ম্মের বশপ্রযুক্ত অবস্থান্তর ইহ লোকেতেই মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল। শরীর আসক্ত মৃত্যু অর্থাৎ শরীর গ্রহণ করিলে অবশ্য মৃত্যু হয়। আর সম্পত্তিই

বিপত্তির স্থান অর্থাৎ সম্পদ্ হইলে অবশ্য বিপত্তি হয় আর ধনাদির সমাগমই অপগম অর্থাৎ ধন সঞ্চিত হইলেই অবশ্য নষ্ট হয় এই প্রকারে যাবৎ জন্য বস্তু সকল নশ্বর। পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া বলিল। শোকও শত্রুভয়হইতে রক্ষা কর্ত্তা এবং প্রীতির বিশ্বাসপাত্র রত্ন স্বরূপ মিত্র এই অক্ষর দুটি কাহাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে অপর যে মিত্র চক্ষুর্দ্বয়ের প্রীতিরূপ রসের স্থান ও চিত্তের আনন্দ জনকও সুখ দুঃখের পাত্র সে মিত্র দুর্লভ। অন্য যে ধনাকাঙ্ক্ষী মিত্র সে সম্পত্তি কালে সর্ব্বত্রই মিলে তাহারদিগের যাথার্থ্য বুঝিবার নিমিত্তে বিপত্তিই কষ্টিপাথর স্বরূপ। এ প্রকারে অনেক রোদন করিয়া হিরণ্যক চিত্রাঙ্গও লঘুপতনককে বলিল যাবৎ পর্য্যন্ত এই ব্যাধ বনহইতে নির্গত না হয় সে পর্য্যন্ত মন্থরকে ছাড়াইতে যত্ন কর তাহারা দুই জন বলিল শীঘ্র পরামর্শ কহ। হিরণ্যক বলিতেছে চিত্রাঙ্গ জল সন্নিধিতে গিয়া আপনাকে মৃতের ন্যায় দেখান। বায়স তাহার

উপরে থাকিয়া ঠোঁট করিয়া আঁচড়াওক তবে নিশ্চয় এই ব্যাধ সে স্থানে কচ্ছপকে রাখিয়া মৃগ মাংসের নিমিত্তে ত্বরাতে যাইবে। তাহার পর আমি মন্থরের বন্ধন ছেদন করিব। ব্যাধ নিকটে আইলে তোমরা দু জনে পলাইব। অনন্তর চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনক ত্বরাতে গিয়া সেইরূপ করিলে পর সেই লুব্ধক শ্রান্ত হইয়া জলপান করিয়া বৃক্ষের মূলে বসিয়া সেই রূপ মৃগকে দেখিল। অনন্তর কাতান লইয়া প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া মৃগের নিকটে চলিল। ইতোমধ্যে হিরণ্যক আসিয়া মন্থরের বন্ধন ছেদন করিল। সে কচ্ছপ শীঘ্র জলাশয়ে প্রবেশ করিল। ঐ হরিণ সেই ব্যাধকে নিকটে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া পলাইল। লুব্ধক ফিরিয়া যখন গাছের তলাতে আইল তখন কূর্ম্মকে না দেখিয়া ভাবনা করিল। ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করি যে আমি সে আমার এ উপযুক্তই বটে। যে হেতুক যে লোক নিশ্চিত বিষয়কে পরিত্যাগ করি

য়া অনিশ্চিত বিষয়কে চেষ্টা করে তাহার নিশ্চিত বিষয় নষ্ট হয় অনিশ্চিত বিষয় নষ্ট হইয়াছে। অনন্ত ঐ ব্যাধ বাস স্থানে গেল। অতএব দুর্গম বনকেও মিত্র করিবেক দেখ ব্যাধকর্ত্তৃক বদ্ধ কূর্ম্ম শ্রেষ্ঠ মুষিককর্ত্তৃক মোচিত হইল। মন্থর প্রভৃতি সকলে বিপদুত্তীর্ণ হইয়া আপন স্থানে যাইয়া সুখেতে থাকিল। পরে রাজ কুমারেরা আহ্লাদচিত্তেতে সে সমস্ত শুনিলেন তাঁহারা সকলে সুখি হইলেন সেই হেতুক আমারদের অভিলষিত সম্পূর্ণ হইল। বিষ্ণু শর্ম্মা বলিলেন এই প্রসঙ্গেতে তোমারদের বাঞ্ছিত সিদ্ধ হইল অন্যও এই হওক। হে সাধুলোকেরা তোমরা মিত্রকে পাও আর জন সকলেরা সম্পত্তি কে পাওক। আর রাজা সকল অনবরত স্বকীয় ধর্ম্মে থাকিয়া পৃথিবীকে প্রতিপালন করুন আর নবোঢা নায়িকা যেমন পুরুষের মনের সন্তো ষের নিমিত্তে হয় এমনি নীতি বিদ্যা সৎ পুরুষের

চিত্তের পরিতোষের নিমিত্তে হওক। আর ভগবান্ শিব লোক সকলের মঙ্গল করুন।—

ইতি মিত্র লাভ কথা সমাপ্তা।—

ট

অথ সুহৃদ্ভেদঃ।—

অনন্তর রাজনন্দনেরা বলিলেন হে গুরো আমরা মিত্রলাভ শুনিলাম সম্প্রতি সুহৃদ্ভেদ শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন তোমরা সুহৃদ্ভেদ শুন।—

যাহার প্রথম শ্লোকের অর্থ এই। অরণ্যেতে লোভিঅথচ খল শৃগালকর্তৃক সিংহ ও বলীবর্দ্দের বর্দ্ধন শীল অতিশয় প্রেম নাশিত হইল। রাজকুমারেরা কহিলেন এ কি প্রকার বিষ্ণুশর্ম্মা বলিতেছেন।

দক্ষিণা পথে সুবর্ণবতী নামে এক নগরী থাকে তাহাতে বর্দ্ধমান নামে এক বনিক্ বাস করে তাহার অনেক বিভব থাকিতেও অন্যং বান্ধবেরদিগকে ঐশ্বর্য্যবান্ দেখিয়া পুনর্ব্বার ধন বাড়ান কর্ত্তব্য এই বুদ্ধি হইল যে হেতুক আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র লোককে দেখত কাহার মহত্ত্ব না বাড়ে আর আপন অপেক্ষা বড় লোককে দেখত

সকল লোকেই দরিদ্র হয়। অপর যাহার অনেক ধন থাকে সে লোক বৃদ্ধ হইলেও পূজনীয় হয়। চন্দ্রের তুল্য বংশ হইলেও দরিদ্র লোক অপমানিত হয়। অপর যুবতী স্ত্রী যেমন বৃদ্ধ পতিকে গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করে না এমনি অব্যবসায়ী ও অলস ও দৈবপর ও সাহসরহিত পুরুষকে সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে অভিলাষ করে না। আর আলস্য ও স্ত্রী সেবা ও রুগ্নতা ও জন্মস্থানের স্নেহ ও পরিতোষ ও অতিশয় ভয় এই ছয় মহত্বের প্রতিবন্ধক। যে হেতুক যে মনুষ্য অত্যল্প সম্পত্তিতে আপনাকে স্বচ্ছ করিয়া মানে ইহাতে আমি এই বুঝি যে বিধাতা আপনাকে কৃতকৃত্য জানিয়া তাহার সম্পত্তি আর বাড়ান্ না। অপর উৎসাহরহিত ও আনন্দরহিত ও পরাক্রমরহিত ও শত্রু পক্ষের আহ্লাদজনক এতাদৃশ পুত্রকে কোনহ নারী না জন্মাওক। বিজ্ঞকর্তৃক তাহা কথিত আছে অপ্রাপ্ত যে ধন তাহা পাইবার চেষ্টা করিবেক প্রাপ্ত যে ধন তাহা চোরাদিহইতে রক্ষা করিবেক

রক্ষিত যে ধন তাহাকে নানা প্রকারে বাড়াইবেক বর্দ্ধিত যে ধন তাহা সৎকর্ম্মেতে ব্যয় করিবেক। ধন সম্বন্ধে অপ্রাপ্ত ধন পাইবার নিমিত্তে চেষ্টা করে যে লোক তাহার ধনের প্রাপ্তি হয়। লব্ধ নিধির ও রক্ষা না করিলে আপনি তাহার নাশ হয়। আর মসী যেমন অত্যল্প ব্যয় হইলে কালে তে ক্ষয় পায় এই রূপ অবর্দ্ধিত অর্থ অত্যল্প ব্যয় হইলেও কালেতে নাশ পায়। যে অর্থ ভুজ্যমান না হয় সে নিষ্প্রয়োজনই তাহা কথিত আছে। যে না দেয় ও না খায় তাহার ধনে কি প্রয়োজন। যে বৈরিকে দমন না করে তাহার পরাক্রমে কি প্রয়োজন। যে পুণ্যানুষ্ঠান না করে তাহার অধ্যয়নে কি প্রয়োজন। যে জিতেন্দ্রিয় না হয় তাহার শরীরে কি প্রয়োজন। যেহেতুক জলবিন্দুপতনেতে যেমন ক্রমেতে ঘট পরিপূর্ণ হয় এই রূপ সকল বিদ্যা ও ধর্ম্ম ও ধনের ক্রমেতে বৃদ্ধি হয়। দান ও ভোগ ব্যতিরেক যাহার দিবস সকল যায় সে কামারের ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস থাকিতেও জীবিত নয় এই

চিন্তা করিয়া নন্দক সঞ্জীবক নাম দুই বলীবর্দ্দকে শকটে যোজন করিয়া নানা প্রকার দ্রব্যেতে শকট পরিপূর্ণ করিয়া বাণিজ্য করিতে কাশ্মীর দেশে গেল। অপর কালির নাশ এবং বল্মীকের সঞ্চয় দেখিয়া দান এবং পাঠ এবং বাণিজ্যাদি কর্ম্মেতে দিন নিরর্থক করিবে না। যে হেতুক বলবানের ভার কি ব্যবসায়ির দূর কি গুণবানের বিদেশ কি। প্রিয়ভাষির পর কি অনন্তর সুদুর্গনামে মহারণ্যে গমন করত তাহার সঞ্জীবক ভগ্নপদ হইয়া পড়িল তাহাকে দেখিয়া বর্দ্ধমান চিন্তা করিল। নীতিজ্ঞ লোক ইতস্ততো ব্যবসায় করুক কিন্তু ইহার ফল পুনঃ তাহাই হয় যাহা বিধাতার মনে থাকে কিন্তু সকল কর্ম্মের বিঘ্ন যে বিস্ময় ইহা সর্ব্ব প্রকারে ত্যাজ্য সেই হেতুক বিস্ময়কে পরিত্যাগ করিয়া সাধ্য কর্ম্মেতে সিদ্ধি বিধান কর। ইহা ভাবনা করিয়া সঞ্জীবককে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান পুনর্ব্বার আপনি ধর্ম্মপুর নাম নগরে গিয়া বৃহৎ শরীর এক অন্য বলীবর্দ্দকে

আনিয়া ভার যোজনা করিয়া চলিল। অনন্তর সঞ্জীবকও কোন প্রকারে তিন পায়েতে ভর করিয়া উঠিল যে হেতুক অগাধি জলেতে মগ্ন ও ও পর্ব্বতহইতে পতিত ও তক্ষককর্ত্তৃক দষ্ট ইহারদের মর্ম্মকে পরমায়ু রক্ষা করে। শতং শরেতে বিদ্ধ হইলেও প্রাণী অকালে মরে না। কুশাগ্রেতে স্পৃষ্ট হইলে ও কাল প্রাপ্ত হইলে বাঁচে না। অন্তরঙ্গকর্ত্তৃক অরক্ষিত ব্যক্তিও দৈবরক্ষিত হইলে থাকে। অন্তরঙ্গকর্ত্তৃক সুন্দররূপে রক্ষিত ব্যক্তিও দৈবহত হইলে নষ্ট হয়। কাননেতে ত্যক্ত অনাথ ব্যক্তিও বাঁচে গৃহেতে যত্ন করিলে ও বাঁচে না। অনন্তর কএক দিন গেলে পরে সঞ্জীবক আপন ইচ্ছাতে আহার বিহার করিয়া অরণ্যে ভ্রমণ করত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া নাদ করিল। সেই বনেতে পিঙ্গল নামে এক সিংহ আপন বাহুবলো পার্জ্জিত রাজ্য সুখ অনুভব করত বাস করে। সে কথা পণ্ডিতেরদিগের কর্ত্তৃক কথিত আছে। মৃগেরা সিংহের অভিষেক করে না

সংস্কার ও করে না কিন্তু আপনি পরাক্রমার্জিত রাজ্যের মৃগেন্দ্রত্ব হয়। সেই সিংহ এক দিবস তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পানীয় পান করিবার নিমিত্তে যমুনার তীরে গেল। সেই সিংহ ঐ স্থানে মেঘ গর্জনের ন্যায় সঞ্জীবকের শব্দ শুনিল। তাহা শুনিয়া জল পান না করিয়া সভয় হইয়া ফিরিয়া আপন স্থানে আসিয়া এ কি ইহা আলোচনা করত চুপ করিয়া থাকিল। ইহার মন্ত্রিপুত্র করটক দমনক দুই শৃগাল সিংহকে সেই প্রকার দেখিল। তাহাকে সেই প্রকার দেখিয়া দমনক করটককে বলিল। হে মিত্র করটক এই জল পানার্থী রাজা কেন জল পান না করিয়া ভীত হইয়া আস্তেং অবস্থান করিতেছেন। করটক বলিতেছে সখে দমনক আমার মতে ইহার সেবাই করা যায় না যদি তাহা হয় তবে এ স্বামিচেষ্টা নিরূপণে আমারদের কি প্রয়োজন যে হেতুক এই রাজাকর্ত্তৃক অপরাধি ব্যতিরেকে আমরা অবজ্ঞাত আর বহুদিন বড় দুঃখ পাইয়াছি। আর ও দেখ

ভৃত্যেরা সেবার দ্বারা ধনেচ্ছা করত যে করে তাহা দেখ শরীরের যে স্বাতন্ত্র্য তাহাও মুর্খকর্ত্তৃক হারিত হয় অপর পরাশ্রিত লোক শীত ও বাতাস ও রৌদ্রেতে যে ক্লেশ সহ্য করে বুদ্ধিমান লোক তাহার একাংশেতেও তপস্যা করিয়া সুখী হয়। অপর পরের অনধীন যে জীবিকা এই জন্মের সাফল্য যাহারা পরাধীনতাকে পাইয়াছে তাহারা যদি বাঁচে তবে কে মরিয়াছে। এবং আইস যাও পড় ওঠ মৌনাবলম্বন কর এই প্রকারে আশা কপগ্রহেতে গ্রস্ত যাচকেরদের সহিত ধনবানেরা ক্রীড়া করে। আর বেশ্যা যেমন ধন পাইবার নিমিত্তে বেশ করিয়া২ আপন শরীরকে পরের উপকারক করে এমনি মূঢ় লোক ধনলাভের নিমিত্তে বেশ করিয়া২ আপন শরীরকে পরের উপকারক করে। আর অপবিত্রতেও পড়ে স্বভাবত চঞ্চল যে স্বামির দৃষ্টি সে দৃষ্টিকেও ভৃত্যেরা বড় করিয়া মানে। অপর সেবা ধর্ম্ম অত্যান্ত দুর্জ্ঞেয় যোগিরদেরও অংবোধ্য কেননা যদি মৌনেতে

থাকে তবে তাহাকে মূর্খ বলে। যদি বাক্‌পটু হয় তবে তাহাকে পাগল বলে কিম্বা বহুভাষী বলে যদি ক্ষমা থাকে তবে তাহাকে ভীরু বলে যদি কিছু সহ্য না করে তবে তাহাকে প্রায় অনভিজাত বলে যদি সমীপে বৈসে তবে তাহাকে ধৃষ্ট বলে যদি দূরেতে থাকে তবে তাহাকে মূঢ় বলে। বিশেষে বড় হইবার নিমিত্তে নত হয় জীবনের নিমিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করে। সুখের নিমিত্তে দুঃখী হয় অতএব চাকরহইতে অন্য মূর্খ আর কে। দমনক বলিতেছে হে মিত্র কোন প্রকারে মনেতেও ইহা কর্তব্য নয় যে হেতুক যাহারা তুষ্ট হইলে অল্পকালেতেই মনস্কামনা পূর্ণ করে এমন যে ধনি লোক তাহারা কেন যত্নেতে সেব্য নয়। আরও দেখ সেবা রহিতের চামরেতে উদ্ধূত সম্পদ্‌ কোথা। আর উদ্দণ্ড ও শ্বেতছত্র ও অশ্ব ও গজ ও সেনা কোথা। করটক বলিতেছে তথাপি আমারদের এ ব্যাপারে কি প্রয়োজন যে নিমিত্তে এ ব্যাপারেতে

ব্যাপার সর্ব্ব প্রকারে ত্যাজ্য। দেখ যে লোক অব্যাপারেতে ব্যাপার করিতে বাঞ্ছা করে সে কীলোৎপাটি বানরের ন্যায় নষ্ট হইয়া ভূমিতে শয়ন করে। দমনক জিজ্ঞাসিতেছে এ কি প্রকার করটক কহিতেছে।—

মগধদেশে ধর্ম্মারণ্যের নিকটে পৃথিবীতে শুভদত্ত নামে কায়স্থ কেলিগৃহ করিবার নিমিত্তে আরম্ভ করিয়াছিল তাহাতে করাতদ্বারা বিদার্য্যমান এক স্তম্ভের কিয়ৎপর্য্যন্ত দুই খণ্ড হইয়াছিল ঐ খণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সূত্রধার এক কীলক নিধান করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে বানরের পাল ক্রীড়া করিতেছিল এক বানর কাল প্রেরিতের ন্যায় সেই কীলককে দুই হাতে ধরিয়া বসিল সেই কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে তাহার দুই অণ্ডকোষ লম্বা হইয়া পড়িয়াছিল অনন্তর সে স্বভাবত চাপল্য হেতুক বড় প্রয়াসেতে ঐ কীলক টানিল কীলক আকর্ষণ করিলে পরে দুই অণ্ডকোষ বিদীর্ণ হইয়া পঞ্চত্ব

পাইল এই জন্যে আমি বলি যে লোক অব্যা পারেতে ব্যাপার করিতে ইচ্ছা করে ইত্যাদি। দমনক বলিতেছে তথাপি স্বামির চেষ্টা নিরূপণ সেবকের অবশ্য কর্ত্তব্য। করটক বলিতেছে সমস্ত কার্য্যেতে নিযুক্ত যে প্রধান মন্ত্রী সেই করুক যে হেতুক ভৃত্যেরদের পরাধিকার চর্চ্চা কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নহে দেখ যে জন প্রভু হিতেচ্ছাতে পরাধিকার চর্চ্চা করে সে বিষণ্ণ হয় যেমন চীৎকারেতে গর্দ্দভ তাড়িত হইয়াছিল। দমনক প্রশ্ন করিতেছে ইহা কি প্রকার।

করটক বলিতেছে কাশীতে কর্পূর পটক নামে এক রজক থাকে সে নবযুবতী বধূর সহিত রতি করিয়া নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে তৎ পরে তাহার ঘরের দ্রব্য সকল চুরি করিবার নিমিত্তে চৌর প্রবেশ করিয়াছে তাহার পৃষ্ঠানেতে এক গাধা বাঁধা থাকে এক কুক্কুরও বসিয়া থাকে অনন্তর গাধা কুক্কুরকে বলিল হে মিত্র তোমার এই ব্যাপার তবে কেন তুমি উচ্চস্বরেতে প্রভুকে না

আগাও কুক্কুর কহিতেছে হে সখা আমার কর্ম্মের চর্চ্চা তোমার কর্ত্তব্য নয় তুমি ইহা কি জান না যে কপোত দিবা রাত্রি তাহার গৃহ রক্ষা করি। যে হেতুক চিরকাল নির্বৃত এ ব্যক্তি আমার ওপরো গিতা জানে না সেই হেতুক এখন আমার আহার দানেতে অনাদর হইয়াছে যে হেতুক বৈক্লব্য দর্শন ব্যতিরেকে ভৃত্যেতে স্বামির মন্দাদর হয়। গর্দ্দভ বলিতেছে শুন রে বর্ব্বর কার্য্য কালে যে যাচ্ঞা করে সে কি দাস আর সে মিত্রই বা কি আজ্ঞা প্রাপ্ত না হইলেও যেজন অন্য কর্ত্তব্য ব্যাপারও করে সেই মিত্র কুক্কুর কহিতেছে কার্য্য কালে যে লোক ভৃত্যেরদিগকে সম্ভাষা করে সে কি প্রভু। যে হেতুক আশ্রিতেরদিগের পোষণেতে এবং স্বামি সেবাতে এবং পুণ্যানুষ্ঠানেতে এবং সন্তান উন্মোনতে প্রতিনিধি নাই। অনন্তর গাধা ক্রোধ করিয়া কহিল আরে দুর্ব্বুদ্ধি তুই পাপিষ্ঠ যে হেতুক বিপত্তিতে প্রভুকার্য্যে অপেক্ষা করিলি হওক যে প্রকারে স্বামী জাগেন তাহা আমার

কর্ত্তব্য। যে হেতুক পৃষ্ঠেতে সূর্য্যকে সেবা করিবেক ওদরেতে অগ্নিকে সেবা করিবেক। সর্ব্ব প্রকারে প্রভুকে সেবা করিবেক মায়ারাহিত্যেতে পরলোককে সেবা করিবেক। ইহা বলিয়া অতিবড় চীৎকার শব্দ করিল। পরে সে রজক সেই চীৎকার শব্দে জাগ্রৎ হইয়া নিদ্রা ভঙ্গের ক্রোধেতে উঠিয়া লগুড়দ্বারা গাধাকে মারিল তাহাতে ঐ গর্দ্দভ পঞ্চত্ব পাইল। এই জন্যে আমি বলি পরাধিকার চর্চ্চা কর্ত্তব্য নহে ইত্যাদি। দেখ পশুরদের অন্যবিষয় অন্বেষণ করাই অস্মন্নিয়োগ সম্প্রতি স্বনিয়োগের চর্চ্চা কর কিন্তু আজি সে চর্চ্চাতেও প্রয়োজন নাই কেননা আমারদের দুই জনের ভুক্তাবশিষ্ট আহার যথেষ্ট আছে। দমনক কোপ করিয়া কহিল তুমি কি কেবল আহারের নিমিত্তেই রাজাকে সেবা কর ইহা তুমি অনুপযুক্ত কহিলা যে হেতুক বন্ধু লোকেরদিগের উপকারের নিমিত্তে আর শত্রুর ও অপকারের নিমিত্তে রাজার আশ্রয় পণ্ডিতেরা

অভিলাষ করে কেবল আপন পেট কে না ভরে যাহার বাঁচাতে ব্রাহ্মণ ও মিত্র ও বান্ধব বাঁচে তাহারই জীবন সার্থক আপনার নিমিত্ত কে না বাঁচে। অপর যে বাঁচিলে অনেক বাঁচে সেই বাঁচুক নতুবা কাকেও কি চঞ্চুতে করিয়া আপন উদর পূরণ করে না। দেখ কোন মনুষ্য পাঁচ কাহনেতে দাসত্ব পায় উপযুক্ত কেহ লক্ষ কার্ষাপণেতে দাসত্ব পায় কোন লোক লক্ষ কাহনেতেও লভ্য হয় না। অপর সমান যে মনুষ্য জাতি তাহাতে দাসত্ব বড় নিন্দিত তাহাতেও যে প্রধান নয় সে কি জীবিতের মধ্যে গণনীয়। পণ্ডিতকর্ত্তৃক তাহা কথিত আছে। ঘোড়া ও হস্তী ও লৌহের এবং কাষ্ঠ ও প্রস্তর ও বস্ত্রের এবং স্ত্রী ও পুরুষ ও জলের যে অন্তর সে অনেক অন্তর। আর অত্যল্পও অতিরিক্ত হয় অত্যল্প নাড়ী ও মেদ অবশিষ্ট মলিন মাংসরহিত অস্থিও পাইয়া কুক্কুর সন্তোষ পায়। তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্তে হয় না।

সিংহ ক্রোড়েতে প্রাপ্ত শৃগালকেও ত্যাগ করিয়া হস্তিকে নষ্ট করে সমস্ত প্রাণী কষ্ট পাইলেও আপন উপযুক্ত ফল বাঞ্ছা করে। অপর সেবা ও সেবকের অন্তর দেখ। কুক্কুর গ্রাস পরিমিত অন্ন দাতার নিকটে লাঙ্গুল নাড়ে আর পাদতলে পড়ে আর ভুমিতে পড়িয়া মুখ ও উদরের দর্শন করে। উত্তম হস্তী মন্দ২ অবলোকন করে অল্প২ ভোজন করে। অপর মনুষ্যকর্তৃক খ্যাত হইয়া বিজ্ঞান ও পরাক্রম ও কীর্ত্তিতে উত্তমান এক ক্ষণও যেবাঁচেন পণ্ডিতেরা তাহাকেই জীবিত কহিয়াছেন কাকে ও চিরকাল বাঁচে বলিও ভোজন করে। অপর যে আপনার উপদেশক নয় আর দাসবর্গে দয়া না করে আর দরিদ্র লোকে দয়া না করে আর মিত্রবর্গে দয়া না করে মনুষ্যলোকে তাহার জীবনে কি ফল। বায়স ও অনেক কাল বাঁচে বলি ও ভোজন করে। অপর ও বেদোক্ত আচারেতে রহিত ও অনেক লোক কর্তৃক তিরস্কৃত ও উদর ভরণ মাত্রাভিলাষী ও ভদ্রা ভদ্র বিবেচনা রহিতান্তঃকরণ যে পুরুষ পশু তাহার

আর অন্য পশুর ভেদ কি । করটক বলিতেছে আ
মরা দুই জন অপ্রধান তবে আমারদের এ বিচারে
কি প্রয়োজন । দমনক বলিতেছে মন্ত্রিরা কত
কালে প্রাধান্য কিম্বা অপ্রাধান্য পায় । যে হেতুক
স্বভাবেতেই কেহ কাহারও অভিমত হয় না খলও
হয় না স্বকীয় চেষ্টিতেই মনুষ্যকে মহত্ত্ব কিম্বা
ক্ষুদ্রত্ব পাওয়ায় আর যেমন পর্ব্বতেতে অত্যন্ত
প্রয়াসে প্রস্তর উঠায় অত্যল্প কালেতেই নীচেতে
ফেলে সেই রূপ গুণ ও দোষেতে আত্মা । কূপের
খননকর্ত্তা যেরূপ নীচেতেং যায় এবং প্রাচীর
কর্ত্তা যাদৃশ ঊর্দ্ধেতে যায় এইরূপ মনুষ্য আপন
কর্ম্মদ্বারাই নীচেতে যায় এবং ঊর্দ্ধেতে যায় ।
সে ভাল । সকলের আত্মা আপন প্রয়াসে আয়ত্ত ।
করটক বলিতেছে ইহার পর তুমি কি বল সে
কহিল এই রাজা পিঙ্গলক কি কারণেতে সভয়
হইয়া ফিরিয়া বসিয়াছেন । করটক কহিতেছে
তুমি কি যাথার্থ্য জান । দমনক বলিতেছে
ইহাতে অজ্ঞাত কি আছে । বিজ্ঞকর্ত্তৃককথিত

আছে কথিত বিষয় পশুতেও বুঝে আদেশিত হইলে অশ্বেরা ও হস্তিরা বহন করে পণ্ডিত লোক অকথিত হইলেও বিতর্ক করে যে হেতুক বুদ্ধি পরের ইঙ্গিতজ্ঞা হয়। আকারদ্বারা ও ইঙ্গিত দ্বারাও গমনদ্বারা ও চেষ্টাদ্বারা ও কথনদ্বারা ও চক্ষু আর মুখের বিকারদ্বারা মন অন্তঃকরণস্থ বিষয় জানে। এই জন্য প্রসঙ্গেতে বুদ্ধি প্রভাবেতে আমি এই রাজাকে আত্মীয় করিব। যে হেতুক প্রস্তাবের তুল্য বাক্য ও সদ্ভাবের তুল্য প্রিয় ও আপন শক্তি তুল্য ক্রোধ যে জানে সেই পণ্ডিত। করটক বলিতেছে হে বন্ধো তুমি সেবানভিজ্ঞ দেখ যে আহূত না হইলে নিকটে যায় ও জিজ্ঞাসিত না হইলে অনেক কহে ও আপনাকে রাজার প্রিয় করিয়া জানে সে লোক নির্ব্বোধ দমনক বলিতেছে হে মিত্র কেন আমি সেবানভিজ্ঞ দেখ স্বভাবেতে সুন্দর কিম্বা কুৎসিত কি আছে যাহাতে যাহার রুচি হয় সেই তাহার সুন্দর হয়। যে

হেতুক যাহারং যেং ভাব সেইং ভাবেতে সেই মনুষ্যকে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধিমান্ লোক আত্মবশ করিবে। অপর এখানে কে ইহা জিজ্ঞাসিলে আমি অমুক ইহা কহিবেক এবং আজ্ঞা করুন ইহা কহিবেক এবং শক্ত্যানুসারে রাজার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। এবং অল্পাকাঙ্ক্ষী ও ধৈর্য্যবান্ বিজ্ঞ লোক ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা অনুগত থাকিবেক আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে আজ্ঞালঙ্ঘন করিবে না যে লোক রাজ স্থানে বাস করে। করটক বলিতেছে অসময়েতে প্রবেশের কারণেতে পাছে রাজা তোমাকে অবমান করেন। সে কহিল এ হওক তথাপি স্বামির সাক্ষাৎ ভৃত্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে হেতুক দোষের ভয়েতে যে কর্ম্মের আরম্ভ না করা সে কাপুরুষের লক্ষণ। হে ভ্রাতঃ অজীর্ণ ভয়েতে কে নিকটস্থ ভোজন পরিত্যাগ করে। দেখ নির্গুণ ও অকুলীন ও অশিষ্ট ইহা নিকটস্থ মনুষ্যকে রাজা অনুগ্রহ করেন কেননা প্রায় রাজারা ও স্ত্রী লোকেরা ও লতা সকল নিকটে যে বাস করে

তাহাকে বেষ্টন করে। করটক বলিতেছে অনন্তর সেখানে গিয়া তুমি কি বলিবা। সে কহিল শুন আমাতে প্রভু অনুরক্ত কিম্বা বিরক্ত ইহা জানিব। করটক বলিতেছে সে জ্ঞানের চিহ্ন কি। দমনক কহিতেছে শুন। দূরহইতে দেখা আর হাস্য আর প্রশ্নেতে অতিশয় আদর আর অসাক্ষাৎ কারেও গুণের প্রশংসা আর উত্তম দ্রব্য দেখিলে মনে করা ও সেবা যে না করে তাহাতে ও আনুরক্তি আর প্রিয়বাক্যের সহিত দান আর দোষেতেও গুণগ্রহন অনুরক্তেতে এই সব চিহ্ন। অপর প্রত্যাশার কাল যাপন করা আর ফল রহিত বাড়ান বুদ্ধিমান্ লোক এই সকল বিরক্ত রাজার চিহ্ন জানিবেক ইহা জানিয়া যে প্রকারে ইনি আমার বশীভূত হন তাহা করিব যে হেতুক অপায় দর্শনেতে জন্যে যে বিপত্তি এবং উপায় দর্শনেতে জন্যে যে সম্পত্তি তাহাকে যেবোধি লোকেরা নীতিশাস্ত্রদ্বারা অগ্রেতে প্রকাশমানের ন্যায় দেখে। করটক বলিতেছে তথাপি প্রসঙ্গ

উপস্থিত না হইলে কহিতে যোগ্য হইবে না। যে হেতুক বৃহস্পতিও অপ্রাসঙ্গিক বাক্য কহত নির্বুদ্ধিতা এবং বহুকাল ব্যাপক অপমান পান। দমনক বলিতেছে হে সখে ভয় করিও না আমি অপ্রাসঙ্গিক বচন বলিব না। যে হেতুক বিপৎ কালেতে এবং পথ ত্যাগ করিয়া যাওনের কালেতে এবং কার্য্যকালের অতিক্রম হইলে জিজ্ঞাসিত না হইলেও হিতৈষি দাসেরা জিজ্ঞাসা করিবেক আমি অবসর কাল পাইয়াও যদি মন্ত্রণা না বলি তবে আমার মন্ত্রিত্বই ব্যাহত হয় যে হেতুক যে গুণেতে জীবিকা হয় আর যে গুণেতে পৃথিবীতে পণ্ডিতেরা প্রশংসা করে সেই হেতুক গুণি লোক সে গুণ রক্ষা করি বেক এবং বাড়াইবেক। এই নিমিত্তে হে ভদ্র আমাকে অনুমতি কর যাত্রা করি। করটক বলি তেছে মঙ্গল হওক পথে তোমার মঙ্গল হওক যাহা বাঞ্ছিত তাহা কর। তদনন্তর সে বিস্ময়া পন্নের ন্যায় পিঙ্গলকের সমীপে গেল পরে দূর

হইতেই সাদরেতে রাজাকর্ত্তৃক প্রবেশিত হইয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বসিল রাজা কহিলেন অনেক কালের পর দেখা হইল। দমনক বলিতেছে যদ্যপি আমাভৃত্যেতে শ্রীযুত মহারাজার পায়ের কিছু প্রয়োজন নাই তথাপি সেবকেরা সময় বিশেষে অবশ্য সাক্ষাৎ করিবেক এই জন্যে আমি আইলাম। অপর হে মহারাজ দন্তের ঘর্ষণ কারক আর কর্ণের কণ্ডূয়ন কারক ঘাসেতে ও রাজারদিগের কার্য্য হয় তবে অঙ্গ বাক্য হস্ত বিশিষ্ট মনুষ্যেতে যে কার্য্য হয় তাহা কি বলিব যদ্যপি বহুকাল দেবপাদকর্তৃক অবজ্ঞাত আমার বুদ্ধি নাশের শঙ্কা হয় সে শঙ্কাও কর্ত্তব্য নয়। যে হেতুক অবজ্ঞাত হইলেও ধৈর্য্যবৃত্তি লোকের বুদ্ধির নাশ শঙ্কনীয় নহে কেননা অগ্নি অধঃকৃত হইলেও শিখা কখন অধোতে যায় না হে মহারাজ এই হেতুক সর্ব্ব প্রকারে রাজা বিশেষ জ্ঞাতা হই বেন যে হেতুক পায়েতে মণি লুণ্ঠিত হয় ও মস্ত কেতে কাচ ধৃত হয় যে যে প্রকার আছে সে সেই

প্রকারই থাকে যে কাচ সে কাচই থাকে যে মনি সে মনিই থাকে। অপর রাজা যখন বিশেষ জ্ঞানরহিত হইয়া সকল প্রানিতে সমান রূপে বর্ত্তেন তখন সমর্থ শত্রু পক্ষের যুদ্ধাদিতে ওদ্যোগ হয় আর ওৎসাহ নষ্ট হয়। আর হে মহারাজ ওত্তম মধ্যম অধম তিন প্রকার পুরুষ হয় তিন প্রকার কর্ম্মেতে এই তিন প্রকার পুরুষকে নিয়োগ করিবেক যে হেতুক ভৃত্য আর অলঙ্কার ওপযুক্ত স্থানেতেই নিয়োগ করিবেক কেননা পায়েতে চূড়ামনি পরে না নূপুর মস্তকে পরে না। অপর স্বর্ন লিঙ্কারে খচিত করিবার ওপযুক্ত মনি যদি সীসকে খচিত করে তবে সে মনি রোদন করে না শোভাই পায় না কিন্তু যোজনকর্ত্তারই নিন্দ্যতা হয়। আর মুকুটেতে স্থাপিত কাচ আর পাদাভরনে স্থাপিত মনি ইহাতে মনির দোষ নাই কিন্তু সাধুব্যক্তির অবিদগ্ধতা। দেখ এই ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ অথচ অনুরক্ত এই ব্যক্তি শূর ইহা হইতে ভয় এই রূপে ভৃত্যের ভদ্রাভদ্র বিবেচনা

কর্ত্তা রাজা ভৃত্যেতে পরিপূর্ণ হয়। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। অশ্ব আর শস্ত্র আর শাস্ত্র আর বীনা আর বাক্য আর পুরুষ আর স্ত্রী ইহারা মনুষ্যবিশেষকে পাইয়া যোগ্য এবং অযোগ্য হয় অপর অশক্ত অনুরক্ত ভৃত্যেতে কি প্রয়োজন অপকারক সমর্থ দাসেতেই বা কি প্রয়োজন। হে মহারাজ ভক্ত অথচ সমর্থ আমাকে অবজ্ঞা করিতে তুমি যোগ্য হও না। যে হেতুক বিজ্ঞ পরিবারলোক অবজ্ঞাতে নির্ব্বুদ্ধি হয় অনন্তর সেই দৃষ্টিতে নিকটে পণ্ডিত লোক থাকে না। পণ্ডিতকর্ত্তৃক রাজ্য ত্যক্ত হইলে নীতি গুনবতী হয় না। নীতি নষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ বিষণ্ন হয়। এবং রাজানুগৃহীত লোককে দেশস্থ সর্ব্বজনেতেই উপাসনা করে। আর রাজাকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত যে জন সে সকললোককর্ত্তৃক অবমানিত হয়। আর বালকহইতেও ন্যায্য বাক্য পণ্ডিতেরা গ্রহন করিবেক কেননা যে দেশে সূর্য্য নাই সে দেশে কি প্রদীপের প্রকাশ নাই। পিঙ্গলক

বলিল ভদ্র দমনক এ কি তুমি আমার পুর্ব্বান
মন্ত্রির পুত্র এত কাল পর্য্যন্ত কোন খলের
বাক্যোতে আইস নাই এখন যে প্রকার মানস
তাহা বল। দমনক বলিতেছে হে মহারাজ প্রশ্ন
করি কিঞ্চিৎ বলুন জলার্থী মহারাজ পানীয় পান
না করিয়া কেন বিস্ময়াপন্নের ন্যায় রহিয়াছেন।
পিঙ্গলক কহিল তুমি বিলক্ষণ কহিয়াছ কিন্তু এ
রহস্য বলিবার নিমিত্তে কোন প্রত্যয়স্থান নাই
তথাপি নির্জ্জন করিয়া কহি শুন ইদানী এই বন
অপুর্ব্ব প্রানিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছে অতএব আমা
রদিগের ত্যাজ্য এই নিমিত্তে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি
এবং আমিও বড় আশ্চর্য্য শব্দ শুনিয়াছি শব্দা
নুসারেতে এ প্রানির বড় বল হইবে। দমনক
বলিতেছে হে মহারাজ এ বড় ভয়ের কারণ বটে
সে শব্দ আমরাও শুনিয়াছি কিন্তু সে কি মন্ত্রী যে
আগেতেই স্থানত্যাগ পশ্চাৎ যুদ্ধ উপদেশ করে
আর এই ক্রিয়ার সন্দেহেতে দাসেরদের উপযোগি
তা জানিবেক। যে হেতুক মিত্র ও স্ত্রী ও দাসবর্গের

আর বুদ্ধির আর বলের আর শরীরের সারত্ব বিশন্তিরূপ কষ্টি পাথরেতে লোক জানে। সিংহ বলিতেছে ভদ্র আমার বড় শঙ্কা হইতেছে। দমনক মনেতে পুনর্ব্বার কহিল এইরূপ না হইলে রাজ্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্তে আমাকে সম্ভাষ করিতেছ। দমনক হৃষ্ট করিয়া বলিতেছে হে মহারাজ যাবৎ পর্য্যন্ত আমি বাঁচিয়া আছি তাবৎ পর্য্যন্ত ভয় কর্ত্তব্য নয় কিন্তু করটক প্রভৃতিকেও আশ্বাস করুন যে হেতুক বিপদের প্রতীকারের সময়ে পুরুষ সমূহ পাওয়া দুর্ল্লভ। অনন্তর সেই দমনক করটক রাজকর্ত্তৃক সর্ব্বস্বদ্বারা সম্মানিত হইয়া ভয়ের প্রতীকার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিল। করটক গমন করত দমনককে কহিল হে মিত্র ভয়ের কারন কি প্রতীকারের যোগ্য কিম্বা প্রতীকারের অযোগ্য ইহা না জানিয়া ভয়ের শান্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া কি প্রকারে এ মহা

প্রসাদ গ্রহন করিলা যে হেতুক উপকার না করিয়া কাহারও উপঢৌকন লইবে না বিশেষে রাজার। দেখ যাহার প্রসন্নতাতে বৃদ্ধি হয় এবং পরাক্রমেতে জয় হয় এবং ক্রোধেতে মৃত্যু হয় অতএব সেই তেজঃপুঞ্জ। তাহাই জান শিশু রাজাকে এ মনুষ্য ইহা বলিয়া অবজ্ঞা করিবেক না। যে হেতুক এ মহতী দেবতা মনুষ্য রূপে থাকে। দমনক হাসিয়া বলিল হে সখা চুপ করিয়া থাক আমি ভয়ের কারন জানিয়াছি আঁড়িয়া গরুর শব্দ সে বলীবর্দ্দ আমারদের ভক্ষনীয় সিংহের পুন কি। করটক বলিতেছে যদ্যপি এমন তবে প্রভুর ভয় কি সেই স্থানেতেই কেন ভীতি খণ্ডন করিলা না। দমনক বলিতেছে যদি রাজার ভয় সেই খানেতেই যায় তবে কি প্রকার এ মহাপ্রসাদ লাভ হয়। এবং ভৃত্যকর্ত্তৃক স্বামী কখন নিরপেক্ষ কর্ত্তব্য নয়। প্রভুকে নির পেক্ষ করিয়া ভৃত্য দধিকর্নের ন্যায় হয়। করটক প্রশ্ন করিতেছে এ কি রূপ। দমনক কহিতেছে।

উত্তরাপথে অর্ব্বুদশিখর নামে পর্ব্বতে মহা পরাক্রম বিশিষ্ট দুর্দ্দান্ত নামে এক সিংহ থাকে। পর্ব্বতের গহ্বরেতে নিদ্রিত তাহার কেশরাগ্র কোন ওন্দুর প্রত্যহ কাটে। তদনন্তর কেশরাগ্র ছিন্ন দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ত্তমধ্যে স্থিত মুষিককে না পাইয়া ভাবনা করিল। যে ক্ষুদ্র শত্রু হয় পরাক্রমেতে ধরা না যায় তাহাকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে তাহার তুল্য সেনা করিবেক। এই আলোচনা করিয়া সেই সিংহ গ্রামে গিয়া বিশ্বাস করিয়া দধিকর্ণ নামে বিড়ালকে যত্নেতে আনিয়া মাংস আহার দিয়া আপন কন্দরেতে রাখিল। অনন্তর সেই ভয়েতে মুষিক ও বিবর হইতে বাহির হয় না। সেই হেতুক ঐ সিংহ অচ্ছিন্নকেশর হইয়া সুখেতে নিদ্রা যায়। যখন২ ওন্দুরের শব্দ শুনে তখন২ মাংস ভোজন দ্বারা সে বিড়ালকে সম্বর্দ্ধনা করে তাহার পর এক দিবস সেই মুষিক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাহিরে চরত মার্জ্জারকর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া মরিল। তদনন্তর

সেই সিংহ অনেক কাল পর্য্যন্ত মুষিককে দেখে না তাহার শব্দও শুনে না তখন তাহার অনুপয়োগিতা হেতুক বিড়ালেরও আহারদানেতে মন্দাদর হইল পরে অনাহারহেতুক দধিকর্ণ দুর্ব্বল হইয়া অবসন্ন হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি প্রভুকে নিরপেক্ষ করিয়া ইত্যাদি।

তৎপরে দমনক করটক সঞ্জীবকের নিকট গেল। সেখানে করটক গাছের তলাতে সাটোপ করিয়া বসিল। দমনক সঞ্জীবক সমীপে যাইয়া বলিল। অরে বলদ এই আমি রাজা পিঙ্গলক কর্তৃক বন রক্ষার নিমিত্তে নিযুক্ত করটক নামে সেনাপতি আজ্ঞা করিতেছেন শীঘ্র আইস নতুবা এই বনহইতে দূরে যা অন্যথা তোমার মন্দ ফল হইবে না জানি প্রভু কুপিত হইয়া কি করিবেন। তাহা শুনিয়া সঞ্জীবক আইল রাজারদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘন ব্রাহ্মণেরদিগের অনাদর স্ত্রীরদের পৃথক শয্যা শস্ত্র ব্যতিরেকে বধ। তাহার পর দেশাচারা নভিজ্ঞ সঞ্জীবক ভীত হইয়া নিকটে গিয়া

করটককে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেক। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন। বলহইতে বুদ্ধিই বড় যাহার না থাকাতে হস্তির এই অবস্থা অনন্তর সঞ্জীবক সশঙ্ক হইয়া রহিল হে সেনাপতে আমার কি কর্ত্তব্য তাহা কহুন। করটক বলিতেছে হে বৃষভ এই বনেতে থাক আমার দিগের ভূপতির পাদপদ্মকে প্রণাম কর। সঞ্জীবক বলিতেছে অভয় বাক্য আমাকে দেও তবে যাই। করটক কহিতেছে শুন রে আঁকিয়া এ শঙ্কা মিথ্যা শয়মান চেদি রাজাকে প্রত্যুত্তর না দিয়া কৃষ্ণ মেঘের শব্দের তুল্য ধ্বনি করিলেন যে হেতুক সিংহ শৃগালের শব্দ করে না। সর্ব্ব প্রকারে নীচেতে নম্র ও কোমল ঘাসকে বায়ু উন্মূলন করে না। অতি উচ্চ বৃক্ষ সকলকেই উৎপাটন করে কেননা বড় লোক বড়লোকেতেই পরাক্রম করে। তদনন্তর তাহারা সঞ্জীবককে কিছু দূরে রাখিয়া পিঙ্গলক সন্নিধানে গেল তাহার পর রাজা তাহারদিগকে সাদরে দেখিলেন। তাহারা প্রণাম করিয়া বসিল

ভূপাল কহিলেন সে তোমার দৃষ্ট হইয়াছে দমনক বলিল মহারাজ দেখিয়াছি কিন্তু মহারাজ যাহা জানিয়াছেন সে সেই রূপ এ অতিবড় মহারাজকে দেখিতে অভিলাষ করে কিন্তু এ অতিশয় বলবান অতএব সমস্ত হইয়া বসিয়া দেখুন শব্দ মাত্রেতেই সেই ভয় করিবেন না। বিজ্ঞকর্তৃক তাহা কথিত আছে। ভয়ের কারন না জানিয়া শব্দ মাত্রে ভয় কর্ত্তব্য নয়। শব্দের নিমিত্ত জানিয়া কুট্টনী গৌরব পাইয়াছিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন এ কি প্রকার দমনক কহিতেছে।

শ্রীপর্ব্বতের মধ্যে ব্রহ্মপুর নামে নগর থাকে তাহার শিখরের এক প্রদেশে ঘণ্টাকর্ণ নামে এক রাক্ষস বাস করে এই জনরব শুনা যায়। এক দিবস ঘণ্টা লইয়া পলায়মান কোন চোর ব্যাঘ্রকর্তৃক ভক্ষিত হইল তাহার হাতহইতে পতিত ঘণ্টা বানরেরা পাইল বানর সেই ঘণ্টা সর্ব্বক্ষন বাজায়। তাহার পর নগরস্থ লোকেরা সেই মনুষ্যকে ভক্ষিত দেখিল আর সর্ব্বদা ঘণ্টারবও শুনে তাহার পর ঘণ্টা

কর্ণ কষ্ট হইয়া মনুষ্য সকলকে খায় ঘণ্টাও বাজায় ইহা বলিয়া সকল লোক নগরহইতে পলাইল অনন্তর করালা নামে কুট্টনী পরামর্শ করিয়া অনুক্ষন এই ঘণ্টাবাদ্য হয় তবে কি বানরেরা ঘণ্টা বাজায় ইহা আপনি জানিয়া রাজাকে জানাইল হে মহারাজ যদ্যপি কিছু ধন ব্যয় কর তবে আমি এই ঘণ্টাকর্ণকে সাধীন করি। তাহার পর রাজা তাহাকে ধন দিল কুট্টনী মণ্ডল আঁকিয়া গনেশাদি পূজার বড় বাহুল্য দেখাইয়া আপনি মর্কটেরদিগের প্রিয় ফল লইয়া বনে প্রবেশ করিয়া ফল সকল ফেলিয়া দিল। তৎপরে বানরেরা ঘণ্টা পরিত্যাগ করিয়া ফলাসক্ত হইল। কুট্টনী ঘণ্টা লইয়া নগরে আসিয়া সর্ব্ব জনের মান্য হইল। অতএব আমি বলি ভয়ের কারন না জানিয়া শব্দ মাত্রেতেই ভয় কর্ত্তব্য নয়। অনন্তর সঞ্জীবককে আনিয়া দেখা করাইলেক পশ্চাৎ সেই স্থানেতেই আশ্রিত হইয়া পরস্পর অত্যন্ত প্রীতিতে বহুকাল বাস করে। অনন্তর কদাচৎ

সেই সিংহের ভ্রাতা স্তব্ধকর্ননাম্না সিংহ আইল। তাহার আতিথ্য করিয়া বসিয়া পিঙ্গলক তাহার ভোজনের নিমিত্তে পশু নষ্ট করিতে চলিল। ইত্যবসরে সঞ্জীবক বলিতেছে হে মহারাজ আজি নষ্ট মৃগের মাংস কোথায়। ভূপতি কহিল দমনক করটক জানে। সঞ্জীবক বলিতেছে জানুন কি আছে বা নাই। সিংহ বিবেচনা করিয়া বলিল তাহা নাই সঞ্জীবক বলিতেছে তাহারা কি প্রকারে এত মাংস খাইল রাজা বলিল খাই যাছে ব্যয় করিয়াছে অবজ্ঞাও করিয়াছে প্রত্যহই এই রূপ। সঞ্জীবক বলিতেছে শ্রীযুত মহারাজার চরণের অজ্ঞাতে কিরূপে এমন করে। নৃপতি কহিলেন আমার অগোচরেতেই করে অনন্তর সঞ্জীবক বলিল ইহা ওপযুক্ত নহে বিজ্ঞেরা ইহা কহিয়াছেন। হে মহারাজ বিপৎ প্রতীকার ব্যতিরেকে অন্যত্র স্বামিকে নিবেদন না করিয়া আপনি কোন কর্ম্ম করিবে না। অপর যেমন ব্বারি মুণ্ডের দ্বারা অনেক জলাদির

গ্রহন করে নালের দ্বারা উত্তান্ন ত্যাগ করে এই
রূপ মন্ত্রি লোক অনেক মুদ্রাদি আদায় করিবেক
উত্তান্ন ব্যয় করিবেক কেননা হে মহারাজ কোন
সময়েতে পুরুষ কি মূর্খ হয় কি দরিদ্র হয় কিম্বা
তুচ্ছ হয়। যে হেতুক সেই মন্ত্রী সর্ব্বদা ভাল
রে পাঁচ গণ্ডা কড়িও বাড়ায়। কোষাধিকারির
কোষই প্রান রাজার প্রান প্রান নহে। আর
অন্য কুলাচারেতে পুরুষ মান্য হয় না কেননা
নির্ধন হইলে আপন স্ত্রীও ত্যাগ করে পর কি।
রাজার এ বড় দোষ ধনাদির অতিরিক্ত ব্যয় আর
না দেখা আর অধর্ম্মেতে উপার্জ্জন আর
অধিক দান আর দূরে রাখা এই সকল
ভাণ্ডারের ব্যসন। যে হেতুক আয় না দেখিয়া
আপন ইচ্ছাতে শীঘ্র ব্যয় করিলে কুবেরের তুল্য
ধনবানও ক্ষুদ্র হয়। স্তব্ধকর্ণ বলিতেছে শুন
ভাই এই দমনক করটক চির কালের আশ্রিত
সন্ধি বিগ্রহ কার্য্যেতে নিযুক্ত ধনাধিকারেতে

নিয়োগ কর্ত্তব্য নহে। আর নিয়োগের প্রসঙ্গেতে আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা আমি কহি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বান্ধব ইহারা অধিকারেতে প্রশস্ত নয়। ব্রাহ্মণ ন্যায্য ধনও কষ্টেতেও দেয় না। ক্ষত্রিয় ধনেতে নিযুক্ত হইলে অবশ্য অস্ত্র দেখায় বন্ধু জ্ঞাতিভাবেতে সর্ব্বস্ব আক্রমণ করিয়া গ্রাস করে। বহুকালের দাস নিযুক্ত হইয়া অপরাধেও শঙ্কারহিত হয় সে প্রভুকে অনাস্থা করিয়া যথেচ্ছাচরণ করে। উপকারক ব্যক্তি অধিকারী হইয়া আপন অপরাধ মানে না উপকারকে খোঁজাতে করিয়া সমস্তই লুকায়। ক্ষুদ্র স্বরেতে পরামর্শকারক মন্ত্রী আপনি রাজার ন্যায় আচরণ করে সে লোক সর্ব্বদা পরিচয়েতে নিশ্চয় অবজ্ঞা করে। অন্তঃকরণ দুষ্ট ক্ষমাবান্ লোক নিশ্চয় সকল অনর্থকারক হে মহারাজ ইহাতে দৃষ্টান্ত শকুনি আর শকটার। তমাত্য সর্ব্বদা সাধ্য নহে কেননা সকলেই ধনবান্ হয় যে হেতুক সিদ্ধলোকেরদিগের এই আজ্ঞা যে ধন

চিত্তের বিকারকে করে। প্রাপ্ত হীনের সংগ্রহ এবং দ্রব্যের বিনিময় এবং উপরোধ এবং উপেক্ষা এবং নির্ব্বুদ্ধিতা এবং উপভোগ এই সকল মন্ত্রির দোষ। নিযুক্ত লোকের স্থানে হীন লইবার উপায় আর রাজ পুরুষেরদিগের প্রত্যহ পরীক্ষা আর প্রতিপত্তি করান আর অধিকারের পরিবর্ত্ত এ সকল দুষ্করণ যেমন অতিশয় পীড়িত হইলে অন্তরস্থ পুয়াদিকে উদ্ধার করে তেমনি হে মহারাজ অধিকারস্থ লোকেরা অতিশয় পীড়িত হইলে অন্তরস্থ বস্তুকে বাহির করে হে মহারাজ নিযুক্ত লোকেরদিগকে বারম্বার বুঝিবেক। একবার পীড়ন করিলে কি স্নানবস্ত্র শীঘ্র জল ত্যাগ করে। এই সকল সময়ানুসারে জানিয়া ব্যবহার কর্ত্তব্য। সিংহ বলিতেছে এই প্রকার বটে কিন্তু ইহারা দুই জন সর্ব্বথা আমার বচনকারি নয়। স্তব্ধকর্ণ বলিতেছে এ সকল সর্ব্ব প্রকারে অনুপযুক্ত যে হেতুক আদেশের লঙ্ঘন কারক আপন পুত্রেরদিগকেও রাজা ক্ষমা

করিবে না রাজার অন্তঃকরনস্থ অনুরাগের বিশেষ কি স্তব্ধ ব্যক্তির যশ নষ্ট হয় অশিষ্ট লোকের মিত্রতা নষ্ট হয় অজিতেন্দ্রিয়ের কুল নষ্ট হয় ধনপর ব্যক্তির ধর্ম্ম নষ্ট হয় ব্যসনি লোকের বিদ্যা নষ্ট হয় কৃপন জনের সুখ নষ্ট হয় যে রাজার মন্ত্রি প্রমত্ত হয় তাহার রাজ্য নষ্ট হয়। অপর চোরহইতে এবং নিয়োগি পুরুষহইতে এবং বিপক্ষহইতে এবং রাজার প্রিয় লোকহইতে আর আপন লোভহইতে রাজা পিতার ন্যায় প্রজারদিগকে রক্ষা করিবেক। হে ভ্রাতঃ সর্ব্ব প্রকারে আমার বাক্য কর আমরা ব্যবহারও করিয়াছি। এই সঞ্জীবক শস্যভক্ষক অর্থাধি কারে ইহাকে নিয়োগ কর। এই কথাতে তাহা করিলে পরে সমস্ত বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় স্নেহেতে পিঙ্গলক সঞ্জীবকের কাল যাইতেছে অনন্তর দাসেরদের ও আহার দানেতে শৈথিল্য দর্শনহেতুক দমনক করটক পরস্পর ভাবনা করিতে২ দমনক করটককে তাহা কহিল

হে মিত্র কি কর্ত্তব্য। আত্মকৃত এ দোষ আপনি দোষ করিলে খেদ করা অনুচিত। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। আমি স্বর্ন রেখাকে স্পর্শ করিয়া আর দূতী আপনাকে বান্ধিয়া আর সাধু রত্ন লইতে ইচ্ছা করিয়া আপন দোষেতে ইহারা দুঃখিত। করটক বলিতেছে এ কি প্রকার দমনক কহিতেছে। কাঞ্চনপুর নাম নগরে বীরবিক্রম নামা এক রাজা থাকে তাহার ধর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃক বধ্য ভূমিতে নীয়মান কোন নাপিতের এই লোক বধ্য নয় ইহা কহিয়া কন্দর্পকেতু নামে সন্যাসী বস্ত্রের আঁচলে ধরিল রাজপুরুষেরা কহিল কেন এ বধ্য নহে। সন্যাসী কহিতেছে সিংহল দ্বীপেতে জীমূতকেতু রাজার কন্দর্পকেতু নামা পুত্র আমি এক দিন আমি ক্রীড়া কাননে থাকিয়া পোতবনিকের মুখেতে শুনিলাম যে এই সমুদ্র মধ্যে চতুর্দ্দশী তিথিতে আবির্ভূত কল্প বৃক্ষের তলেতে রত্ন সমূহের কিরন দ্বারা মনোহর পালঙ্গেতে উপবিষ্টা সর্ব্বাভরনে

ভূষিতা লক্ষ্মীর ন্যায় সুন্দরী বীণা বাজাইতে
ছেন এমন কোন কন্যা দেখা যান। অনন্তর
আমি পোতবনিককে লইয়া নৌকাতে আরোহণ
করিয়া সেখানে গেলাম তাহার পর সেখানে
গিয়া পর্য্যঙ্কেতে অর্দ্ধমগ্না সেই প্রকার তাহাকে
অবলোকন করিলাম তৎপরে সে সখীর সহিত
সাগরমধ্যে মগ্না হইয়া অদৃশ্যা হইল তাহার
পর তাহার সৌন্দর্য্য গুণেতে আকৃষ্ট হইয়া
আমিও তাহার পশ্চাৎ ঝম্প দিলাম তদনন্তর
এক স্বর্ণ নগর পাইয়া সুবর্ণ প্রাসাদে সেই
রত্নখট্টাতে স্থিতা বিদ্যাধরীকর্ত্তৃক সেবা মানা
আমাকর্ত্তৃক দৃষ্টা হইল। সেও আমাকে
দূরহইতে দেখিয়া সখীকে পাঠাইয়া সাদরেতে
সম্ভাষ করিল তাহার সখী আমাকর্ত্তৃক পৃষ্টা
হইলে কহিলেক কন্দর্পকেলি নামে বিদ্যাধরচক্র
বর্ত্তির রত্নমঞ্জরী নামে কন্যা ইনি ইহার নিয়ম
আছে যে ব্যক্তি আসিয়া আপন চক্ষুতে কনক
পত্তনকে দেখিবেক সেই পিতার অগোচরেতে

ও আমাকে বিবাহ করিবেক এই মনের প্রতিজ্ঞা এই হেতুক ইহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহেতে আপনি স্বীকার করুন। অনন্তর গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইলে পরে তাহার সহিত ক্রীড়া করত সেই স্থানে আমি থাকি। তাহার পরে এক দিবস নির্জ্জনেতে সে কহিল হে নাথ আপন ইচ্ছাতে এই সমস্ত উপভোগ কর কিন্তু চিত্রিত এই স্বর্ণরেখা নামে বিদ্যাধরীকে কদাচ স্পর্শ করিবা না। পশ্চাৎ আমি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণরেখাকে আপন হস্তেতে স্পর্শ করিয়া চিত্রিতও সেই স্বর্ণরেখা কর্তৃক পাদপদ্ম দ্বারা তাড়িত হইয়া আসিয়া আপন দেশেতে পড়িলাম অনন্তর ব্যথিত হইয়া সন্যাসী হইয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করত এই নগরীকে পাইলাম। অনন্তর গত দিবসে গোপ গৃহেতে শয়ন করিয়া দেখিলাম সন্ধ্যা কালে অন্তরঙ্গের পালন করিয়া আপন গৃহে আসিয়া আপন ভার্য্যাকে দূতীর সহিত কোন পরামর্শ করিতে দেখিল তাহার পর সেই গোপীকে তাড়না

করিয়া স্তম্ভেতে বন্ধন করিয়া শয়ন করিল অন
ন্তর অর্দ্ধ রাত্রিতে ঐ নাপিতের স্ত্রী দুতী সেই
গোপীর নিকট যাইয়া কহিল। তোমার বিরহ রূপ
অনল দগ্ধ ঐ ব্যক্তি কন্দর্প বাণেতে জর্জ্জরিত
মুমূর্ষুর তুল্য আছে। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়া
ছেন। রাত্রিতে চন্দ্রকর্ত্তৃক অন্ধকার বিনাশিত
হইলে কন্দর্প দেখিয়া যুবারদিগের মন বেধ
করে। তাহার সেই রূপ অবস্থা দেখিয়া দুঃখি
তান্তঃ করণ হইয়া তোমাকে অনুবর্ত্তিতে আসি
য়াছি সেই হেতুক আমি এখানে আপনাকে
বান্ধিয়া থাকি তুমি সেখানে যাইয়া তাহাকে
পরিতোষ করিয়া ত্বরাতে আসিবা সেই প্রকার
করিলে পরে সে গোপ জাগিয়া বলিল সম্প্রতি রে
পাপিষ্ঠা তোরে উপপতির নিকট লই অনন্তর
যখন এ কিছুই না বলিল তখন গোপ রুষ্ট
হইয়া অহঙ্কারেতে আমার বাক্যেতে উত্তরও
দিলি না ইহা কহিয়া রোষেতে সে ছুরি লইয়া
ইহার নাক কাটিল তাহা করিয়া পুনর্ব্বার শুইয়া

নিদ্রা গেল। অনন্তর গোপী আসিয়া দূতী কে জিজ্ঞাসা করিল বৃত্তান্ত কি দূতী কহিল আমাকে দেখ মুখই বৃত্তান্ত কহিতেছে। ইহার পর সেই গোপী ঐ কথ করিয়া আপনাকে বান্ধিয়া থাকিল ঐ দূতী সেই ছিন্ননাসিকা লইয়া আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকিল। তাহার পর প্রভাত সময়েতেই ঐ নাপিত আপন ভার্য্যাকে ক্ষুরভাণ্ড চাহিলে পরে এক খানি ক্ষুর দিলেক তদনন্তর সমস্ত ভাণ্ড না পাইয়া জাতক্রোধ হইয়া ঐ নাপিত সেই ক্ষুরকে দূরহইতে ঘরেতে ফেলিয়া দিল। অনন্তর দূতী আর্ত্তধ্বনি করিয়া এ ব্যক্তি অপরাধ ব্যতিরেকে আমার নাসিকা ছেদন করিল ইহা বলিয়া ধর্ম্মাধিকারির নিকটে ইহাকে আনিলেক। ঐ গোপী সে গোপ কর্ত্তৃক পৃষ্টা হইয়া কহিলেক। অরে গোপ মহামতী আমাকে কে নিকপন করিতে পারে আমার নিষ্পাপ ব্যবহার অষ্টদিক্পালেরা জানেন

যে হেতুক সূর্য্য চন্দ্র বায়ু অগ্নি স্বর্গ পৃথিবী জল অন্তঃকরণ যম দিবা রাত্রি দুই সন্ধ্যা ধর্ম্ম ইহারা মনুষ্যের চরিত্র জানেন যদ্যপি আমি পরমসতী হই তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে না জানি অন্য পুরুষকে স্বপ্নেতে ও না ভজি তবে সেই পুণ্যেতে আমার ছিন্ননাসা অছিন্না হওক। আমি তোমাকে ভস্ম করিতে পারি কিন্তু তুমি ভর্ত্তা লোক ভয়েতে ওপেক্ষা করি দেখ আমার মুখ তাহার পর যখন গোপ প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার মুখ দেখে তখন তু ঙ্গনাসিক মুখ দেখিয়া তাহার পায়েতে পড়িল আমি ধন্য যাহার গৃহিনী এ তাদৃশী পরমসতী এই বিবরণ শুনিয়া সেই রাজা সেই দূতীকে আর গোপীকে গ্রামহইতে বাহির করিয়া দিল নাপিত গৃহে গেল। এই যে সন্ন্যাসী আছেন ইহার বৃত্তান্তও বলি। ইনি নিজ গৃহহই তে বাহির হইয়া দ্বাদশ বৎসরেতে মলযসমীপ হইতে এই পুরীকে পাইয়াছেন এ স্থানে বেশ্যাগৃহে শয়ন করিয়াছিলেন সেই কুট্টনীর গৃহদ্বারেতে

কাষ্ঠ নির্ম্মিত বেতাল ছিল তাহার মস্তকেতে এক
উত্তমরত্ন থাকে তাহাতে এই লোভি সাধু রাত্রিতে
উঠিয়া মনি লইবার নিমিত্তে যত্ন করিলেন তখন
সেই বেতালকর্ত্তৃক সূত্রসঞ্চারিত হস্তদ্বয়ের
দ্বারা ধৃত হইয়া ঐ ব্যক্তি আর্ত্তস্বর করিল।
অনন্তর কুট্টনী উঠিয়া কহিল পুত্র মলয়ের নিকট
হইতে তুমি আসিয়াছ সে সকল রত্ন ইহাকে
দেও নতুবা এ তোমাকে ছাড়িবে না এ চেটক
এই প্রকার তদনন্তর ইনি সমস্ত রত্ন সমর্পণ
করিলেন যে প্রকারে ইনি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া
আসিয়া আমারদিগের সহিত মিলিলেন এই
সকল শুনিয়া রাজ পুরুষেরা ন্যায়েতে ধর্ম্মা
ধিকারিকে প্রবৃত্ত করাইলেক। অতএব আমি
বলি স্বর্ণ রেখাকে আমি স্পর্শ করিয়া ইত্যাদি।
অনন্তর এই দোষ স্বয়ংকৃত ইহাতে ক্রন্দন
উচিত নয় কিঞ্চিৎ কাল বিবেচনা করিয়া কহিল
হে মিত্র ইহাঁরদিগের যেমন সৌহার্দ্দ আমি করাই
য়াছি তেমনি সুহৃদ্ভেদও আমি করিব। যে হেতুক

চিত্রকর লোকেরা যেমন সমান স্থানকেও উচ্চ নীচ দেখায় তেমনি অতিশয় খল লোকেরা মিথ্যাকেও সত্য করিয়া দেখায়। অপর কার্য্য উপস্থিত হইলে যাহার বুদ্ধি ভ্রংশ না হয় সে লোক বিপৎ সকলকে তরে যেমন গোপী দুই উপপতি করিয়া বিপৎ হইতে তরিয়াছিল। করটক জিজ্ঞাসা করিলেক ইহা কি প্রকার দমনক কহিতেছে।

দ্বারবতী নামে পুরীতে কোন গোপের বধূ থাকে সে ভূম্যা গ্রামের কোটালের এবং তাহার পুত্রের সহিত ক্রীড়া করে। পণ্ডিতেরা তাঁহা কহিয়াছেন কাষ্ঠেতে অগ্নি তৃপ্ত হয় না। নদীতে সমুদ্র তৃপ্ত হন না সমস্ত প্রাণিতেও যম তৃপ্ত হন না পুরুষেতে স্ত্রী লোক তৃপ্ত হয় না। অপর স্ত্রী লোক দানেতে তুষ্ট হন না ও সম্মানেতে তুষ্ট হয় না ও সারল্যেতে তুষ্ট হয় না ও সেবাতে তুষ্ট হয় না ও শস্ত্রেতে বশীভূতা হয় না ও শাস্ত্রেতে বশীভূতা হয় না যে হেতুক স্ত্রী জাতিরা সর্ব্ব প্রকারে বিষম। অনন্তর এক দিন সে

দণ্ডনায়ক পুত্রের সহিত ক্রীড়া করত থাকে পরে দণ্ডনায়ক ও ক্রীড়া করিবার নিমিত্তে সে স্থানে আইল তাহাকে আসিতে দেখিয়া তাহার পুত্রকে ঢোলেতে ফেলিয়া দণ্ডনায়কের সহিত সেই প্রকারেই ক্রীড়া করিতেছে অনন্তর তাহার ভর্ত্তা গোপ গোষ্ঠহইতে আইল তাহাকে দেখিয়া গোপী কহিল হে কোটাল তুমি লগুড় লইয়া ক্রোধ দেখাইয়া শীঘ্র যাও। কোটাল সেই প্রকার করিলে পরে গোপ গৃহেতে আসিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসিলেক কি নিমিত্তে দণ্ডনায়ক এ স্থানে আসিয়াছিল সে কহিতেছে এ ব্যক্তি কোন কার্য্যের নিমিত্তে পুত্রের ওপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে। সে পুত্র ও তাড্যমান হইয়া এখানে আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে আমি তাহাকে ঢোলে ফেলিয়া রাখিয়াছি তাহার পিতা অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাইল না এই নিমিত্তে এ রুষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহার পর সে কোটালপুত্রকে ঢোলহইতে বাহির করিয়া দেখাইল। তাহা পণ্ডিতকর্ত্তৃক

কথিত আছে স্ত্রী লোকেরদিগের আহার দ্বিগুণ বুদ্ধি চতুর্গুণ ব্যবসায় ছয় গুণ কাম অষ্ট গুণ অতএব আমি বলি কার্য্য উপস্থিত হইলে যাহার বুদ্ধি নষ্ট না হয় ইত্যাদি।—

করটক বলিতেছে এই প্রকার হউক কিন্তু ইহার পর পরস্পর স্বভাবতে উপজাত অতিবড় স্নেহ কি প্রকারে ভেদ করাইতে শক্য। দমনক বলিতেছে উপায় কর। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন। উপায়েতে যাহা করিতে শক্য হয় বিক্রমেতে তাহা করিতে শক্য হয় না যেমন কাকী স্বর্ণসূত্রের দ্বারা কাল সর্পকে নষ্ট করিয়াছিল করটক জিজ্ঞাসা করিতেছে এ কি প্রকার। দমনক কহিতেছে

কোন বৃক্ষেতে কাকদম্পতী বাস করে বৃক্ষ কোটরে স্থিত তাহারদিগের সন্তান সকল কাল সর্পেতে খায়। তদনন্তর পুনর্ব্বার কাকী অন্তরাপত্যা হইয়া কাককে কহিল। হে স্বামি এ বৃক্ষ ত্যাগ কর এই তরুতে অবস্থিত কৃষ্ণসর্প সর্ব্বদা আমারদিগের সন্তানকে ভক্ষণ করে। যে হেতুক

দুষ্টা স্ত্রী খল মিত্র প্রত্যুত্তরদায়ক দাস আর সর্পের সহিত বর্ত্তমান গৃহেতে বাস এই সকল মৃত্যু স্বরূপ ইহাতে সন্দেহ নাই। বায়স বলিতেছে হে প্রিয়ে ভয় কর্ত্তব্য নয়। মুহুর্ম্মুহু আমি ইহার অতিশয় অপরাধ সহিয়াছি সম্প্রতি আর ক্ষমা কর্ত্তব্য নয়। বায়সী কহিল কি প্রকারে এই বলবানের সহিত তুমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবা কাক কহিতেছে এ শঙ্কা বৃথা। যে হউক যাঁহার বুদ্ধি তাহার বল নির্বুদ্ধির কোথায় বল। দেখ শশককর্ত্তৃক মদোন্মত্ত সিংহ বিনাশিত হইল। কাকী কহিল ইহা কি প্রকার কাক কহিতেছে।

মন্দর নাম পর্ব্বতে দুর্দ্দান্ত নামে এক সিংহ থাকে সে নিরন্তর পশুরদিগের বধ করে অনন্তর সকল পশুরা মিলিয়া সেই সিংহকে নিবেদন করিল হে সিংহ কি নিমিত্তে এককালেতেই পশু বধ কর যদি অনুগ্রহ হয় তবে আমরাই আপনকার আহারের নিমিত্তে প্রত্যহ একং পশু উপঢৌকন দেই। অনন্তর সিংহ বলিল

তোমারদের যদি এই অভিমত তবে তাহাই হওক তদবধি সেই সিংহ একং পশু ওপঢৌকন ভক্ষণ করত থাকে অনন্তর এক দিবস এক বৃদ্ধ শশকের পালা আইল সে চিন্তা করিল জীবিতাশা হেতুক ভয় প্রযুক্ত বিনয় করে যদি পঞ্চত্ব পাই তবে সিংহের অনুনয়ে আমার কি প্রয়োজন। এই হেতুক মন্দং গমন করি তাহার পর সিংহও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কোপেতে তাহাকে কহিল কি নিমিত্তে তুই বিলম্ব করিয়া আসিতেছিস। শশক বলিল মহারাজ আমি অপরাধী নই পথেতে আগমন করত আমি অন্য সিংহকর্ত্তৃক বলেতে ধৃত হইয়াছিলাম তাহার সাক্ষাৎ পুনশ্চ আগমনের নিমিত্ত দিব্য করিয়া প্রভুকে নিবেদন করিতে এখানে আইলাম সিংহ রুষ্ট হইয়া কহিল শীঘ্র গিয়া দেখা সে দুষ্টাত্মা কোথা থাকে তাহার পর শশক তাহাকে লইয়া এক গভীর কূপ দেখাইবার নিমিত্তে গেল সেখানে যাইয়া প্রভু আপনি দেখুন ইহা কহিয়া সেই কূপজলে সিংহ আপনারি

প্রতিবিম্ব দেখিল অনন্তর ঐ সিংহ কোপেতে কম্পিত হইয়া অহঙ্কারেতে তাহার ওপরে আপনাকে প্রক্ষেপ করিয়া পঞ্চত্ব পাইল। অতএব আমি বলি যাহার বুদ্ধি তাহার বল ইত্যাদি।—

বায়সী কহিল আমি সকল শুনিলাম ইদানী যে প্রকার কর্ত্তব্য তাহা বল। বায়স কহিল এই সন্নিধিবর্ত্তি সরোবরে রাজপুত্র প্রত্যহ আসিয়া স্নান করেন স্নান কালে তাঁহার শরীরহইতে নামিত জল সমীপস্থ প্রস্তরেতে স্থাপিত স্বর্ণ সূত্র চঞ্চুতে করিয়া ধরিয়া আনিয়া এই কোটরে রাখিবা অনন্তর কোন দিন স্নান করিবার নিমিত্তে রাজকুমার জলে প্রবেশ করিলে কাকী তাহা করিল। পরে রাজপুরুষেরা স্বর্ণ সূত্রের অনুসারে গিয়া সেই বৃক্ষ কোটরে কাল সর্পকে দেখিল এবং মারিল। অতএব আমি বলি ওপায়েতে যাহা করিতে শক্ত হয় ইত্যাদি।—

করটক বলিতেছে যদি এই রূপ তবে তুমি

গমন কর তোমার পথ মঙ্গল হওক। অনন্তর দমনক পিঙ্গলকের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া কহিল। হে মহারাজ অতিশয় কোন মহাভয় জনক কার্য্য জানিয়া আইলাম। যে হেতুক বিনাশ কালেতে এবং উৎপথ গমন সময়েতে এবং কার্য্যকালের অতিক্রমণেতে সুহৃৎ লোক জিজ্ঞাসিত না হইলেও মঙ্গল বাক্য কহিবেক। অপর রাজা ভোগের পাত্র কার্য্যের পাত্র রাজা নহে রাজ কর্ম্ম নষ্টকারক মন্ত্রী দোষেতে লিপ্ত হয়। তাহা দেখ মন্ত্রিরদিগের এই ক্রম প্রাণ পরিত্যাগও ভাল মস্তকের ছেদনও ভাল স্বামির প্রভুত্বপ্রাপন রূপ পাতককে ইচ্ছা করে যে লোক তাহার উপেক্ষা করা ভাল নয়। পিঙ্গলক আদর করিয়া কহিল ইহার পর তুমি কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছ দমনক বলিতেছে মহারাজ সঞ্জীবককে তোমার উপর অনুপযুক্ত ব্যবহারির ন্যায় দেখিতেছি আর আমারদের সাক্ষাৎ শ্রীযুত মহারাজের চরণের প্রভাব উৎসাহ মন্ত্ররূপশক্তি ত্রয়ের নিন্দা করিয়া রাজত্ব

বাঞ্ছা করিতেছে ইহা শুনিয়া পিঙ্গলক ভীত
হইয়া চমৎকার মানিয়া চুপ করিয়া থাকিল দম
নক পুনশ্চ বলিল হে প্রভো সমস্ত মন্ত্রিরদিগকে
ত্যাগ করিয়া এক এই সঞ্জীবককে যে তুমি সর্ব্বা
ধিকারী করিয়াছ সেই দোষ। রাজা ও মন্ত্রী উত্থি
ত হইলে সম্পত্তি পাদদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া
থাকেন। সে সম্পত্তি স্ত্রীস্বভাব হেতুক ভর না
সহিতে পারিয়া তাহার দুয়ের মধ্যে অন্যতরকে
ত্যাগ করেন। অপর রাজা যখন এক মন্ত্রিকে রাজ
কর্ম্মেতে প্রমাণ করেন তখন মোহপ্রযুক্ত অহঙ্কার
তাহাকে আশ্রয় করেন সেই মন্ত্রী অহঙ্কারেতে
হয় যে আলস্য তাহাতে নির্ব্বিণ্ণ হয় সেই নির্ব্বিণ্ণ
মন্ত্রির অন্তঃকরণেতে কর্তৃত্ব করণেচ্ছা বাস করে
তদনন্তর কর্তৃত্বকরণেচ্ছাহেতুক সে অমাত্য
রাজার প্রাণকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে। আর
বিষাক্ত অন্ন ও চলিত দন্ত ও দুষ্ট অমাত্য এই
সকলের মূলোৎপাটনই সুখ। আর যে রাজা
সম্পত্তিকে মন্ত্রির অধীন করে তাহার বিপৎ হইলে

পরে সে ভূপতি অন্ধের তুল্য সঞ্চারক ব্যতিরেকে অবসন্ন হয়। বিশেষে অমাত্য কখন সাধ্য নয় যেননা সকল অমাত্যই ধনবান হয় যে হেতুক সাধু লোকেরদিগের এই আজ্ঞা যে ধন অন্তঃকরণে বিকার করে। সকল কর্ম্মেতে আপন ইচ্ছাতে প্রবৃত্ত হয় ইহাতে মহারাজাই প্রমাণ। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন পৃথিবীতে এতাদৃশ পুরুষ কেও নাই যে পরের সম্পত্তি অভিলাষ না করে। কেন না পরের রমণীয়া যুবতী স্ত্রীকে কোন পুরুষ আদরেতে না দেখে। সিংহ বিবেচনা করিয়া কহিল ভদ্র যদ্যপি এমন তথাপি সঞ্জীবকের সহিত আমার বড় প্রীতি দেখ যে প্রিয় সে অপ্রিয় কর্ম্ম করতও প্রিয়ই থাকে যেমন শরীর অনেক দোষেতে দুষ্ট হইলেও কাহার প্রিয় নয়। অপর যে প্রিয় সে অপ্রিয় কর্ম্ম করিলেও প্রিয়ই থাকে ওস্তমগৃহ দাহ করিলেও অগ্নিতে কাহার আদর নাই। দমনক পুনর্ব্বার কহিল হে মহারাজ সেই বড় দোষ যে হেতুক নৃপতি যে পুত্রেতে কিম্বা

মন্ত্রিতে কিম্বা ওদাসীনেতে চক্ষুকে অধিক আরো হন করান সে লোক সম্পত্তির আশ্রয় হয়। শুন হে মহারাজ অপ্রিয় অথচ পথ্য ইহার শেষ সুখ দায়ক হন যাহাতে বক্তা ও শ্রোতা থাকে তাহাতে ঐশ্বর্য্য ক্রীড়া করেন। তুমি প্রবীন দাসেরদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আগন্তুকের পুরস্কার করিয়াছ ইহা অনুচিত করিয়াছ যে হেতুক মুল ভৃত্যেরদিগ কে পরিত্যাগ করিয়া আগন্তুককে প্রতিপালন করিবে না ইহাহইতে আর বড় দোষ নাই কেননা যে হেতুক রাজত্বের নষ্টকারী। সিংহ বলিতেছে কি চমৎকার আমি অভয় বাক্য দিয়া আনিয়াছি এবং বাচাইয়াছি তবে কি প্রকারে আমাকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে দমনক বলিতেছে হে মহারাজ নিরন্তর সেব্যমান হইলেও দুষ্ট লোক সারল্য পায় না যেমন তাপ ও তৈলাদি মর্দ্দন দ্বারা কুকুরের লাঙ্গুল সোজা হয় না। অপর কুকুরের পুচ্ছ স্বেদিত ও মর্দ্দিত ও রজ্জুকরনক বেষ্টিত হইলে ও দ্বাদশবর্ষের পর মুক্ত হইলে পুনশ্চ আপনার স্বভাব পায়।

এবং সম্মানকে বাঢ়াইলেও খলের প্রীতির নিমিত্তে কোথায় যেমন বিষবৃক্ষ সুধাসিক্ত হইলেও পথ্য কে ফলে না। অতএব আমি বলি যাহার পরাজয় ইচ্ছা না করিবেক তৎ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইলেও হিত বাক্য বলিবেক। ভত্তমলোকের দিগের এই ধর্ম্ম যাহার পরাজয় ইচ্ছা করিবেক তৎ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইলেও অধম লোক হিত কহিবে না পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন। যে লোক অমঙ্গলহইতে বারণ করে সেই বয়সা। সেই কর্ম্ম যে নির্ম্মল সেই স্ত্রী যে সহকারিণী সেই বুদ্ধিমান্ যে পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্মানিত হয় সেই ঐশ্বর্য্য যে মত্ততা না জন্মায় সেই সুখী যে তৃষ্ণারহিত সেই মিত্র যে অকৃত্রিম সেই পুরুষ যে ইন্দ্রিয়ের বশ নয়। সঞ্জীবক ব্যসনেতে পীড়িত মহারাজ বিজ্ঞাপিত হইলেও যদ্যপি নিবৃত্ত না হন তবে অস্মৎ ভৃত্যেতে দোষ নাই। তাহা জান রাজা শক্ত হইয়া কার্য্য গণনা করে না আর হিতও গণনা করে না মত্ত হস্তির ন্যায় স্বচ্ছন্দ হইয়া যথেষ্ট

গমন করে। অনন্তর অপমানিত হইয়া সে যখন শোকরূপ অরণ্যেতে পড়ে তখন ভৃত্যেতে দোষ স্থাপন করে স্বকীয় অবিনয় জানে না। পিঙ্গলক অন্তঃকরণে ভাবনা করিলেক যে পরের অপরাধেতে পরের দণ্ড করিবে না আপনি জ্ঞাত হইয়া দমন করিবেক কিম্বা সম্মান করিবেক তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। অহঙ্কার প্রযুক্ত সর্পমুখেতে হস্ত দেওয়া যেমন আপনার নাশের নিমিত্তে হয় তেমনি গুণ দোষ নির্ণয় না করিয়া অনুগ্রহ করা আপন নাশের নিমিত্তে হয়। স্পষ্ট করিয়া বলিতেছে তবে মন্ত্রী বককে কি আজ্ঞা করিব। দমনক সম্ভ্রমেতে বলিল হে প্রভু এই প্রকার না এই প্রকার না। এ রূপে মন্ত্র ভেদ হয় তাহা কথিত আছে। যে রূপে অত্যল্পও ভেদ না হয় সেই রূপে এ মন্ত্র রূপ বীজ গোপনে রক্ষা করিবে কেননা সে বীজ ভিন্ন হইলে অঙ্কুর হয় না। আর মূর্খ যোদ্ধা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হইলেও যেমন পর হইতে ভেদ

শঙ্কা প্রযুক্ত চিরকাল যুদ্ধস্থলেতে থাকিতে পারে না এইরূপ মন্ত্র সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হইলেও পরহইতে ভেদশঙ্কা প্রযুক্ত চিরকাল থাকিতে পারে না। কিম্বা এ লোক দৃষ্টদোষ হইলেও দোষহইতে নিবৃত্ত করিয়া সন্ধি কর্ত্তব্য সে অত্যন্ত অনুপযুক্ত। যে হেতুক একবার দোষেতে দুষ্ট যে মিত্র তাহাকে পুনর্ব্বার সন্ধি করিতে যে ইচ্ছা করে সে মৃত্যুকেই গ্রহন করে খচরী যেমন গর্ভকে গ্রহন করে। অপর অন্তঃকরন দুষ্ট অথচ ক্ষমাবান্ লোক নিশ্চয় সমস্ত অনর্থকারী হে মহারাজ ইহাতে দৃষ্টান্ত শকুনি আর শকটার। সিংহ বলিতেছে জান এ ব্যক্তি আমারদিগের কি করিতে সমর্থ হয়। সে কহিল হে মহারাজ অঙ্গাঙ্গি ভাব না জানিয়া কি প্রকারে শক্তির নিশ্চয় হইবে। দেখ টিট্টিভ পক্ষিই সমুদ্রকে ব্যাকুল করিয়াছিল সিংহ প্রশ্ন করিতেছে ইহা কি প্রকার দমনক কহিতেছে।

দক্ষিন সমুদ্রের তীরে টিট্টিভেরা স্ত্রীপুরুষে বাস করে তাহাতে প্রসব কাল নিকট হইলে

টিট্টিভী পতিকে বলিল হে নাথ প্রসবোপযুক্ত নির্জন স্থান অনুসন্ধান কর। টিট্টিভ বলিল হে প্রিয়ে এই স্থান। সে বলিল এ স্থান সমুদ্র বেলাকর্তৃক আক্রান্ত হয়। টিট্টিভ বলিল সমুদ্র কি আমাকে নিগ্রহ করিবেন। টিট্টিভী হাসিয়া বলিল হে স্বামি তোমাতে আর সমুদ্রেতে বিস্তর অন্তর। টিট্টিভ বলিল যে লোক জানে না অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি নাই সে দুঃখের পরিচ্ছেদ করিতে পারে না আর যাহার বুদ্ধি আছে সে কষ্টেতেও অবসন্ন হয় না। অনুপযুক্ত কার্য্যের আরম্ভ ও অনুরক্তের সহিত বিরোধ ও বলবানের সহিত আস্পর্দ্ধা ও স্ত্রীলোকেরদিগে বিশ্বাস এই চারি মৃত্যুর দ্বার। অনন্তর পতির বাক্য হেতুক সে ঐ স্থানেতেই প্রসব হইল। এই সকল শুনিয়া সমুদ্র ও তাহার সামর্থ্য জানিবার নিমিত্তে সেই অণ্ড সকল অপহরণ করিলেন। তাহার পর টিট্টিভী শোকাতুরা হইয়া ভর্ত্তাকে বলিল হে প্রাণনাথ

দুঃখ উপস্থিত হইল আমার সেই সকল অণ্ড নষ্ট হইল টিট্টিভ বলিল হে প্রিয়ে ভয় করিও না ইহা বলিয়া পক্ষিরদিগের মিলন করিয়া পক্ষির দিগের প্রধান গরুড়ের নিকট গেল। সেখানে যাইয়া টিট্টিভ সকল বৃত্তান্ত ভগবান গরুড়ের অগ্রেতে নিবেদন করিল হে প্রভো আপন গৃহেতে অবস্থিত আমি অপরাধি ব্যক্তিরেকে সমুদ্র কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছি। অনন্তর তাহার বচন শুনিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ ভগবান নারায়ণ প্রভু বিজ্ঞাপিত হইয়া সমুদ্রকে অণ্ড দানের নিমিত্তে আদেশ করিলেন তাহার পর সমুদ্র ভগবানের আজ্ঞা মস্তকে করিয়া সে অণ্ড সকল টিট্টিভকে সমর্পণ করিলেন। অতএব আমি বলি অঙ্গাঙ্গিভাব না জানিয়া ইত্যাদি।

রাজা বলিল ইনি হিংসক ইহা কি প্রকারে জানিব। দমনক বলিতেছে যখন ঐ সঞ্জীবক গর্ব্বিত হইয়া শৃঙ্গাগ্রকপ অস্ত্রাভিমুখ হইয়া আসিবেক তখন প্রভু জানিবেন। এই রূপ কহিয়া

সঞ্জীবক নিকটে গেল সে স্থানে গিয়াঅল্পে২ নিকটে গমন করত বিস্ময়াপন্নের ন্যায় আপনাকে দেখাইল। সঞ্জীবক আদর করিয়া কহিল হে মিত্র তোমার মঙ্গল। দমনক বলিতেছে ভৃত্যের দিগের কুশল কোথায়। যে হেতুক যাহারা রাজার আশ্রিত তাহারদিগের সম্পত্তি পরাধিনত আর অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দুঃখিত আর স্বকীয় প্রাণেতেও অপ্রত্যয়। অপর কোন লোক ধন পাইয়া অহঙ্কৃত না হয় আর কোন বিষয়ির বিপদ না হয় আর পৃথিবীতে কাহার মন স্ত্রীকর্ত্তৃক খণ্ডিত না হয় আর রাজার প্রিয় কে হয় আর যমের হস্তদ্বয়ের মধ্যে কে না যায় আর কোন যাচক গৌরব পায় আর কোন পুরুষ দুর্জন বাগুরাতে পতিত হইয়া মঙ্গল পায়। সঞ্জীবক কহিল হে সখে বল দমনক ও বলিল মন্দভাগ্য আমি কি বলিব দেখ সমুদ্রে মজ্জন করিয়া সর্পকে অবলম্বন পাইয়া যেমন ত্যাগ করিতে পারে না ধরিতেও পারে না সেই রূপ ইদানী আমি মুগ্ধ

হইতেছি যে হতুক এক প্রকারে রাজার প্রত্যয় নষ্ট হয় অন্যত্র বান্ধব নষ্ট হয়। অতএব কি করি কোথা যাই দুঃখার্ণবে পতিত হইয়াছি ইহা কহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বসিল সঞ্জীবক বলিতেছে তুমি আমার কৃতজ্ঞ তথাপি হে সখে অন্তঃকরণস্থ তাবৎ কহ। দমনক নির্জনে কহিল যদ্যপি রাজ বিশ্বাস বক্তব্য নয় তথাপি আমার প্রত্যয়েতে আসিয়াছ এবং আজও সেই হেতুক পর লোকার্থী আমি তোমার হিত অবশ্য কহিব শুন এই প্রভু তোমার উপরে বিকার প্রাপ্তচিত্ত হইয়া নির্জনেতে কহিলেন সঞ্জীবককে নষ্ট করিয়া নিজপরিবারকে তর্পন করিব। ইহা শুনিয়া সঞ্জীবক বড় বিষন্ন হইলেন। দমনক পুনশ্চ কহিল বিষন্নতা নিরর্থক কালোপযুক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। সঞ্জীবক কিঞ্চিৎকাল বিবেচনা করিয়া কহিল ইহা নিশ্চয় বটে স্ত্রীলোকেরা প্রায় দুষ্ট লোককে গমন করে রাজা প্রায় অপাত্র পোষক হয় আর ধন প্রায় কৃপণানুগত হয় আর দেবতা

প্রায় পর্ব্বতেতে ও সমুদ্রেতে বৃষ্টি করেন। অপর লক্ষ্মী নীচকে আশ্রয় করেন বিদ্যা অকুলীনকে আশ্রয় করেন স্ত্রী লোক অপাত্রকে ভজে ইন্দ্র পর্ব্বতে বৃষ্টি করেন। মনে পুনর্ব্বার বিতর্ক করিল কিম্বা খল চেষ্টিত জানিতে পারি না তাহার ব্যবহার ও নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না। যেহেতুক কোন অসাধু লোক আশ্রয়ের সৌন্দর্য্য হেতুক শোভা ধারন করে। যেমন মলিন কজ্জল ও কামিনীচক্ষুপ্রাপ্ত হইয়া শোভা ধারন করে। কি প্রকার ইহা কহিতেছেন। অত্যন্ত আয়াসেতে সেব্যমান নরপতি তুষ্টি পান না এ কি আশ্চর্য্য দেখ এই যে চমৎকৃত প্রতিমা ইনি আরাধ্যমান হইলে বৈরী হন। ইহার প্রতি কার অশক্যই যে হেতুক যে লোক কোন কারন উদ্দেশ করিয়া ক্রোধ করে সে কারণ গেলে সে লোক নিশ্চয় প্রসন্ন হয়। যাঁহার মন নিমিত্ত ব্যতি রেকে দ্বেষী হয় কি রূপে লোক তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবেক। আর কহিল রাজার অপকার

আমি কি করিয়াছি। রাজারা সর্ব্বদা অপকারক হয়। দমনক বলিতেছে এ প্রকার শুন বিজ্ঞ মিত্রকর্ত্তৃক ওপকৃত হইলেও কিঞ্চিৎ শত্রুতা চরণ করেন আর অন্যকর্ত্তৃক সাক্ষাৎ অপকৃত হইলেও তুষ্ট হন সত্য অনবস্থিত চিত্তের চরিত্র কি অতি আশ্চর্য্য সেবা ধর্ম্ম অতিশয় দুর্জ্ঞেয় যোগিরদের ও অবোধ্য। অপর পাপাত্মাতে পুণ্যশত নষ্ট মূর্খেতে শত কথিত নষ্ট অবচনকারিতে বচন শত নষ্ট অচেতনেতে বুদ্ধি শত নষ্ট। আর সেবা ধর্ম্ম অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় যোগির দের ও অবোধ্য কেননা যদি মৌনেতে থাকে তবে তাহাকে মূর্খ বলে যদি বাক্পটু তবে তাহাকে বাতুল বলে কিম্বা বহুভাষী বলে যদি কিছু সহ্য না করে তবে তাহাকে প্রায় অনভিজাত বলে যদি সমীপে বৈসে তবে তাহাকে ধৃষ্ট বলে। যদি দূরেতে থাকে তবে তাহাকে মৃদু বলে। অপর ভোগবিষয়েতে অতিশয় সুখ পাইয়া খল লোকেরা গুনঘাতক হয় কেননা চন্দনবৃক্ষেতে

সর্পেরা থাকে আর জলেতে পদ্ম সকল তাহাতে মকরাদি জলজন্তু থাকে। এই প্রভু মিষ্টভাষী বিষ তুল্যান্তঃকরণ ইহা আমাকর্তৃক জ্ঞাত হইল। যে হেতুক দুরহইতে উদ্ধৃত হস্ত এবং সজল চক্ষু এবং অর্দ্ধাসন দাতা এবং নির্ভর আলিঙ্গনে তৎপর এবং প্রিয় বাক্যের জিজ্ঞাসাতে কৃতা দর এবং চিত্তেতে গুপ্ত বিষ এবং বাহ্যেতে মধু ময় এবং অতিশয় মায়াপটু এ চমৎকৃত নর্ত্তক কে যে দুর্জনকর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছে। তাহা কহিতেছেন নির্ব্বায়ুতে পাখা মত্ত হস্তির গর্ব্ব বিনাশের নিমিত্তে অঙ্কুশ দুস্তর জল সমূহ তরণেতে নৌকা অন্ধকারোপস্থিতিতে প্রদীপ এই প্রকারে পৃথিবীতে তাহা নাই যাহার ওপায় চিন্তা বিধাতা না করিয়াছেন। আমি এই মানি যে খলান্তঃকরণ চরিত্র হরণেতে বিধাতাও নিরু দ্যোগ হইয়াছেন। সঞ্জীবক পুনর্ব্বার নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল ও হে কি ব্যামোহ। শস্যভক্ষক আমি কেন সিংহকর্তৃক বিনাশিত হইব। পুন

র্ব্বার চিন্তা করিয়া কহিল আমার ওপরে এই রাজা কোন লোককর্ত্তৃক বিঘটিত হইয়াছেন আমি জানি না বিকারপ্রাপ্ত রাজাহইতে সর্ব্বদা ভয় কর্ত্তব্য। যে হেতুক স্ফটিকের বলয়কে সন্ধান করিতে যেমন কেহ সমর্থ হয় না তেমনি পৃথিবীর পতির অন্তঃকরন মন্ত্রিকর্ত্তৃক বিঘটিত হইলে কেহ সন্ধান করিতে শক্ত হয় না। অপর বজ্র আর রাজ বিঘটন দুই অত্যন্ত ভয়ানক ইহার মধ্যে বজ্র এক স্থানেতেই পড়ে। অন্য যে রাজ বিঘটন সে সর্ব্বত্র পড়ে। সেই হেতুক যুদ্ধেতে মৃত্যুকেই স্বীকার করি এখন তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন অনুপযুক্ত। যে হেতুক মরিলে স্বর্গ পাইব শত্রুকে নষ্ট করিলে সুখকেই পাইব যে হেতুক বীরেরদের এ দুই গুন সংগ্রামের এই সময়। যখন যুদ্ধ না করিলেও অবশ্য মৃত্যু যুদ্ধেতে ও প্রান সংশয় পণ্ডিতেরা সে কালকেই যুদ্ধের কাল বলেন ইহা চিন্তা করিয়া সঞ্জীবক বলিল হে মিত্র কি প্রকারে জানিব যে এ দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে

নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছে ইহা কহ। দমনক বলিতেছে যখন ঐ স্তব্ধকর্ণ ঊর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া সংহতপাদ হইয়া বিস্তারিত মুখ হইয়া তোমাকে দেখিবেক তখন তুমিও আপন পরাক্রম দেখাইবা। যে হেতুক নিস্তেজ লোক বলবান্ হইলেও কাহার পরাজয়ের স্থান না হয় দেখ লোকেরা সঙ্কারহিত হইয়া ভস্ম রাশিতে পা দেয়। কিন্তু গোপনেতে এই সকল অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য নতুবা তুমিও থাকিবা না আমিও থাকিব না ইহা কহিয়া করটক নিকটে গেল করটক কহিল কি সম্পন্ন হইল। দমনক কহিল পরস্পর ভেদ নিষ্পন্ন হইল করটক বলিল সন্দেহ কি যে হেতুক দুর্জ্জনের বান্ধব কে অধিক যাচিত হইলে কে ক্রুদ্ধ না হয় ধনেতে কে তৃপ্ত না হয় নিন্দিত কর্ম্মেতে কে পণ্ডিত নয় অপর ধূর্ত্ত লোকেরা আত্মহিতে জাতে উত্তম লোককেও দুশ্চরিত্র করে। কেননা বহ্নির ন্যায় খলসংসর্গ কি না করে। দমনক পিঙ্গলকের

সন্নিধানে গিয়া কহিল হে মহারাজ ঐ পাপিষ্ঠ আইল অতএব সসজ্জ হইয়া থাক ইহা কহিয়া পূর্ব্বোক্ত আকার করাইল। অনন্তর সঞ্জীবকও আইল। সেই প্রকার বিকারপ্রাপ্ত সিংহকে অবলোকন করিয়া নিজানুরূপ পরাক্রম করিল তাহার পর তাহারদিগের বড় যুদ্ধ হইলে পরে সিংহকর্তৃক সঞ্জীবক বিনাশিত হইল তাহার পর পিঙ্গলক সঞ্জীবককে নষ্ট করিয়া বিশ্রাম করিয়া সশোকের ন্যায় থাকিয়া কহিল নির্দয় আমাকর্তৃক কি দারুণ কর্ম্ম কৃত হইল যে হেতুক সিংহ যেমন হস্তিবধ প্রযুক্ত পাপভাগী আপনি হয় মুক্তাদি অন্যকর্তৃক ওপভুক্ত হয় এই রূপ রাজা ধর্ম্মের অতিক্রমণেতে আপনি পাপের আশ্রয় হন রাজ্য পরকর্তৃক ওপভুক্ত হয়। অপর ওর্ব্বরা ভূমির নাশ আর বুদ্ধিমান দাসের নাশ ইহার মধ্যে ভৃত্যের নাশ রাজারদিগের মরণ তুল্য কেননা ভূমি ভ্রষ্ট হইলে ও পুনশ্চ মিলে ভৃত্য নষ্ট হইলে দুর্ল্লভ। দমনক বলিতেছে প্রভু এ কি নূতন ন্যায়

যে বৈরিকে নষ্ট করিয়া সন্তাপ করিতেছে। বিজ্ঞ কর্ত্তৃক তাহা কথিত আছে। পিতাই বা কিম্বা ভ্রাতা কিম্বা পুত্র কিম্বা বন্ধু ইহারাও যদি জীবন বিনাশকারক হয় তবে ঐশ্বর্য্যকে ইচ্ছা করেন যে রাজা তৎকর্ত্তৃক বধ্য হয়। আর ধর্ম্ম অর্থ কর্ম্মের যথার্থ জ্ঞাতা লোক একান্ত দয়ালু হইবেন। যে হেতুক ক্ষমাযুক্ত লোক করস্থিত ধনকেও রক্ষা করিতে শক্ত হয় না অপর শত্রুতে এবং মিত্রেতে যতিরদিগেরই ক্ষমা ভূষণ। রাজারদিগের অপরাধি লোকেতে সেই ক্ষমাই দোষ। অপর রাজ্যলোভ প্রযুক্ত অহঙ্কারেতে স্বামির পদ যে ইচ্ছা করে তাহার প্রাণ ত্যাগই এক প্রায়শ্চিত্ত অন্য নয়। অপর ঘৃণাযুক্ত রাজা ও সর্ব্বভক্ষক ব্রাহ্মণ ও অবশীভূতা ভার্য্যা ও দুষ্টস্বভাব সহায় ও প্রতিকূল ভৃত্য ও অনবধানী নিযুক্তলোক ও যে লোক কৃতকে মানে না এই সাতজন ত্যাজ্য। বিশেষত বেশ্যার ন্যায় রাজনীতি অনেক রূপা হয় সত্যভাষিনী এবং মিথ্যাভাষিনীও হয় নিষ্ঠুর

ভাষিনী এবং প্রিয় বাদিনীও হয় হননশীলা এবং দয়ালুও হয় কৃপণা হয় এবং দানশীলাও হয় ও অনবরত ব্যয়শীলা হয় এবং প্রচুর মিত্র ধনাগমা ও হয় এই রূপ দমনক কর্ত্তৃক পিঙ্গলক পরিতোষিত হইয়া স্বকীয় স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। দমনক প্রফুল্লচিত্ত হইয়া মহা রাজ জয় হওক ইহা কহিয়া পরমাহ্লাদে থাকিল।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন তোমারদের কর্ত্তৃক সুহৃদ্ভেদ শ্রুত হইল। রাজকুমারেরা কহিলেন আপনকার অনুগ্রহেতে শুনিলাম আমরা আহ্লা দিতও হইলাম। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন আরও এই প্রকার হওক। আপনকারদিগের অরিগৃহে সুহৃ দ্ভেদ হওক আর কালকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া খল লোক প্রত্যহ প্রলয়কে পাওক আর লোক সকল সকল সুখজনক ঐশ্বর্য্যেতে পরিপূর্ণ হওক। আর এই রমনীয় কথারম্ভেতে সর্ব্বদা বালক ও ক্রীড়া করুন।—

ইতি সুহৃদ্ভেদ কথা সমাপ্ত।—

অথ বিগ্রহঃ ।—

পুনর্ব্বার কথারম্ভকালে রাজপুত্রেরা কহিলেন হে গুরো আমরা রাজনন্দন এই হেতুক বিগ্রহ শুনিবার নিমিত্তে আমারদিগের কৌতুক আছে বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন তোমারদিগের যাহাতে রুচি হয় তাহা কহি শুন। যাহার প্রথম শ্লোকার্থ এই ময়ুরেরদিগের তুল্য পরাক্রম হংসের সহিত যুদ্ধেতে কাককর্ত্তৃক শত্রুগৃহে থাকিয়া প্রত্যয়োৎপাদন করিয়া হংস বঞ্চিত হইল। রাজকুমারেরা কহিলেন এ কি প্রকার বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেছেন ।—

কর্পূরদ্বীপেতে পদ্মকেলি নামে সরোবর থাকে তাহাতে হিরণ্যগর্ভ নামে রাজহংস বাস করে সকল জলচর পক্ষিকর্ত্তৃক মিলিয়া পক্ষি রাজ্যেতে সে অভিষিক্ত হইল। যে হেতুক সম্যক্প্রকারে নায়ক নৃপতি যদি না

থাকে তবে সমুদ্রেতে কর্ণধাররহিত নৌকা যে মন বিপ্লুত হয় এমনি প্রজারা ও পদ্লুত হয়। আর রাজা প্রজাকে রক্ষা করেন প্রজা রাজাকে বাড়ান বর্দ্ধনহইতে রক্ষণ মঙ্গলদায়ক কেননা রক্ষণ না করিলে বিদ্যমানও অবিদ্যমান হয়। এক দিন এই রাজহংস অতিশয় বিস্তারিত স্বর্ণ নির্ম্মিত কোমল পর্য্যঙ্কেতে পরিবার লোকেতে বেষ্টিত হইয়া সুখোপবিষ্ট আছেন অনন্তর দীর্ঘমুখ নামে বক কোন দ্বীপহইতে আসিয়া প্রনাম করিয়া বসিল। রাজা বলিলেন হে দীর্ঘমুখ তুমি অন্য দেশহইতে আইলা বৃত্তান্ত কহ। সে বলিল হে মহারাজ বড় বার্ত্তা আছে তাহা কহি বার নিমিত্তেই আমি ত্বরাতে আইলাম শুন জম্বুদ্বীপেতে বিন্ধ্য নামে পর্ব্বত আছে তাহাতে চিত্রবর্ণ নামে ময়ুর পক্ষিরদের রাজা বাস করে তাহার অনুচর পক্ষিকর্ত্তৃক দগ্ধারণ্য মধ্যেতে চরত আমি দৃষ্ট হইলাম। আর জিজ্ঞাসিত হই লাম কে তুমি কোথাহইতে আইলা। তখন

আমি কহিলাম আমি কর্পূরদ্বীপচক্রবর্ত্তী হিরণ্য গর্ভ নামে হংসরাজের অনুচর কৌতুক প্রযুক্ত দেশান্তর দেখিতে আসিয়াছি। তাহা শুনিয়া পক্ষিরা কহিল তবে এই দুই দেশের মধ্যে কোন দেশ বড় ভাল কোন রাজা বা বড় ভাল। অনন্তর আমি কহিলাম আঃ কি কহিতেছ অনেক অন্তর যে হেতুক কর্পূরদ্বীপ স্বর্গই রাজহংস দ্বিতীয় স্বর্গ পতি ইন্দ্র তুল্য এই মরুভূমিতে পড়িয়া তোমরা কি কর আমার দেশে আইস। অনন্তর আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পক্ষিরা সরোষ হইল। পণ্ডিতেরদের কর্ত্তৃক তাহা উক্ত আছে সর্পেরদের দুগ্ধপান কেবল বিষবর্দ্ধক হয় ও মূঢ়েরদিগের উপদেশ ক্রোধের নিমিত্তই হয় শান্তির নিমিত্তে হয়না। অপর পণ্ডিতই উপদেশ করণোপযুক্ত মূর্খ কদাচ নয়। মূঢ় বানরেরদিগকে উপদেশ করিয়া পক্ষিরা স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিল। রাজা কহিলেন এ কি প্রকার। দীর্ঘমুখ কহিতেছে।—

নর্ম্মদাতীরে এক অতি বড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে

সেই তরুতে আপন চঞ্চুকরণক নির্ম্মিত নীড় মধ্যে পক্ষিরা বর্ষাতেও সুখেতে বাস করে অনন্তর নীলবর্ণ ছদির তুল্য মেঘসমূহেতে গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে পরে স্থূল ধারাতে অতিবড় বৃষ্টি হইল সেই তরুতলেতে বানরেরদিগকে আর্দ্রীভূতশীতার্ত্ত কম্পিতকলেবর দেখিয়া করুণাপ্রযুক্ত পক্ষিরা কহিল ও হে বানরেরা শুন আমারদিগের কর্ত্তৃক চঞ্চুমাত্রেতে আহৃত তৃণ করণক নীড় নির্ম্মিত হইয়াছে পাণি পাদাদি বিশিষ্ট তোমরা কেন এই প্রকারে অবসন্ন হইতেছ তাহা শুনিয়া জাতক্রোধ বানরেরা আলোচনা করিল বায়ুরহিত নীড় মধ্যে অবস্থান প্রযুক্ত সুখী পক্ষিরা আমারদিগকে নিন্দা করিতেছে ভাল বৃষ্টির উপশম হউক। তাহার পর জলবর্ষণ নিবৃত্তি হইলে সেই মর্কটেরা বৃক্ষ আরোহন করিয়া সকল বাসা ভাঁগিল তাহারদিগের অণ্ড সকল ও নীচেতে ফেলাইয়া দিল অতএব আমি বলি পণ্ডিতই উপদেশ করণোপযুক্ত ইত্যাদি। বক বলিতেছে অনন্তর পক্ষিরা ক্রোধেতে

কহিল তোর রাজহংস কাহাকর্ত্তৃক রাজা কৃত হই য়াছে তাহার পর আমিও জাতক্রোধ হইয়া কহি লাম তোরদের ময়ূর কাহাকর্ত্তৃক রাজা কৃত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তাহারা সকলে আমাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইল তাহার পর আমিও নিজ পরাক্রম দেখাইলাম যে হেতুক স্ত্রীলোকের দিগের যেমন লজ্জা ভূষন এমনি অন্যকর্ত্তৃক পরাভব কাল ব্যতিরিক্ত কালেতে ক্ষমাই পুরুষের দিগের ভূষন এবং রতিকালেতে স্ত্রীলোকেরদিগের যে রূপ নির্লজ্জতা ভূষণ এই রূপ অন্যকর্ত্তৃক পরাভব কালেতে পুরুষের পরাক্রমই ভূষন। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন যে জন আপনার ও পরের বলাবল দেখিয়া অন্তর না জানে সে জন শত্রু কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়। অপর ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত নিবর্বুদ্ধি গর্দ্দভ ক্ষেত্রেতে বহুকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ শস্য ভক্ষন করত বাক্য দোষেতে নষ্ট হইল। বক প্রশ্ন করিতেছে এ কি প্রকার। রাজা কহিতেছেন।—

হস্তিনা নগরে বিলাস নামে রজক থাকে তাহার এক গর্দ্দভ অতিশয় বহন প্রযুক্ত দুর্ব্বল মুমুর্ষুর তুল্য হইল অনন্তর সেই রজক ঐ গাধাকে ব্যাঘ্রচর্ম্মেতে আচ্ছাদন করিয়া কানন সমীপে শস্য মধ্যে নিযুক্ত করিল। তাহার পর দূরহইতে তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্রবুদ্ধিতে ক্ষেত্রপালকেরা পলায় অনন্তর এক দিবস কোন শস্য পালক ঈষৎ পাণ্ডু বর্ণ কম্বলেতে শরীরাচ্ছাদন করিয়া তীর ধনুক সজ্জা করিয়া সঙ্কুচিত শরীরেতে নির্জ্জনেতে থাকিল। যথাভিলষিত শস্যাহার প্রযুক্ত জাত বল পুষ্টকলেবর সেই গর্দ্দভ তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া গর্দ্দভী জ্ঞান করিয়া ওষ্ঠেতে শব্দ করত তাহার সম্মুখে ধাবন করিল তদনন্তর সে শস্যরক্ষক গর্দ্দভ এ ইহা চীৎকার শব্দেতে নিশ্চয় করিয়া অনায়াসেতে নষ্ট করিল অতএব আমি বলি ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত ইত্যাদি।—

দীর্ঘমুখ বলিতেছে তাহার পর পক্ষিরা কহিল অরে পাপ দুষ্ট বক আমার দিগের স্থানে চরত

আমারদিগের স্বামিকে নিন্দা করিতেছিস এইং হেতুক তোমারদিগকে এখন ক্ষমা করা নয়। ইহা কহিয়া সকলে চঞ্চুকরণক আমাকে তাড়না করিয়া রুষ্ট হইয়া কহিল দেখ রে মুখ তোর রাজা সেই হংস সর্ব্ব প্রকারে মৃদু তাহার রাজ্যেতে অধিকার নাই যে হেতুক নিতান্ত মৃদু ব্যক্তি হস্ততলস্থিতও ধনকে রক্ষা করিতে অসমর্থ সে কি প্রকারে পৃথিবী শাসন করিবেক তাহার রাজ্যই বা কি কিন্তু তুমি কূপমণ্ডুক এই হেতুক সে আশ্রয়কে উপদেশ করিতেছ শুন ফল এবং ছায়াতে যুক্ত বৃহৎ বৃক্ষ সেবাকরণোপযুক্ত কেননা দৈবাৎ যদি ফল না থাকে তবে ছায়া কে বারণ করে। অপর ক্ষুদ্রের সেবা কর্ত্তব্য নয় মহতের আশ্রয়ই কর্ত্তব্য কেননা শৌণ্ডিকহস্তস্থিত দুগ্ধকেও লোকেরা মদিরা বলে সিংহের অনুগ্রহেতে ছাগল ও বনেতে নির্ভয় হইয়া চরে। অপর আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধ প্রযুক্ত হস্তিশুণ্ডও যে রূপ দর্পণেতে ক্ষুদ্রতাকে পায় এই রূপ গুণবান্ মহালোকও

ক্ষুদ্রের আশ্রয়েতে তুষ্টতাকে পায় বিশেষত অতি সমর্থ রাজাতে ছলোক্তিতেও কার্য্য সম্পন্ন হয় কেননা শশকেরা চন্দ্রসম্বন্ধি ছলোক্তি দ্বারা সুখেতে আছে। আমি কহিলাম এ কি প্রকার। পক্ষিরা কহিল।—

কোন সময় বর্ষাকালে অনাবৃষ্টি হেতুক তৃষ্ণাতুর গজযুথ যুথপতিকে কহিল হে প্রভু আমারদিগের জীবনের নিমিত্তে কি উপায়। ক্ষুদ্র জন্তুরদিগের মজ্জন স্থান নাই আমরা অবগাহন স্থানের অভাব প্রযুক্ত মৃতের ন্যায় আছি কি করিব কোথা যাইব তাহার পর গজরাজ গিয়া সমীপে এক ভাল জলাশয় দেখিল। অনন্তর কিছু দিন গেলে পরে সেই সরোবর সমীপস্থিত ক্ষুদ্র শশকেরা হস্তি পাদাঘাত দ্বারা চূর্ণ হইল। শিলীমুখ নামে শশক ভাবনা করিল তৃষ্ণার্ত্ত এই হস্তিযুথ প্রত্যহ এই স্থানে আসিবেক অতএব আমারদের কুল নষ্ট হইবেক। তদনন্তর বিজয় নামে বৃদ্ধ শশক বলিল বিষণ্ন হইও না ইহাতে আমি প্রতি

কার করিব তাহার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিল ও গমন করত সে আলোচনা করিল হস্তিযূথ সন্নিধানে থাকিয়া কি প্রকারে বলিব যে হেতুক হস্তী স্পর্শ করত নষ্ট করে সর্প ঘ্রাণ করত নষ্ট করে রাজা পলায়ন করত নষ্ট করে দুর্জন হাস্য করত নষ্ট করে অতএব পর্বত শিখরে আরোহন করিয়া যূথপতিকে কহি। তাহা করিলে যূথপতি কহিল কে তুমি কোথাহইতে আইলা সে বলিল আমি শশক ভগবান চন্দ্র আপনকার নিকটে প্রেরন করিয়াছেন যূথনাথ কহিল কার্য্য কহ। বিজয় বলিতেছে শস্ত্র ওঞ্চিত হইলেও দূত অন্যথা কহে না যে হেতুক দূত অবধ্য ভাবেতে সর্ব্বদাই যথার্থের বক্তা হয় সেই হেতুক আমি তাঁহার আজ্ঞাতে বলি শুন যে এই চন্দ্র সরোবরের রক্ষক শশকেরা তোমাকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়াছে তাহা অনুচিত করিয়াছ সে শশকেরা বহুকাল আমারদের রক্ষিত অতএব আমার নামে শশাঙ্ক এই প্রসিদ্ধি আছে। এই

প্রকারে দূত কহিলে পরে যূথস্বামী ভয়েতে ইহা কহিল অবধান কর অজ্ঞানপ্রযুক্ত ইহা করিয়াছি পুনর্ব্বার করিব না। দূত বলিল যদি এই রূপ তবে এই সরোবরে কোপেতে কম্পিত কলেবর ভগবান্ শশাঙ্ককে প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিয়া গমন কর অনন্তর রাত্রিতে যূথপতিকে লইয়া জলেতে চঞ্চল চন্দ্রমণ্ডল দেখাইয়া যূথ স্বামিকে প্রণাম করাইল আর সে কহিল হে চন্দ্র অজ্ঞানপ্রযুক্ত ইনি অপরাধ করিয়াছেন তাহা হইতে ক্ষমা কর বারান্তর এ রূপ করিবেন না ইহা কহিয়া প্রস্থান করাইল। অতএব আমি বলি অতি সমর্থ রাজাতে ইত্যাদি।

তাহার পর আমি কহিলাম সেই মহাপ্রতাপী অতিসমর্থ আমারদের স্বামী রাজহংস তাঁহাতে ত্রিভুবনের কর্তৃত্ব উচিত হয় রাজ্য কি। তখন অরে দুষ্ট তুই আমারদের স্থানেতে চরিতেছিস ইহা কহিয়া পক্ষিরা আমারে চিত্র বর্ণের সন্নিধানে লইয়া গেল তদনন্তর রাজার

জগেতে আমাকে দেখাইয়া তাহারা প্রণাম করিয়া কহিল হে মহারাজ অবধান করুন এই দুষ্ট বক যে আমারদের দেশে চরতও মহারাজার চরণের নিন্দা করে। রাজা কহিল কে এ কোথা হইতে আসিয়াছে। তাহারা কহিল হিরণ্য গর্ভ নামে রাজহংসের অনুচর কর্পূরদ্বীপহইতে আসিয়াছে। অনন্তর গৃধ্র মন্ত্রিকর্তৃক আমি জিজ্ঞাসিত হইলাম সে খানে প্রধান মন্ত্রী কে। আমি কহিলাম সকল শাস্ত্রার্থবেত্তা সর্ব্বজ্ঞ নামে চক্রবাক। গৃধ্র বলিতেছে উপযুক্ত বটে এ ব্যক্তি স্বদেশজাত। যে হেতুক নিজ দেশজাত কুলাচারবেত্তা উৎকোচহীনাগ্রাহক পবিত্র মন্ত্র জ্ঞাতা ব্যসনরহিত ব্যভিচার দোষেতে রহিত ব্যব হারজ্ঞ উত্তম বংশজাত খ্যাত পণ্ডিত ধনের উৎ পাদক এতাদৃশ ব্যক্তিকে রাজা মন্ত্রি করিবেক। ইত্যবসরে শুক কহিল হে রাজাধিরাজ কর্পূরদ্বীপ প্রভৃতি ক্ষুদ্রদ্বীপ জম্বুদ্বীপের মধ্যেই তাহাতেও মহারাজার চরণের প্রভুত্ব। তাহার পর রাজকর্তৃক

ও কথিত হইল এই বটে যে হেতুক মদিরাপা নাদিপ্রযুক্ত মত্ত ও বালক ও অবিবেচক ও ধন গর্ব্বিত ইহারা দুষ্প্রাপ্য বস্তুকেও অভিলাষ করে যাহা প্রাপ্য হয় তাহার কথা কি। তদনন্তর আমি কহিলাম যদি বাক্য মাত্রেতেই স্বামিত্ব সিদ্ধ হয় তবে জম্বুদ্বীপেতেও আমারদের স্বামি হিরণ্য গর্ভের প্রভুত্ব আছে। শুক বলিতেছে ইহাতে কি নির্ণয় আমি কহিলাম যুদ্ধই। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন আপন প্রভুকে গিয়া প্রস্তুত কর। তখন আমি বলিলাম আপন দূতকেও পাঠাও। রাজা বলিলেন দৌত্যকর্ম্মেতে কে যাইবে যে হেতুক এই প্রকার দূত কর্ত্তব্য। অনুরক্ত গুনবান্ পবিত্র নিপুন বাবদুক ব্যসনরহিত ক্ষমাযুক্ত পর মর্ম্মবেত্তা ব্রাহ্মন অনুভবদ্বারা কার্য্যবোদ্ধা এতা দৃশ লোক দূত হয়। গৃধ্র বলিতেছে অনেক দূত আছে কিন্তু ব্রাহ্মণই কর্ত্তব্য যে হেতুক মহাদেবের কণ্ঠলগ্ন কালকুটেরও মালিন্য যায় নাই ইহা দেখিয়া স্বামির প্রসন্নতাকেই করে ঐশ্বর্য্যকে

অভিলাষ না করে অর্থাৎ এতাদৃশ লোককেই দৌত্যাদি কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিবেক। সেই হেতুক শুকই গমন করুন। হে শুক তুমিই ইহার সহিত গমন করিয়া আমারদের বাঞ্ছিত বল। শুক বলিতেছে মহারাজ যে প্রকার আজ্ঞা করেন কিন্তু এই বক দুর্জ্জন এই হেতুক ইহার সহিত গমন করিব না তাহা পণ্ডিতকর্ত্তৃক উক্ত আছে খল লোক দুষ্কর্ম্ম করে সজ্জনেতে অবশ্য ফলে রাবণ সীতাকে হরণ করিল সমুদ্রের বন্ধন হইল। অপর দুষ্ট লোকের সহিত থাকিবে না গমনও করিবে না কেননা কাক সহভিব্যাহারে হংস থাকত এবং বর্ত্তক গমন করত নষ্ট হইল। রাজা বলিলেন ইহা কি রূপ শুক কহিতেছে।

উজ্জয়নীর পথের মধ্যে এক প্লক্ষ বৃক্ষ থাকে তাহাতে হংস আর কাক বাস করে। গ্রীষ্ম কালেতে এক দিন কোন পথিক শ্রান্ত হইয়া তরুতলেতে ধনুও শর রাখিয়া নিদ্রা গেল

তাহাতে কিঞ্চিৎকালের পর তাহার মুখ হইতে বৃক্ষচ্ছায়া গেল তদনন্তর সূর্য্য কিরণ ব্যাপ্ত তাহার মুখ দেখিয়া ঐ বৃক্ষ স্থিত হংস দয়াহেতুক পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তাহার মুখেতে ছায়া করিল তাহার পর সে অতিশয় নিদ্রা গেল মুখেতে মুখ ব্যাদান করিল অনন্তর স্বভাব দুর্জ্জনতাহেতুক পরসুখাসহনশীল ঐ কাক সেই মুখেতে বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পলাইল তৎ পরে যখন ঐ পথিক উঠিয়া ঊর্দ্ধেতে অবলোকন করিল তখনতৎকর্ত্তৃক সে হংস নিরীক্ষিত হইয়া বানকরনক বিদ্ধ হইয়া বিনাশিত হইল।—

বর্ত্তকের কথাও কহি। এক দিবস ভগবান্ গরুড়ের যাত্রাপ্রসঙ্গেতে সকল পক্ষিরা সমুদ্র তীরে গেল তদনন্তর কাকের সঙ্গেতে বর্ত্তক চলিল তাহার পর যাইতেছিল যে গোপ তাহার ভাণ্ডহইতে পুনঃ পুনঃ সেই কাক দধি খাইতে লাগিল অনন্তর যখন ঐ গোপাল

দধিভাণ্ডকে ভূমিতে রাখিয়া ঊর্দ্ধেতে নিরীক্ষণ করিল তখন তাহাকর্ত্তৃক কাক ও বর্ত্তক অবলোকিত হইল তদনন্তর তাহাকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া কাক পলাইল বর্ত্তক স্বভাবত নিরপরাধি মন্দগতি তাহাকর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া ব্যাপাদিত হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি দুষ্টলোকের সহিত থাকিবে না ইত্যাদি। —

তাহার পর আমি বলিলাম ভ্রাতা শুক এ কি বলিতেছ আমার প্রতি শ্রীযুক্ত মহারাজ যে রূপ আপনিও সে রূপ। শুক কহিল এই বটে কিন্তু দুর্জ্জনকর্ত্তৃক প্রিয় অথচ সম্মত কথিত হইলেও অকাল পুষ্পের ন্যায় ভয় জন্মায়। আপনকার বচনেতেই দুর্জ্জনত্ব অবগত হইয়াছে যে এই দুই রাজার সংগ্রামেতে আপনকার বাক্যই কারণ দেখ সাক্ষাৎও অপরাধি করিলে মূর্খ সান্ত্বনাতে তুষ্ট হয় কেননা উপপতির সহিত আপন জায়াকে রথকার মস্তকেতে করিয়াছিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন এ কি প্রকার শুক বলিতেছে। —

যৌবনশ্রী নগরে মন্দমতি নামে রথকার থাকে সে আপন পত্নীকে দুশ্চরিত্রা করিয়া জানে কিন্তু ওপপতির সহিত এক স্থানে নিজ চক্ষুতে কখন দেখে না তাহার পর ঐ রথকার আমি অন্য গ্রামে গমন করি ইহা কহিয়া চলিল কিছু দূর গিয়া পুনশ্চ আসিয়া পর্য্যঙ্কেতে নিজ গৃহে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিল। অনন্তর রথকার গ্রামান্তরে গিয়াছে ইহাতে সেই জার জাতপ্রত্যয় হইয়া সায়ংকালেতেই আইল অনন্তর তাহার সহিত সেই খট্টাতে ক্রীড়া করত পর্য্যঙ্কিতলস্থিত স্বামির কিঞ্চিৎ অঙ্গ স্পর্শেতে স্বামিকে কপটী জানিয়া বিষন্ন হইল। তাহার পর ওপপতি কহিল কেন তুমি অদ্য আমার সহিত গাঢ় রমণ করিতেছ না। তুমি আমার সম্বন্ধে বিস্মিতার ন্যায় প্রতিভা পাইতেছ। সে কহিল হে অনভিজ্ঞ সে আমার প্রাণনাথ যাঁহার সহিত আমার বাল্যাবধি বন্ধুতা তিনি আজি গ্রামান্তরে গিয়াছেন তাঁহা ব্যতিরেকে সমস্ত মনুষ্যেতে গ্রাম পূর্ণ থাকিলেও

আমার প্রতি কানন তুল্য প্রকাশ পাইতেছে। কি হইবে তিনি পর স্থানে কি ভক্ষন করিয়াছেন কি প্রকারে বা শয়ন করিয়াছেন এই নিমিত্তে আমার হৃদয় বিদীর্ন হইতেছে। আর কহিতেছে তোমার কি এই প্রকার স্নেহস্থান রথকার। বন্ধকী বলিল অরে বর্বর কি বলিতেছিস শুন স্বামিকর্ত্তৃক যে স্ত্রী নিষ্ঠুর বাক্যও কথিত হয় ও কোপ চক্ষুতে দৃষ্ট হয় সে সুপ্রসন্নমুখী স্ত্রী ভর্ত্তার ধর্ম্ম ভাগিনী হয়। অপর নগরস্থই বা হওক বনস্থই বা হওক অপবিত্রই বা হওক পবিত্রই বা হওক স্বামী যে স্ত্রীলোকেরদিগের প্রিয় হয় সেই স্ত্রীলোকের দিগের ওত্তম স্বর্গ হয়। অপর নারীজনের অলঙ্কার ব্যতিরেকেও স্বামীই ওত্তম অলঙ্কার ভর্ত্তৃকর্ত্তৃক বিরহিতা যে নারী সে শোভিত হইয়াও শোভিতা নয়। তুমি ওপপতি দুষ্টমতি অন্তঃকরনের চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত পুষ্প তাম্বূলের ন্যায় কদাচিৎ সেব্য হও কদাচিৎ সেব্য না হও তিনি ভর্ত্তা আমার বিক্রয় করিতে ও দেবতাকে ও ব্রাহ্মন

কে দিতে প্রভু হন কি বিস্তর কহিব তিনি বাঁচিলে বাঁচি তাঁহার মরণ হইলে অনু মরণ করিব এই প্রতিজ্ঞা আছে যে হেতুক মনুষ্য শরীরে সার্দ্ধ তিন কোটি লোম আছে যে স্ত্রী স্বামির সহিত সহ মরণ করে সে স্ত্রী তাবৎকাল স্বর্গেতে বাস করে। এবং ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ত্তহইতে সর্পকে উদ্ধার করে সেই রূপ পতিকে উদ্ধার করিয়া লইয়া স্বর্গেতে যায়। অপর যে প্রিয়া স্ত্রী চিতাতে মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার শরীরকে ত্যাগ করে শত সংখ্যাও পাপ করিয়া ঐ স্ত্রী স্বামিকে গ্রহণ করিয়া দেবলোকে গমন করে। এই সকল শুনিয়া রথকার বলিল আমি ধন্য যাহার এতাদৃশী প্রিয়ভাষিণী স্বামিবৎসলা পত্নী ইহা অন্তঃকরণে করিয়া স্ত্রী পুরুষ সহিত সেই খাট্টাকে মস্তকে করিয়া আহ্লাদেতে নৃত্য করিল এই নিমিত্তে আমি বলি সাক্ষাৎ ও অপরাধ করিলে ইত্যাদি।

তাহার পর সেই রাজা ব্যবহারানুসারে আমা

কে সম্মান করিয়া বিদায় করিলেন। শুকও
আমার পশ্চাৎ আসিতেছে এই সকল জানিয়া
যাহা কর্ত্তব্য তাহা অনুসন্ধান কর চক্রবাক হাস্য
করিয়া কহিল হে মহারাজ বক দেশান্তরে গিয়া
সামর্থ্যানুসারে রাজকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে
কিন্তু হে ভূপাল মূর্খেরদের এই স্বভাব। যে
হেতুক শতও দিবেক তথাপি বিবাদ করিবেক না
ইহা পণ্ডিতের সম্মত। কারন ব্যতিরেকেও যুদ্ধ
ইহা মূর্খের লক্ষন। রাজা কহিলেন অতীতের
অনুভবেতে কি প্রয়োজন উপস্থিত. অনুসন্ধান
কর। চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ নির্জ্জনে
বলিব যে হেতুক বর্ণ দ্বারা আকারদ্বারা প্রতিধ্বনি
দ্বারা চক্ষুবিকারদ্বারা মুখবিকারদ্বারা পণ্ডিতেরা
মানস তর্ক করে সেই হেতুক নির্জ্জনে মন্ত্রনা করি
বেক অপর আকারদ্বারা ইঙ্গিতদ্বারা গমনদ্বারা
চেষ্টাদ্বারা বাক্যদ্বারা চক্ষুর বিকারদ্বারা মুখের বিকার
দ্বারা অন্তরস্থিত মন জ্ঞাত হয়। রাজা ও মন্ত্রী
সে স্থানে থাকিল অন্য লোকেরা স্থানান্তরে গেল।

চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ আমি এই কথ বুঝিতেছি আমারদের কোন নিয়োগি লোকের প্রেরণের নিমিত্তে বক এই অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যে হেতুক চিকিৎসকেরদিগের রোগীই মঙ্গল। অধিকারি লোকেরদের ব্যসনী ব্যক্তিই মঙ্গল পণ্ডিতেরদের মূর্খই জীবন রাজারদিগের উত্তম জাতিই জীবন। রাজা বলিল হউক ইহাতে হেতু পশ্চাৎ নির্ণয় করা যাইবে ইদানী যাহা কর্ত্তব্য তাহা নিরূপণ কর চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ দূত প্রস্থান করুক তার অনুষ্ঠান এবং বলাবল জানিব নিজ দেশের ও পরদেশের কার্য্যাকার্য্যের দর্শনেতে পৃথিবীপতির দূতই চক্ষু হয় যাহার চর নাই সে অন্ধই। সে দ্বিতীয় বিশ্বস্ত লোককে লইয়া যাউক তাহার সহিত ও দূত আপনি সে স্থানে অবস্থান করিয়া দ্বিতীয় মনুষ্যকে সে স্থানের মন্ত্রণা রহস্যান নিরূপণ করিয়া কহিয়া পাঠাউক। বিজ্ঞকর্ত্তৃক তাহা উক্ত আছে তীর্থ স্থানেতে এবং দেবস্থানেতে শাস্ত্রজ্ঞানহেতুক

তপস্বিচিহ্নেতে চিহ্নিত স্বকীয় দূতদ্বারা সমস্ত জ্ঞাত হইবেক যে জলে ও স্থলে চরে সেই গূঢ় চার সেই হেতুক এই বককেই নিয়োগ কর এই রূপ দ্বিতীয় কোন বক যাওক তাহার গৃহের লোকেরা রাজদ্বারে থাকুক কিন্তু হে রাজাধিরাজ ইহাও অত্যন্ত গোপনে কর্ত্তব্য। যে হেতুক মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণ হইলে ভিন্ন হয় আর বার্ত্তাপ্রাপ্ত হইলে ভিন্ন হয় এই নিমিত্তে রাজা আপনি দ্বিতীয় মন্ত্রির সহিত মন্ত্রণা করিবেক। দেখ হে নৃপতি মন্ত্র ভেদ হইলে যে দোষ হয় তাহা সমাধান করিতে শক্য হয় না নীতিজ্ঞেরদিগের মত এই। রাজা বিবেচনা করিয়া কহিলেন আমি উত্তম চর পাইয়াছি। মন্ত্রী বলিতেছে তবে যুদ্ধেতে জয়ও পাইলা ইত্যবসরে দ্বারী প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল হে মহারাজ জম্বুদ্বীপহইতে শুক আসিয়া দ্বারেতে আছে। রাজা চক্রবাককে অবলোকন করিলেন। চক্রবাক কহিল আবাসেতে গিয়া থাকুন পশ্চাৎ

আনিয়া দেওয়া যাইবে। দ্বাররক্ষক তাহাকে আবাস স্থানে লইয়া গেল। রাজা কহিলেন সংগ্রাম উপস্থিত। চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ প্রথমেতে রণ কর্ত্তব্য নয় যে হেতুক সে কি দাস আর সে কি মন্ত্রী যে অগ্রেতেই নৃপতিকে বিচার না করিয়া রণের উদ্যম করিতে এবং স্বকীয় স্থান ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেয় অপর বিপক্ষকে জয় করিবার নিমিত্তে সামাদিদ্বারা যত্ন করিবেক সংগ্রাম দ্বারা কদাচ করিবে না যে হেতুক যুধ্যমান দুই জনের মধ্যে কাহার জয় ইহা নিশ্চয় জানা যায় না অপর সাম দান ভেদ ইহার প্রত্যেকেতে কিম্বা সমস্তেতে বিপক্ষকে সমাধান করিতে যত্ন করিবেক কদাচ যুদ্ধেতে করিবেক না। অপর অকৃতযুদ্ধ সকললোকই বীর কেননা পরের শক্তি না দেখিয়া কে গর্ব্বিত না হয় আর মনুষ্য কর্ত্তৃক যেমন কাষ্ঠকরনক পাষাণ উত্থাপিত হয় তেমন মনুষ্যকর্ত্তৃক কাষ্ঠ ব্যতিরেকে প্রস্তর উত্থাপিত হয় না। অল্প উপায়েতে যে মহৎ

কার্য্য নিষ্পন্ন হয় ইহা মন্ত্রণার বড় ফল। কিন্তু সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া ব্যবহার কর। যে হেতুক সময়ানুসার উদ্যোগেতেই যেমন কৃষি ফলবতী হয় সেই রূপ হে মহারাজ রক্ষণহেতুক এই নীতি চিরকালেতে ফলে। অপর অনাসন্ন কার্য্যেতে বড় লোকের ভীরুতা গুন কার্য্য আসন্ন হইলে শৌর্য্যই গুন। আর সল্লোকেরা বিপত্তিতে ধৈর্য্যাবলম্বন করে অপর পুযমত উত্তাপ নিশ্চয় সকল কার্য্যের বিঘ্ন কেননা অত্যন্ত শীতল হইয়াও জল কি পর্ব্বতকে ভেদ করে না। বিশেষে মহা বল ঐ চিত্রবর্ণ রাজা যে হেতুক বলবানের সহিত যুদ্ধ করিবেক ইহা নিদর্শন নাই কেননা মনুষ্যের দিগের হস্তির সহিত যে যুদ্ধ সে মরনকে উপস্থিত করে। অপর সময় না পাইয়া বলবান অপকা রকে যে বর্ত্তে সে মুর্খ কেননা যেমন পিপীলি কাদির পাখকের উৎপত্তি এই রূপ বলির সহিত কলহ আর কমঠ শরীরের ন্যায় সঙ্কোচ পাইয়া প্রহারকেও সহ্য করিবেক নীতিজ্ঞ ব্যক্তি সময়া

নুসারে খল সর্পের ন্যায় উঠিবেক। উপায়জ্ঞ ব্যক্তি বড় বিষয়েতে কিম্বা অল্প বিষয়েতে সমানই ক্ষম হয় নদীবেগ যেমন তৃণ সকলকে উন্মূলন করে এই রূপ বৃক্ষসকলকেও উন্মূলন করে। অতএব তাহার দূতকেও আশ্বাস করিয়া তাবৎ পর্য্যন্ত রাখে যাবৎ পর্য্যন্ত দুর্গ সসজ্জ না হয়। যে হেতুক প্রাকারস্থ ধনুর্দ্ধর এক ব্যক্তি শত লোকের সহিত যুদ্ধ করে শত লোক লক্ষ লোকের সহিত যুদ্ধ করে সেই হেতুক দুর্গ প্রশস্ত হয় আর অদুর্গ দেশ কোন বৈরিকর্তৃক পরাভব স্থান না হয়। নৌকাচ্যুত মনুষ্যের ন্যায় অদুর্গ রাজা আশ্রয় কর্ত্তব্য নয়। পর্ব্বত নদী মরু ভূমি অরণ্য আশ্রয়েতে উচ্চ প্রাকারযুক্ত অতিশয় খাত সযন্ত্র সজল দুর্গ করিবেক বিস্তীর্ণ অতিবিষম ও ধন ধান্য লবণাদিযুক্ত ও প্রবেশ নির্গমরহিত এই সাত দুর্গসম্পত্তি। স্বামি অমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ বল ইহারা পরস্পর উপকারি সপ্তাঙ্গ রাজ্য হয়। দুর্গাধ্যক্ষ বলাধ্যক্ষ ধনাধ্যক্ষ রাজা দূত পুরো

হিত দৈবজ্ঞ বৈদ্য ইহারা মন্ত্রণা কারক হয়। রাজা বলিলেন দুর্গের অনুসন্ধানেতে কে নিযুক্ত হইবে। চক্রবাক বলিতেছে যে কর্ম্মেতে যে দক্ষ সেই কর্ম্মেতে তাহাকে নিয়োগ করিবেক তদৃষ্ট কর্ম্মা যে লোক সে শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও কর্ম্মে মুগ্ধ হয়। সে হেতুক সারসকে আহ্বান কর। তাহা করিলে পর সারসকে আগত দেখিয়া রাজা বলিলেন ও হে সারস তুমি শীঘ্র দুর্গের অনুসন্ধান কর। সারস প্রণাম করিয়া বলিল হে মহারাজ এই বৃহৎ সরোবর অনেক কাল দুর্গ নিরূপিত আছে কিন্তু এই মধ্যবর্ত্তি দ্বীপে দ্রব্য সংগ্রহ করুন। যে হেতুক হে মহারাজ সকল সংগ্রহহইতে ধান্যের সংগ্রহ উত্তম কেননা মুখেতে নিক্ষিপ্ত রত্ন যে তাহা সে জীবন ধারণ করে না এবং সকল রসের মধ্যে লবনরস উত্তম কেননা তাহা ব্যতিরেকে ব্যঞ্জন গোময়ের ন্যায় হয়। রাজা কহিলেন ত্বরাতে গিয়া সমস্ত অনুষ্ঠান কর পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া দ্বারী বলি

তেছে হে রাজাধিরাজ সিংহলদ্বীপহইতে মেঘবর্ণ নামে কাক সপরিবারে আসিয়া দ্বারেতে আছে মহারাজার চরণ দেখিবার নিমিত্তে বাঞ্ছা করিতেছে। রাজা বলিলেন কাকেরা সর্ব্বজ্ঞ হয় এবং বহুদর্শী হয় অতএব সংগ্রহ কর্ত্তব্য ইহা বুঝিতেছি। চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ এই বটে কিন্তু কাক স্থলচর সেইজন্যে আমারদিগের বিপক্ষেতে নিযুক্ত কি প্রকারে সংগ্রহ করা যায়। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন যে লোক স্বপক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া পর পক্ষেতে আসক্ত হয় সে মূর্খ নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় পরকর্ত্তৃক হত হয়। রাজা কহিলেন এ কি প্রকার। মন্ত্রী কহিতেছে।—

কাননেতে কোন শৃগাল থাকে সে আপন ইচ্ছাতে নগরোপান্তে ভ্রমণ করত নীলীভাণ্ডে পড়িল অনন্তর তাহাহইতে উঠিতে পারিল না প্রভাত কালে আপনাকে মৃতের ন্যায় দেখাইয়া থাকিল তাহার পর নীলীভাণ্ডের স্বামী ইহা জানিয়া তাহাহইতে উঠাইয়া দূরে লইয়া ফেলিল সে স্থানহইতে জম্বুক

পলাইল। অনন্তর ঐ শৃগাল অরণ্যে গিয়া নিজ শরীরকে নীলবর্ণ দেখিয়া চিন্তা করিল আমি উত্তমবর্ণ হইয়াছি তবে আমি আপনার উৎকৃষ্ট তাকে কেন সাধিন না করি এই আলোচনা করিয়া শৃগালেরদিগকে আহ্বান করিয়া সে কহিল ভগবতী বনদেবতাকর্তৃক স্বহস্তদ্বারা সৌর্ব্বৌষধি কর নক বনরাজ্যেতে আমি অভিষিক্ত হইয়াছি এই হেতুক আজি অবধি কাননেতে আমার আজ্ঞাতে কর্ম্ম কর্ত্তব্য। শৃগালেরা তাহাকে উত্তম বর্ণ দেখিয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিল হে মহারাজ আপনি যেরূপ আজ্ঞা করেন। এই প্রকারে সমস্ত বনবাসি পশুতে তাঁহার প্রভুত্ব হইল অনন্তর সে স্বকীয় জাতিতে পরিবৃত হইয়া মহত্ত্ব সাধিন করিল তাহার পর সে ব্যাঘ্র সিংহাদি উৎকৃষ্ট পরিজনকে পাইয়া সভাতে শৃগালেরদিগকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া সকল জাতিকে অপমান করিয়া দূর করিল তদনন্তর শৃগালেরদিগকে বিমনা দেখিয়া কোন বৃদ্ধ জম্বুক এই প্রতিজ্ঞা করিল

তোমরা বিষণ্ন হইও না নীতিজ্ঞ মর্ম্মবিৎ আমরা এই অনভিজ্ঞকর্ত্তৃক যে পরাভূত হইয়াছি সেই হেতুক যে রূপে এ নষ্ট হয় তাহা কর্ত্তব্য। এই ব্যাঘ্র প্রভৃতিরা বর্ণমাত্র দেখিয়া শৃগাল না জানিয়া ইহাকে রাজা করিয়া মানে তবে এ যে রূপে পরিচিত হয় সেই রূপ কর তাহাতে এই প্রকার কর্ত্তব্য সকলে সায়ংকালে সমীপেতে এক কালেই অতিশয় শব্দ করিবা তাহার পর সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া জাতি স্বভাবহেতুক সেও রব করিবেক। অনন্তর সেই প্রকার করিলে তাহা হইল। যে হেতুক যাহার যে স্বভাব আছে সে সর্ব্বদাই অপরিহার্য্য কেননা যদি কুকুর রাজা কৃত হয় তবে সে কি চর্ম্মপাদুকা ভোজন করে না। তাহার পর শব্দেতে জ্ঞান করিয়া ব্যাঘ্র সে শৃগালকে নষ্ট করিল। বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন ছিদ্র ও মর্ম্ম ও বল সমস্তই নিজবিপক্ষ লোক জানে আর অগ্নি যেমন শুষ্ক বৃক্ষকে দাহ করে এইরূপ অন্তঃকরণস্থ ব্যাপারকে দাহ করে অতএব আমি বলি যে

লোক স্বপক্ষকে ত্যাগ করিয়া ইত্যাদি ।

রাজা কহিলেন যদ্যপি এই রূপ তথাপি দেখ এ ব্যক্তি দূরহইতে আসিয়াছে তাহার সংগ্রহেতে বিচার করা যাইবে । চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ চর পাঠান গিয়াছে দুর্গও প্রস্তুত হইয়াছে অতএব শুককে আনিয়া পাঠান যে হেতুক বলবান দূতের নিয়োগদ্বারা নন্দনামে রাজা চানক্যকে নষ্ট করিয়াছেন সেই নিমিত্তে বীরযুক্ত হইয়া দূর হইতে ব্যবহিত দূতকে দেখিবেক । অনন্তর সভা করিয়া শুক এবং কাককে আহ্বান করিল । শুক কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধমস্তক হইয়া দত্তাসনে বসিয়া বলিতেছে ও হে হিরণ্যগর্ভ তোমাকে মহারাজা বিরাজ শ্রীমচ্চিত্রবর্ণ আজ্ঞা করিয়াছেন যদি প্রাণে কিম্বা সম্পত্তিতে প্রয়োজন থাকে তবে শীঘ্র আসিয়া আমার চরণেতে প্রণাম কর নতুবা অবস্থানের নিমিত্তে স্থানান্তর চেষ্টা কর । রাজা রুষ্ট হইয়া কহিলেন আঃআমার অগ্রেতে কেহ নাহি

যে ইহাকে গলাতে হাত দিয়া বাহির করিয়া দেয়।
মেঘবর্ণ উঠিয়া বলিতেছে হে মহারাজ আজ্ঞা
করুন দুষ্ট শুককে নষ্ট করি। সর্ব্বজ্ঞ রাজাকে
এবং কাককে সান্ত্বনা করত বলিতেছে শুন।
যে সভাতে বৃদ্ধ নাই সে সভাই নয় যে বৃদ্ধেরা
ধর্ম্ম বলে না তাহারা বৃদ্ধই নয়। যে ধর্ম্মেতে
সত্য নাই সে ধর্ম্মই নয় যে সত্যেতে ছল
আছে সে সত্যই নয়। যে হেতুক এই ধর্ম্ম
ম্লেচ্ছ দূতও অবধ্য হয় যে হেতুক রাজা দূত
মুখ অতএব শস্ত্র উত্থিত হইলেও দূত অন্য
প্রকার বলে না আর কোন ব্যক্তি দূতের বাক্যেতে
আপনাকে অধম করিয়া ও পরকে উত্তম করিয়া
মানে। দূত সর্ব্বদাই অবধ্য ভাবেতে সমস্তই
বলে। তাহার পর রাজা এবং কাক আপন
স্বভাবকে পাইল শুকও উঠিয়া চলিল পশ্চাৎ চক্র
বাককর্ত্তৃক আনয়ন করিয়া প্রবোধ করিয়া স্বর্ণা
লঙ্কারাদি দিয়া প্রেরিত হইয়া গেল। শুকও
বিন্ধ্যাচলের রাজাকে প্রণাম করিল রাজা কহিলেন

শুক বৃত্তান্ত কি ঐ দেশ কি রূপ শুক বলিতেছে হে মহারাজ সংক্ষেপেতে এই বার্ত্তা। ইদানী সংগ্রামের উদ্যোগ করুন ঐ কর্পূরদ্বীপ দেশ স্বর্গের এক দেশ রাজাও দ্বিতীয় স্বর্গপতি কি প্রকারে বর্ণনা করিতে সমর্থ হই। অনন্তর সকল শিষ্টেরদিগকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রণা করিবার নিমিত্তে বসিলেন আর কহিলেন সংপ্রতি কর্ত্তব্য যুদ্ধেতে যে প্রকার কর্ত্তব্য তাহা উপদেশ কর কিন্তু যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন সন্তুষ্ট রাজারা যেমন নষ্ট হয় এমনি অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণেরা নষ্ট হয়। এবং লজ্জিতা বেশ্যারা নষ্ট হয় এবং নির্লজ্জ কুলস্ত্রীরা নষ্ট হয়। দূরদর্শী নামে গৃধ্র বলিতেছে হে মহারাজ ব্যসনিত্ব হেতুক যুদ্ধ বিহিত নয়। যে হেতুক মিত্র মন্ত্রী সুহৃদ্ সকল যখন অনুগত হয় আর বিপক্ষেরদিগের ইহার বিপরীত হয় তখন রণ কর্ত্তব্য অপর ভূমি মিত্র স্বর্ণ এই তিন সংগ্রামের ফল ইহা যখন নিশ্চিত হয় তখন বিগ্রহ

কর্ত্তব্য। রাজা বলিলেন হে মন্ত্রি আমার সৈন্য নিরীক্ষণ কর আর ওহারদের ওপযোগিতা জান এবং দৈবজ্ঞকে আহ্বান কর শুভ লগ্ন নির্ণয় করিয়া দেন। মন্ত্রী বলিতেছে তথাপি অকস্মাৎ যাত্রা ওপযুক্ত নয় যে হেতুক যে মূঢ় লোকেরা শত্রুর বল বিচার না করিয়া সহসা সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা নিশ্চয় শস্ত্রধারালিঙ্গন পায়। রাজা কহিলেন হে মন্ত্রি আমার ওৎসাহভঙ্গ সর্ব্বথা করিও না জয়েচ্ছু ব্যক্তি যে প্রকারে পরস্থান আক্রমণ করে তাহা কহ। মন্ত্রি বলিতেছে তাহা কহি কিন্তু তাহার অনুষ্ঠানই ফলদ হয়। ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন শাস্ত্রজ্ঞ নৃপতির অনুষ্ঠান না করিলে মন্ত্রণাতে কি প্রয়োজন যে হেতুক ঔষধজ্ঞানেতে রোগের শমতা কোথাও হয় না। রাজা আর দেশ অতিক্রমণীয় নয় যে রূপ শুনিয়াছি তাহা নিবেদন করি শুনুন হে নরপতি যেং স্থানে নদী গিরি কানন দুর্গেতে ভয় আছে সেইং স্থানে

ব্যূহীকৃত সৈন্যের সহিত সেনাপতি যাওক ও৺
কৃষ্ট বীর পুরুষের সহিত সেনাধ্যক্ষ অগ্রেতে
যাওক মধ্যেতে স্ত্রীলোক প্রভু ভাণ্ডার আর ওত্তম
যে বল ইহারা যাওক দুই পার্শ্বেতে ঘোটকেরা
ঘোটকের, পার্শ্বেতে রথ সকল রথের পার্শ্বেতে
হস্তী সকল হস্তির পার্শ্বেতে পদাতিরা যাওক
পশ্চাৎ সেনাপতি খিদ্যমান সেনাকে আশ্বাস
করত অল্পেং যাওক মন্ত্রির এবং ওত্তম যোদ্ধার
সহিত রাজা সৈন্য লইয়া জলযুক্ত পর্ব্বত
বিশিষ্ট ওদ্ধনীচ দেশ হস্তিতে সমভূমি দেশ
অশ্বেতে জলে নৌকাতে সর্ব্বত্রই পদাতিতে
যাইবেক। বর্ষাকালে হস্তির অন্যকালে ঘোড়ার
সর্ব্বদাই পদগের গমন প্রশস্ত পর্ব্বতেতে আর
দুর্গম পথেতে রাজার রক্ষা কর্ত্তব্য। যোদ্ধা
কর্ত্তৃক রাজা রক্ষিত হইলেও যোগিনিদ্রাতে শয়ন
করিবেন। দুর্গ ও শত্রু ও ওপমর্দ্দকদ্বারা বৈরিকে
নষ্ট করিবেক এবং আকর্ষণ করিবেক পর দেশ
প্রবেশেতে বনজ লোকেরদিগকে অগ্রে করিবেক

যে স্থানে রাজা থাকেন সেই স্থানে কোষ করিবেক কেননা ধনাগার ব্যতিরেকে রাজত্ব হয় না তাহাহইতে নিজ দাসেরদিগকে দিবেক কেননা দাতার হইয়া কোন লোক যুদ্ধ না করে যে হেতক হে নৃপতি মনুষ্যের ভৃত্য মনুষ্য নয় কিন্তু ধনের দাস কেননা ধনাধন নিমিত্তই মহত্ব ক্ষুদ্রত্ব হয় সেনারা পরস্পর ঐক্য হইয়া যুদ্ধ করিবেক এবং রক্ষাও করিবেক। আর যে কিছু উত্তম সৈন্য তাহা ব্যূহের মধ্যেতে করিবেক হে রাজাধিরাজ সেনার অগ্রেতে পদাতিকে নিয়োগ করিবেক বৈরিকে রোধ করিয়া থাকিবেক আর ইহার দেশকে ও ব্যামোহ দিবেক। সমভূমিতে রথ ও অশ্বেতে যুদ্ধ করিবেক জলপ্রায় দেশেতে নৌকা ও হস্তিতে যুদ্ধ করিবেক বৃক্ষলতাকীর্ণ দেশেতে ধনুর্দ্ধারা যুদ্ধ করিবেক স্থলেতে খড়্গ চর্ম্ম অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিবেক। তড়াগ ও প্রাকার ও পরিখা এই সকলকে নষ্ট করত বিপক্ষের ঘাস অন্ন জল কাষ্ঠকে সর্ব্বদা নষ্ট করিবেক। রাজার সৈন্যের

মধ্যে গজই প্রধান অন্য কেহো তাদৃশ নয় কেননা আপন অবয়বেতেই হস্তী অষ্টায়ুধ হয় যেহেতুক সেনার মধ্যে অশ্বসেনা সজীব প্রাকার হয় সেই হেতুক ঘোটকাধিক রাজা স্থল যুদ্ধেতে জয়ী হয়। তাহা কথিত আছে অশ্বারূঢ়যোদ্ধারা দেবতারদিগের ও অজেয় কেননা দূরস্থ বিপক্ষেরাও তাহার হস্তস্থ। সকল সৈন্যের রক্ষা করাই প্রথম যুদ্ধকরা দিগ্নির্ণয়করা পথশোধন করা যোধারদিগের রক্ষা করা পদাতিকের কার্য্য কহেন। স্বভাবতো বীর অস্ত্রবিৎ অবিরক্ত অশান্ত প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়তুল্য এই সকল সৈন্যকে বিজ্ঞেরা উত্তম করিয়া জানেন। পৃথিবীতে স্বামিকৃত সম্মানেতে মনুষ্যেরা যাদৃশ যুদ্ধ করে রাজার অনেক ধন দত্ত হইলেও তাদৃশ যুদ্ধ করে না। তথাপি অস্মার সার বিবেচনা করুন। যে হেতুক উত্তম অল্প সৈন্য ও ভাল মস্তকশ্রেণী করিবে না যে নিমিত্তে অধম সৈন্যের ভঙ্গও উত্তম সেনার ভঙ্গ করে। অপ্রসন্নতা যুদ্ধ স্থলে অনাগমন দাতব্য বেতনাদি না দেওয়া

কাল যাপন করা প্রতিকার না করা এই সকল যুদ্ধেতে ঔদাস্যের চিহ্ন। জয়েচ্ছু রাজা দুঃসাধ্য শত্রুর সেনাকে ব্যামোহ দেওত অনায়াসসাধ্য বিপক্ষের দূরদেশ গমন শ্রান্ত সেনাকে অতিশয় শোষন করিবেক। দায়াদহইতে শত্রুর ভেদকারক যন্ত্র অন্য নাই এই হেতুক সেই শত্রুর দায়াদকে যত্ন করিয়া উঠাইবেক। যুবরাজের সহিত কিম্বা প্রধান মন্ত্রির সহিত সন্ধি করিয়া স্থির চিত্ত অভিযোক্তার অন্তঃকরনে ক্রোধ করাইবেক। খল মিত্রকে যুদ্ধেতে ভঙ্গ দিয়াও নষ্ট করিবেক কিম্বা গোর আহরন প্রযুক্ত ও তাহার প্রধান আশ্রিতের বন্ধন প্রযুক্ত নষ্ট করিবেক। রাজা পরদেশাক্রমন করিয়া স্বদেশ রক্ষা করিবেক কিম্বা দান ও সম্মানদ্বারা রক্ষা করিবেক যে হেতুক সে রক্ষনই বিনদ হয়। রাজা কহিলেন আঃ অনেক কথাতে কি প্রয়োজন আপনার বৃদ্ধি পরের হানি এই নীতি তাহাকে স্বীকার করিয়া বিজেরা বাচস্পত্য জ্ঞানকে পায়। মন্ত্রী হাস্য করিয়া কহিতেছে

এই সকল বিশেষ করিয়া কহেন কিন্তু এক প্রাণী উচ্ছৃঙ্খল অপর প্রাণী শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত যে হেতুক আলোক ও অন্ধকারের সামানাধিকরণ্য কোথায় অর্থাৎ যেমন এক অধিকরণে আলোক ও অন্ধকার দুই থাকে না এমনি একাধারে উচ্ছৃঙ্খলত্ব ও শাস্ত্রনিয়ন্তৃত্ব দুই থাকে না। তাহার পর রাজা উঠিয়া দৈবজ্ঞকর্ত্তৃক স্থাপিত লগ্নেতে যাত্রা করিলেন। অনন্তর প্রেরিত চর হিরণ্যগর্ব্ভ সমীপে আসিয়া কহিল হে মহারাজ চিত্রবর্ণ রাজা আগত প্রায় সম্প্রতি মলয় পর্ব্বত সন্নিধানে বাস করিতেছে অনুক্ষণ দুর্গানুসন্ধান কর্ত্তব্য যে হেতুক ঐ গৃধ্র মহামন্ত্রী আর কোন ব্যক্তির সহিত তাহার প্রত্যয় কথালাপেতে তাহার ইঙ্গিত আমাকর্ত্তৃক জ্ঞাত হইয়াছে যে ঐ রাজা কোন লোককে আমারদিগের দুর্গেতে পূর্ব্বেতেই প্রেরণ করিয়াছে। চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ কাকই এ সম্ভব হয়। রাজা বলিলেন ইহা কদাচ নয় যদি

এমন বটে তবে কেন সে শুকের পরাভবে ওদ্যম করিল এবং শুকের আগমনেতে তাহার যুদ্ধোৎসাহ সে অনেক কাল এ স্থানে আছে। মন্ত্রী বলিতেছে তথাপি আগন্তুক শঙ্কনীয়। রাজা কহিলেন আগন্তুক ব্যক্তিও কদাচিৎ ওপকারক হয় শুন পরও হিতকারী বন্ধু হয় বন্ধুও অহিতকারী পর হয়। শরীর জাত রোগ অহিত হয় বন্য ঔষধী হিত হয়। অপর শূদ্রক রাজার বীরবর নামে ভৃত্য ছিল সে অত্যল্প কালেতেই নিজ পুত্রকে বলি দিয়াছিল। চক্রবাক কহিতেছে এ কিপ্রকার। রাজা কহিতেছেন।—

আমি পূর্ব্বেতে শূদ্রক রাজার ক্রীড়া সরোবরে কর্পূরকেলি নামা রাজহংসের কন্যা কর্পূরমঞ্জরীর সহিত অতিশয় অনুরাগী হইয়া ছিলাম তাহাতে মহারাজপুত্র বীরবর নামে কোন দেশহইতে আসিয়া রাজদ্বারে গিয়া দ্বারিকে বলিল আমি বেতনার্থী রাজপুত্র রাজদর্শন করাও তাহার পর তাহাকর্তৃক ও রাজদর্শন কারিত হইয়া

বলিতেছে হে মহারাজ যদ্যপি আমাভৃত্যেতে মহা
রাজের প্রয়োজন থাকে তবে আমার বেতন কর।
শূদ্রক বলিল তোমার বেতন কি। বীরবর বলিতেছে
প্রত্যহ পাঁচশত সুবর্ণ দেও। রাজা বলিলেন
তোমার সামগ্রী কি বীরবর বলিতেছে বাহু দুই
খড়্গ তৃতীয়। রাজা বলিলেন এ সামর্থ্য নয়।
তাহা শুনিয়া বীরবর চলিল অনন্তর অমাত্যেরা
কহিল হে মহারাজ চারি দিবসের বেতন দিয়া
ইহার স্বরূপ জান এ লোক কেমন উপযুক্ত এত
বেতন লয় অনুপযুক্তই বা। তৎপরে মন্ত্রিবাক্যেতে
আহ্বান করিয়া বীরবরকে পান দিয়া পঞ্চশত
সুবর্ণ দিলেন। তাহার বাক্য আর তাহার বিনি
য়োগ রাজা নির্জনে নিরূপণ করিলেন। বীরবর
তাহার অর্দ্ধেক দেবতারদিগকে ও ব্রাহ্মণেরদিগকে
দিল অবশিষ্টের অর্দ্ধেক দুঃখিরদিগকে তদবশিষ্ট
খাদ্য দ্রব্যাদিতে ব্যয়। এই সকল নিত্য কর্ম্ম করিয়া
রাজদ্বারেতে দিবারাত্রি খড়্গহস্তেতে শয়ন করে।
যখন রাজা আপনি আজ্ঞা করেন তখন নিজ

গৃহে যায় অনন্তর এক দিবস কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দ
শীতে রাত্রিতে রাজা করুনার সহিত রোদনশব্দ
শুনিলেন শূদ্রক কহিলেন কে কে এই দ্বারে। সে
কহিল হে মহারাজ আমি বীরবর। রাজা বলিলেন
ক্রন্দনের অনুসরণ কর। বীরবর কহিলেন হে মহা
রাজ যে প্রকার আজ্ঞা করেন ইহা কহিয়া চলিল।
রাজা ভাবনা করিলেন ইহা ওপযুক্ত নয় ঘোর
অন্ধকারে একাকী এই রাজপুত্র প্রেরিত হইল
সেই হেতুক পশ্চাৎ গমন করিয়া কি এ ইহা
নিরূপণ করি তাহার পর রাজা ও অসি লইয়া
তাহার অনুসরনক্রমেতে নগরের বাহিরে গেলেন।
গিয়া বীরবরকর্তৃক সেই রোদন কারিণী রূপ
যৌবনসম্পন্না সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কোন স্ত্রী
নিরীক্ষিতা হইল আর জিজ্ঞাসিতা হইল কে
তুমি কি নিমিত্তে রোদন কর। স্ত্রী কহিল
আমি এই শূদ্রকের রাজলক্ষ্মী চিরকাল
বাহুচ্ছায়াতে বড় সুখে বিশ্রাম করিয়া ছিলাম
সম্প্রতি অন্যত্র গমন করিব। বীরবর বলিতেছে

যেখানে অপায় হয় সেখানে উপায়ও আছে তবে কি প্রকারে এখানে পুনর্ব্বা আপন কার অবস্থান হয়। লক্ষ্মী কহিলেন,যদ্যপি বত্রিশ লক্ষ নেতে যুক্ত আপন পুত্র শক্তিবীরকে তুমি ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলাকে বলি দেও তবে আমি পুনশ্চ এখানে বহুকাল বাস করি ইহা কহিয়া অদৃশ্যা হইলেন। তাহার পর বীরবর আপন গৃহে গিয়া নিদ্রিত আপন পত্নীকে জাগাইলেন আর পুত্রকে জাগাইলেন তাহারা দুই জন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। বীরবর সেই সকল লক্ষ্মীর বাক্য বলিলেন। তাহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া শক্তিবীর বলিতেছে ধন্য আমি স্বামির রাজ্য রক্ষার নিমিত্তে যে আমার এতাদৃশ উপযোগিতা সে শ্লাঘ্য তবে এখন গৌনের কারন কি এতাদৃশ কার্য্যেতে শরীরের নিয়োগ শ্লাঘ্য। যে হেতুক পণ্ডিত ব্যক্তি ধন আর প্রান পরের নিমিত্তে ত্যাগ করিবেক কেননা শরীর নাশ অবশ্য হবেই ইহাতে সাধুর নিমিত্তে ত্যাগই ভাল। শক্তিবীরের মাতা

কহিল যদ্যপি ইহা না কর তবে অন্য কোন কর্ম্মেতে অতি বড় বেতনের নিস্তার হইবে ইহা আলোচনা করিয়া সকলে সর্ব্বমঙ্গলার স্থানে গেল সেখানে সর্ব্বমঙ্গলাকে পূজা করিয়া বীর বর বলিতেছে হে দেবি প্রসন্না হও শূদ্রক মহা রাজ জয়যুক্ত হওন আপনি বলি গ্রহন করুন ইহা কহিয়া পুত্রের মস্তক ছেদন করিলেন। তদ নন্তর বীরবর ভাবনা করিলেন গৃহীত রাজ বেত নের নিস্তার হইল সম্প্রতি অপুত্রকের জীবন নিরর্থক ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার শির শ্চেদন করিল তাহার পর বীরবরের স্ত্রীও স্বামি পুত্রশোকার্ত্তা হইয়া তাহা করিল। রাজা সেই সকল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিলেন আমার তুল্য ক্ষুদ্র জন্তুরাও জন্মিতেছে ও মরিতেছে পৃথিবীতে ইহার তুল্য লোক হয় নাই ও হবে না সেই হেতুক ইহাতে রহিত হইয়া আমার রাজত্ব নিষ্প্রয়োজন তদনন্তর শূদ্রকও নিজমস্তক ছেদন করিবার নিমিত্তে খড়্গ ওঠাইলেন। অনন্তর ভগ

বতী সর্ব্বমঙ্গলা রাজার হস্ত ধরিলেন আর কহিলেন পুত্র আমি তোমাকে প্রসন্ন হইলাম এত সাহস নিরর্থক প্রাণান্তেও তোমার রাজভক্তি নাই। রাজা অষ্টাঙ্গ প্রনাম করিয়া কহিলেন হে দেবি আমার রাজ্যে প্রাণেই বা কি প্রয়োজন যদ্যপি আমি অনুগৃহীত হই তবে আমার আয়ুর শেষেতে সদারাপত্য এই বীরবর বাঁচুক নতুবা ইহারা যে গতি পাইয়াছে সেই গতি আমি পাই। ভগবতী কহিলেন হে পুত্র তোমার এই সত্যসন্ধানতাতে আর ভৃত্যবাৎসল্যেতে তোমাকে তুষ্ট হইলাম যাও জয়যুক্ত হও এই সপরিবার রাজকুমার ও বাঁচুক ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তদনন্তর বীরবর সদারপুত্র গৃহে গেলেন রাজাও তাহারদিগের অলক্ষিত হইয়া শীঘ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর প্রাতঃকালে দ্বারস্থ বীরবর পুনশ্চ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন হে মহারাজ রোদনকারিনী সে স্ত্রী আমাকে নিরীক্ষন করিয়া অদৃশ্যা হইল

আর কোন বৃত্তান্ত নাই তাহার কথা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন এই ব্যক্তি শ্লাঘ্য মহাসত্ব যে হেতুক কার্পণ্য রহিত হইয়া প্রিয় করিবেক শূর আত্মশ্লাঘা রহিত হইবেক দাতা অপাত্রদায়ী হবে না বাবদুক ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাষী হবে না এই মহাপুরুষলক্ষণ ইহাতে সমস্তই আছে। তাহার পর সেই রাজা পূর্ব্বাহ্নে শিষ্ট সভা করিয়া সকল বৃত্তান্ত প্রস্তাব করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে কর্ণাট রাজ্য দিলেন। তবে জাতিমাত্রেতেই কি আগন্তুক দুষ্ট তাহাতেও উত্তম মধ্যম অধম আছে চক্রবাক বলিতেছে রাজার ইচ্ছাতে যে অকার্য্যকে কার্য্য তুল্য করিয়া শাসন করে সে কি মন্ত্রী। প্রভুর মনের দুঃখও ভাল তথাপি অকার্য্যকে কার্য্য করিয়া শাসন করিবে না। যে রাজার বৈদ্য গুরু মন্ত্রী প্রিয়ম্বদ হয় সে রাজা শরীর এবং ধর্ম্ম এবং ভাণ্ডার হইতে পরিত্যক্ত হয় হে মহারাজ শুন পুণ্য প্রযুক্ত কোন ব্যক্তি যাহা পাইয়াছে তাহা আমার ও

হইবে ইহা জ্ঞান করিয়া যে লোক কর্ম্ম করে সে নষ্ট হয়। ইহাতে দৃষ্টান্ত অতিশয় লোভ প্রযুক্ত ভিক্ষুককে তাড়না করিয়া নির্ব্বোধী নাপিত যেমন নষ্ট হইয়াছিল। রাজা জিজ্ঞাসিতেছেন এ কি প্রকার মন্ত্রী কহিতেছে।—

অযোধ্যাতে চূড়ামণি নামে ক্ষত্রিয় থাকে সে ধনের নিমিত্তে ভগবান্ চন্দ্রচূড়কে বহুকাল আরাধনা করিল। তাহার পর নিষ্পাপ ঐ ক্ষত্রিয়কে স্বপ্নেতে দর্শন দিয়া মহেশ্বরের আজ্ঞাতে কুবের আদেশ করিলেন। যে তুমি অদ্য পূর্ব্বাহ্নে ক্ষৌর করিয়া হস্তেতে লগুড় করিয়া গৃহেতে লুক্কায়িত হইয়া থাকিবা অনন্তর ঐ অঙ্গনেতে এক ভিক্ষুককে আসিতে দেখিবা তাহাকে নির্দয় লগুড় প্রহারে নষ্ট করিবা তাহার পর সুবর্ণ কলস হইবে তাহাতেই তুমি জীবন পর্য্যন্ত সুখী হইয়া থাকিবা। তদনন্তর তাহা করিলে তাহা হইল। তাহাতে ক্ষৌরকরণের নিমিত্তে

আসিয়াছিল যে নাপিত সে তাহা দেখিয়া চিন্তা করিল যে নিধি পাইবার উপায় এই আমিও এই প্রকার কেন না করি সেই অবধি ঐ নাপিত প্রতি দিন সেইরূপ লগুড়হস্ত হইয়া নির্জনেতে ভিক্ষুকের আগমন প্রতীক্ষা করে এক দিবস সেই নাপিত ভিক্ষুককে পাইয়া নষ্ট করিল সেই নিমিত্তে রাজপুরুষেরা তাহাকে নষ্ট করিল অত এব আমি বলি পুনঃ প্রযুক্ত কোন ব্যক্তি ইত্যাদি।

রাজা কহিতেছেন পূর্ব্বকালের বৃত্তান্তকথনদ্বারা কি প্রকারে পর নিনীত হইবে কি কারণব্যতিরেকে বন্ধু হইবে কিম্বা বিশ্বাস ঘাতকই হইবে। যাউক উপস্থিত অনুসন্ধান কর মলয় পর্ব্বত সমীপে যদি চিত্রবর্ণ আসিয়াছে তবে এখন কি কর্ত্তব্য মন্ত্রী বলিতেছে হে মহারাজ আগত দূতের মুখেতে আমি শুনিয়াছি ঐ মহামন্ত্রি গৃধ্রের উপদেশেতে যে চিত্রবর্ণ অনাদর করিয়াছে সেই নিমিত্তে ঐ চিত্রবর্ণ মূঢ় জয় করিতে শক্য বটে।

বক্তেরা তাহা কহিয়াছেন লোভী খল অলস.

মিথ্যাবাদী অনবধানমূ মূঢ় আর যোদ্ধারদিগের অবজ্ঞাকারী এই সকল বিপক্ষ অনায়াস নাশ্য সেই হেতুক ঐ চিত্রবর্ণ যাবৎ পর্য্যন্ত আমারদিগের দুর্গদ্বার রোধ না করে তাবৎ পর্য্যন্ত নদী ও পর্ব্বত ও বন ও পথেতে তাহার সেনাকে হ[illegible]িবার নিমিত্তে সারস প্রভৃতি সেনাপতিরা নিযুক্ত হন। বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন দূরপথশ্রান্ত ও নদী গিরি অরণ্যেতে আকুল ও ঘোরাগ্নি ভয়েতে ভীত ও ক্ষুধা এবং পিপাসাতে পীড়িত ও মত্ত ও ভোজনব্যস্ত ও রোগী এবং দুর্ভিক্ষেতে পীড়িত ও অনাস্থায়ী ও অশ্ম ও বৃষ্টি এবং বায়ুতে ব্যাকুল ও পঙ্ক এবং ধূলি এবং জলেতে আচ্ছন্ন ও অতিশয় ব্যগ্র ও দস্যুপীড়িত এবম্ভূত শত্রুসেনাকে রাজা নষ্ট করিবেক। অপর আক্রমণ ভয়েতে সেই রাজা জাগরণশ্রান্ত দিবাসুপ্ত নিদ্রাব্যাকুল সেনাকে নষ্ট করিবেক এই নিমিত্তে গিয়া প্রমত্তের বল অবকাশ ক্রমেতে আমারদিগের সেনাপতিরা নষ্ট করুক। তাহা করিলে পরে চিত্রবর্ণের

সেনা ও সেনাপতি অনেক নষ্ট হইল তৎপরে চিত্রবর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া আপন মন্ত্রি দূরদর্শিকে বলিল হে পিতঃ কেন আমাকে উপেক্ষা করিতেছ কোথাও কি আমার অবিনয় আছে পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন রাজত্ব পাইয়াছি ইহা জ্ঞান করিয়া অবিনয় করিবে না যে হেতুক বার্দ্ধক্যাবস্থা যে রূপ উত্তম সৌন্দর্য্য নষ্ট করে এই রূপ অবিনয় সম্পত্তি নষ্ট করে। আর কর্ম্ম নিপুণ লোক সম্পত্তি পায়। পথ্যাশী লোক মঙ্গল ও সুখ ও আরোগ্য পায় উদ্যোগী লোক বিদ্যার সীমা পায় ও বিনয়েতে ধর্ম্ম ও অর্থ যশ পায়। মন্ত্রি বলিতেছে হে মহারাজ শুন জল সমীপস্থ বৃক্ষ যে রূপ বৃদ্ধি পায় এই রূপ অজ্ঞরাজা ও গুনবানকে নিকটে রাখিয়া বৃদ্ধি পায়। অপর মাদক দ্রব্যের পান স্ত্রী মৃগয়া দ্যূত ক্রীড়া পরদ্রব্যের অপহরন অবশ্য দেয়ের অদান নিষ্ঠুর বাক্য নিরপরাধি দণ্ডকরা এই সকল রাজার দিগের ব্যসন। আর কেবল সাহস মাত্রাবলম্বি

লোক এবং উপায় রহিত লোক ঐশ্বর্য্য পাইতে পারে না কিন্তু ন্যায়েতে ও শৌর্য্যেতে সম্পত্তি পায়। তুমি নিজ সেনার উৎসাহ দেখিয়া সাহসিক আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রণাতে অনব ধান করিয়াছ আর নিষ্ঠুর বাক্য কহিয়াছ অতএব সেই দুর্নীতির ফল এই অনুভূত হইতেছে। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন নীতি দোষ কোন দুষ্ট মন্ত্রিকে না পায়। রোগ কোন কুপথ্যাশিকে তাপ না দেয় সম্পত্তি কোন লোককে গর্ব্বিত না করে যম কাহাকে নষ্ট না করে স্ত্রীবিন্ন কাহাকে তাপিত না করে বিষন্নতা হর্ষকে শীত কাল শরৎকে সূর্য্য অন্ধকারকে কৃতঘ্নতা পুণ্যকে মিত্রদর্শন শোককে ন্যায় বিপত্তিকে দুর্নীতি অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্যকেও নষ্ট করে। ইহা কহিয়া সে মন্ত্রী আলোচনা করিল এই রাজা নির্ব্বুদ্ধি নতুবা কেন নীতি শাস্ত্রের কথারূপ জ্যোৎস্নাকে বাক্যরূপ উল্কাতে করিয়া অন্ধকার করিতেছে যে হেতুক যাহার বুদ্ধি নাই শাস্ত্র তাহার কি

করিবেক দুই চক্ষুতে রহিত ব্যক্তির দর্পন কি করিবে ইহা আলোচনা করিয়া চুপ করিয়া থাকিল। অনন্তর রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন হে পিতঃ আমার এই অপরাধ আছে সম্প্রতি অব শিষ্ট সৈন্যের সহিত ফিরিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে যে রূপে যাই তাহাতে উপদেশ কর। গৃধ্র অন্তঃ করণে চিন্তা করিতে লাগিল ইহাতে প্রতীকার কর। যে হেতুক দেবতাতে গুরুতে গরুতে রাজাতে ব্রাহ্মণেতে বালকেতে আতুরেতে কদাচ ক্রোধ কর্ত্তব্য নয়। মন্ত্রী হাসিয়া কহিতেছে হে মহারাজ ভয় করিও না শুন হে মহারাজ ভিন্ন সন্ধানেতে মন্ত্রিরদিগের সন্নিপাতেতে বৈদ্যেরদিগের বুদ্ধি জানা যায় সুস্থেতে কে বা পণ্ডিত নয়। অপর নির্ব্বুদ্ধি লোকেরা অল্প কর্ম্ম করে আর ব্যস্ত হয় সুবুদ্ধি লোকেরা বড় কর্ম্ম করে অথচ ব্যাকুল হয় না। সেই হেতুক আপনকার অনুগ্রহেতে দুর্গকে ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তি ও প্রতাপের সহিত তোমাকে অল্প কালেতেই বিন্ধ্যপর্ব্বতে লইয়া যাইব। রাজা

কহিলেন কি প্রকারে সম্প্রতি অত্যল্পসেনাতে তাহার সম্পন্ন হইবে। গৃধ্র বলিতেছে হে মহারাজ সমস্ত হইবে যে হেতুক জয়েচ্ছু রাজার দীর্ঘসূত্রতা জয় সিদ্ধির চিহ্ন সেই হেতুক অকস্মাৎ দুর্গরোধ কর। হিরণ্যগর্ভের প্রেরিত চর বক আসিয়া তাহা কহিল যে হে মহারাজ অবশিষ্ট অত্যল্প সেনা সহিত ঐ রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্রের পরামর্শে দুর্গরোধ করিবেক। রাজা কহিলেন হে সর্ব্বজ্ঞ এখন কি কর্ত্তব্য। চক্রবাক বলিতেছে নিজ সেনাতে সারাসার বিবেচনা কর। তাহা জানিয়া উপযুক্ত মতে পারিতোষিক সুবর্ণ বস্ত্রাদি দেও। যে হেতুক যে অম্লানম্বিত কাকিনীকেও সহস্র নিষ্ক তুল্যজ্ঞান করিয়া সংগ্রহ করে আর সময় বিশেষে কোটিবীলেতেও মুক্তহস্ত হয় সেই রাজ সিংহকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন না। অপর যজ্ঞেতে বিবাহেতে বিপৎকালেতে শত্রুক্ষয়েতে কীর্ত্তিকর কর্ম্মেতে মিত্রকরণেতে প্রিয়স্ত্রীতে বন্ধুলোকেতে হে মহারাজ এই আটেতে অতিশয় ব্যয় নাই।

যে হেতুক নির্ব্বুদ্ধি লোক অত্যল্প ব্যয়ের ভয়েতে সর্ব্বনাশ করে। কোন সুবুদ্ধি লোক অগাতের ভয়েতে যোট ত্যাগ করে। রাজা কহিলেন কি প্রকারে এ সময়ে অতিরিক্ত ব্যয় উপযুক্ত হয় পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বিপত্তির নিমিত্তে ধন রক্ষা করিবেক। মন্ত্রী বলিতেছে ধনবানের কি আপদ রাজা কহিলেন লক্ষ্মীও কখন যান মন্ত্রী কহিতেছে সঞ্চিত ধন ও নষ্ট হয় সেই হেতুক হে মহারাজ কৃপনতা ত্যাগ করিয়া দান ও সম্মান দ্বারা স্বকীয় যোদ্ধারদিগের পুরস্কার কর। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন পরস্পর জ্ঞাত ও হর্ষিত ও প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত ও কুলীন ও সম্মানিত ইহারা বিপক্ষের সেনাকে জয় করে। অপর শীলসম্পন্ন মিলিত প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যুক্ত শূর স্বকীয় পাঁচশত যোদ্ধাও শত্রুপক্ষীয় অনেক সেনাকে নষ্ট করে। অপর শিষ্ট লোকেরা ও বিশেষ জ্ঞান রহিত ক্রোধী কৃতঘ্ন আত্মম্ভরি লোককে ত্যাগ করে অন্যেরা কি ত্যাগ না

করে। যে হেতুক সত্য ও শৌর্য্য ও দয়া ও দান এই সকল রাজার বড় গুণ। এই সকল গুণেতে রহিত রাজা নিতান্ত নিন্দাতা পায় এতাদৃশ বিষয়েতে মন্ত্রিরদিগের তাবৎ পর্য্যন্ত পুরস্কার কর্ত্তব্য। বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন যে রাজা যে মন্ত্রিহইতে বাড়ে সে রাজা সে মন্ত্রিকে বাড়া ইবেক আর হীন দিবেক। এবং জীব বিষয়েতে আর হীন বিষয়েতে অত্যন্ত বিশ্বস্ত পাত্রকে নিয়োগ করিবেক যে হেতুক ধূর্ত্ত ও স্ত্রী ও বালক ইহারা যে রাজার মন্ত্রী সে রাজা অন্যায় রূপ বায়ুতে বিক্ষিপ্ত হইয়া কার্য্যরূপ সমুদ্রেতে মগ্ন হয়। শুন হে মহারাজ যাহার হর্ষ ও ক্রোধ সমান আর শাস্ত্র প্রতিপাদ্যেতে দৃঢ় জ্ঞান আর সর্ব্বদা ভৃত্যের অনপেক্ষা পৃথিবী তাহার বিনদা হন রাজার সহিত যাহারদিগের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয় তাহারদিগকে অমাত্য বলিয়া রাজা কদাচ অবজ্ঞা করিবেন না। যে হেতুক হস্তিসমূহ মবীম্ স্খলন

বিশিষ্ট মদান্ধ হস্তির যেমন সুহৃৎ লোকের বহু কাল চেষ্টাতে কর অবলম্বন হয় এমনি কার্য্যে তে স্খলনবিশিষ্ট মদান্ধ রাজার মন্ত্রিদিগের বহু কাল চেষ্টাতে করের গ্রহণ হয়। অনন্তর মেঘ বর্ণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিতেছে হে মহা রাজ অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবলোকন করুন সম্প্রতি দুর্গদ্বারেতে বিপক্ষ আছে সেই হেতুক মহা রাজার চরণের আজ্ঞা হইলে বাহিরে গিয়া নিজ পরাক্রম দেখাই তাহা করিয়া মহারাজের পায়ের অঋণী হই। চক্রবাক বলিতেছে ইহা করিও না যদ্যপি বাহির হইয়া যুদ্ধ করা যায় তবে দুর্গা শ্রয় নিষ্প্রয়োজন। অপর যেমন ভয়ানক কুম্ভীর জলহইতে নির্গত হইলে অবশ হয় বলবান সিংহও বনহইতে নির্গত হইলে শৃগালের ন্যায় হয়। হে মহারাজ আপনি গিয়া যুদ্ধ দেখুন যে হেতুক রাজা দেখিতে সেনাকে অগ্রেতে করিয়া যুদ্ধ করাইবেক স্বামিরক্ষিত কুকুর ও কি সিংহের ন্যায় আচরন করে না। অনন্তর

তাহারা সকলে দুর্গদ্বারে যাইয়া অতিবড় যুদ্ধ করিল। পর দিবস চিত্রবর্ন রাজা গৃধ্রকে বলিল হে তাত এখন আপন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর। গৃধ্র বলিতেছে হে মহারাজ শুনুন। বহু কালস্থায়ী ও অনেক সৈন্য পণ্ডিত বাসন রহিতের আশ্রয় ও সুখ্যাত ও শূরযোধা এই সকল দুর্গ গুন। আর অল্পকাল স্থায়ী ও অত্যল্প সেনা মূর্খ বাসনির আশ্রয় ও সুগুপ্ত ও ভীরুযোধা এই সকল দুর্গবাসন। সে সকল দুর্গবাসন এখানে নাই কিন্তু ভেদ আর বহুকাল না বুঝা আর আক্রমন আর গুপ্তপুরুষ এই চারি দুর্গলঙ্ঘনের উপায়। কর্নে কহিতেছে ইহাতে শক্ত্যনুসারে এই২যত্ন কর। তদনন্তর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বতেই দুর্গের চারিদ্বারেতেই যুদ্ধ হইলে পরে এক দিবস দুর্গমধ্যবর্ত্তি গৃহেতে কাকেরা অগ্নি ক্ষেপন করিল তাহার পর দুর্গ লইয়াছি২ এ কোলাহল শুনিয়া সর্ব্বত্র জ্বলিতাগ্নি দেখিয়া রাজহংসের সেনারা আর দুর্গবাসি লোকেরা ত্বরাতে হ্রদে প্রবেশ করিল

যে হেতুক কার্য্য উপস্থিত হইলে যাহা মন্ত্রণা করিয়া থাকে শক্ত্যনুসারে তাহা করিবেক কিম্বা পরাক্রম করিবেক কিম্বা যুদ্ধ করিবেক কিম্বা পলায়ন করিবেক বিচার করিবে না। রাজহংস স্বভাবতো মন্দগতি আর দ্বিতীয় সারস এই দুইকে চিত্রবর্ণের সেনাপতি কুক্কুট আসিয়া বেড়িল। হিরণ্যগর্ভ সারসকে বলিল হে সেনাপতে আমার অনুরোধে আপনাকে কেন নষ্ট কর তুমি এখন যাইতে পার তাহা করিয়া জলে প্রবেশ কর আপনাকে রক্ষা কর চূড়ামণি নামা আমার পুত্রকে সর্ব্বজ্ঞের সম্মতিতে রাজা করিবা। সারস বলিতেছে হে মহারাজ এতাদৃশ দুঃসহ বাক্য বক্তব্য নয়। যাবৎ পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য গগনে আছেন তাবৎ পর্য্যন্ত হে মহারাজ আপনি জয়ী হউন হে মহারাজ আমি দুর্গাধিকারী আমার মাংস রক্ত লিপ্তদ্বার পথেতে শত্রু প্রবেশ করুক। অপর দাতা ক্ষমাবান গুণগ্রাহক প্রভু কষ্টেতে মিলে। রাজা কহিতেছেন ইহা যথার্থই বটে কিন্তু

পবিত্র কর্ম্মনিপুণ অনুরক্ত এতদ্রূপ ভৃত্যও দুর্ল্লভ। সারস বলিতেছে শুন হে মহারাজ যদ্যপি সংগ্রাম ত্যাগ করিলে যমের ভয় না থাকে তবে অন্যত্র যাওয়া উপযুক্ত যদি প্রাণির মরণ অবশ্যই তবে কেন বৃথা অপযশ করি। অপর বায়ুর গমনেতে হয় যে চেউ তাহার গমনাগমনের ন্যায় অল্প কাল স্থায়ী যে এই সংসার ইহাতে পরের নিমিত্তে প্রাণত্যাগ পুণ্য প্রযুক্ত হয়। আর স্বামী অমাত্য রাষ্ট্র দুর্গ কোষ সৈন্য সুহৃৎ নগরস্থ লোক এই আট পরস্পর উপকারকত্বহেতুক রাজ্যাঙ্গ হয়। হে মহারাজ তুমি স্বামী সর্ব্ব প্রকারে রক্ষণীয়। যে হেতুক অমাত্যলোক বড় হইলেও স্বামিকে পরিত্যাগ করিয়া বাঁচে না গতায়ুতে ধন্বন্তরি বৈদ্যও কি করে। অপর সূর্য্য অপ্রকাশ হইলে যেমন পদ্ম অপ্রকাশ হয় এইরূপ রাজা অপ্রকাশ হইলে এই প্রাণিসব অপ্রকাশ হয় রবি প্রকাশ হইলে যে রূপ কমল প্রকাশ হয় সেই রূপ রাজা প্রকাশ হইলে এই প্রাণিসব

প্রকাশ হয়। অনন্তর কুক্কুট আসিয়া রাজহংসের শরীরে তীক্ষ্ন নখাঘাত করিল। সারস শীঘ্র সমীপে আসিয়া রাজাকে আপন শরীরের মধ্যে করিয়া জলে পড়িল। তদনন্তর কুক্কুটেরদের নখ মুখ প্রহারেতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সারস অনেক কুক্কুট সেনাকে নষ্ট করিল। পশ্চাৎ সারস ও চঞ্চু প্রহারেতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল তাহার পর চিত্রবর্ণ দুর্গেতে প্রবেশ করিয়া দুর্গস্থ দ্রব্য সকল লুটাইয়া বন্দিকর্ত্তৃক জয় শব্দেতে আহ্লাদিত হইয়া স্বস্থানে গেলেন।—

অনন্তর রাজ পুত্রেরা কহিলেন সেই রাজ সৈন্যেতে সারসই অতিবড় পুণ্যবান যে নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বামিকে রক্ষা করিল। ইহা পণ্ডিতকর্ত্তৃক কথিত আছে গাব সকল গবাকৃতি সমস্ত পুত্রকেই জন্মায়। শৃঙ্গেতে শোভিত অনেক গোর স্বামি এতাদৃশ পুত্রকে কদাচিৎ কেহ জন্মায়। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন সে মহা সত্ব বিদ্যাধরী পরিবৃত্ত হইয়া স্বর্গসুখ অনুভব

করুক বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ যে বীর সকল সংগ্রামেতে প্রভুর নিমিত্তে প্রাণ ত্যাগ করে সে সকল লোক স্বর্গে গমন করে। শত্রুকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া শূরলোক যেখানে সেখানে মরে সে অক্ষয় স্বর্গ পায় যদ্যপি কাতরত্ব না পায়। আর ও এই প্রকার হওক আপনকারদের হস্তি ঘোড়া পদাতির দ্বারা সংগ্রাম কদাচিৎও না হওক। নীতিমন্ত্রণারূপ বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া শত্রু সকল গিরিগহ্বরকে আশ্রয় করুক।—

ইতি বিগ্রহ কথা সমাপ্তা।

অথসন্ধি ঃ

পুনশ্চ কথারম্ভ সময়ে রাজকুমারেরা কহিলেন হে গুরো আমরা বিগ্রহ শুনিলাম সম্প্রতি সন্ধি বল। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন শুন সন্ধিও কহি। যাহার প্রথম শ্লোকার্থ এই।—

অতিশয় যুদ্ধ হইলে পরে দুই রাজার অনেক সৈন্য নষ্ট হইলে থাকিল যে গৃধ্র ও চক্রবাক তাহারা অল্প কালেতেই বাক্যদ্বারা সন্ধি করিল। রাজনন্দনেরা কহিলেন ইহা কি প্রকার বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেছেন।—

তাহার পর সেই রাজহংস কহিল আমার দুর্গে কে বহ্নি প্রদান করিল কি পরকীয় লোক কিম্বা বৈরি প্রেরিত আমার দুর্গবাসী কেহ চক্রবাক বলিতেছে হে ভূপাল আপনকার নিষ্প্রয়োজন মিত্র ঐ মেঘবর্ণ সপরিবার দৃষ্ট হয় না সেই নিমিত্তে বুঝি তাহারি অনুষ্ঠিত এই। রাজা কিঞ্চিৎ কাল ভাবনা

করিয়া কহিলেন সেই বটে আমার দুর্দৈব এ। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন সে দোষ দেবতার মন্ত্রির এ দোষ নয় কেননা সুঘটিত কার্য্যও কোথাও দৈবযোগেতে নষ্ট হয়। মন্ত্রী বলিতেছে ইহা কহাই আছে দুরবস্থা পাইয়া লোক দৈবকে নিন্দা করে মূর্খ লোক আপনার কর্ম্ম দোষ জানে না। অপর যে লোক হিতাভিলাষি বন্ধুরদিগের বচন শুনে না সে কাষ্ঠচ্যুত নির্ব্বুদ্ধি কচ্ছপের ন্যায় নষ্ট হয়। সর্ব্বদা বচনকেই রক্ষা করিবেক কেননা বাক্যেতেই নষ্ট হয় হংস দ্বয়কর্ত্তৃক নীয়মান কমঠের পতন যেমন। রাজা কহিলেন এ কি প্রকার। মন্ত্রী কহিতেছে।—

মগধ দেশেতে ফুল্লোৎপল নামে সরোবর থাকে তাহাতে অনেক কাল সঙ্কট বিকট নামে দুই হংস বসতি করে তাহারদিগের সখা কম্বুগ্রীব নামে কচ্ছপ বাস করেন অনন্তর এক দিবস কৈবর্ত্তেরা আসিয়া সে স্থানে কহিল যে এ স্থানে

আমরা আজি বাস করিয়া কল্য প্রাতঃকালে মৎস্য কচ্ছপাদি নষ্ট করিব। তাহা শুনিয়া কমঠ দুই হংসকে কহিল হে মিত্রেরা কৈবর্ত্তেরদিগের কথোপকথন শুনিলা ইদানী আমার কর্ত্তব্য কি। হংসেরা বলিল পুনর্ব্বার তাহা জান প্রাতঃকালে যাহা উপযুক্ত হয় তাহা করা যাইবে। কচ্ছপ বলিতেছে এমন নয় যে হেতুক এই স্থানে আমি ব্যতিক্রম দেখিয়াছি বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন অনাগতবিধাতা আর প্রত্যুৎপন্নমতি এই দুই জন সুখী হয় আর যদ্ভবিষ্য নষ্ট হয়। হংসেরা কহিল কি প্রকার এ কূর্ম্ম কহিতেছে।—

পূর্ব্বে এই সরোবরে জালিয়া এই রূপে উপস্থিত হইলে পরে তিন মৎস্যেরা আলোচনা করিল। তাহাতে অনাগতবিধাতা নামে এক মৎস্য সে পরামর্শ করিল আমি অন্য পুষ্করিণীতে যাই ইহা বলিয়া জলাশয়ান্তরে গেল প্রত্যুৎপন্নমতি নামে অন্য মৎস্য কহিল ভাবিবিষয়েতে নিশ্চয় নাই আমি কোথা যাইব তাহা উপস্থিত হইলে

যাহা হয় তাহা করিব। বিষ্ণেরা তাহা কহিয়া গেল যে লোক উপস্থিত বিপৎকে সমাধান করে সেই বুদ্ধিমান ইহাতে নিদর্শন বনিকের পত্নী ও দাসিকে প্রত্যক্ষতো গোপন করিল। যমুবিষ্ণ প্রশ্ন করিতেছে এ কি প্রকার। প্রত্যুৎপন্নমতি কহিতেছে।

পূর্ব্বেতে বিক্রমপুরেতে সমুদ্রদত্ত নামে এক বনিক থাকে রত্নপ্রভা নাম্নী তাহার গৃহিনী এক নিজ ভৃত্যের সহিত ক্রীড়া করে যে হেতুক স্ত্রীলোকেরদিগের কেহ অপ্রিয় নাই প্রিয়ও নাই গো সকল যেমন কাননেতে সর্ব্বদা নুতনং ঘাস আকাঙ্ক্ষা করে এই রূপ স্ত্রীলোকেরা অনুক্ষন নবীনং পুরুষকে অভিলাষ করে। অনন্তর এক দিবস সেই রত্নপ্রভা ঐ দাসকে মুখচুম্বন দিতেছিল তাহা সমুদ্রদত্ত দেখিল। তাহার পর সে কুলটা ঝটিতি স্বামির সন্নিধানে গিয়া কহিল হে নাথ এই সেবকের অতিশয় নির্ব্বাহ যে হেতুক চৌর্য্য ক্রিয়া করিয়া কর্পূর খায়। ইহা আমি ইহার

মুখ আঘ্রাণ করিয়া জানিলাম তাহা কথিত আছে স্ত্রীলোকেরদের আহার দ্বিগুন তাহারদিগের বুদ্ধি চতুর্গুন ইত্যাদি। তাহা শুনিয়া ভৃত্য ক্রোধ করিয়া কহিল হে প্রভো যে স্বামির গৃহেতে এতাদৃশী গৃহিনী সে স্থানে ভৃত্য কি প্রকারে থাকে যেখানে নিরন্তর পত্নী দাসের মুখের ঘ্রাণ লয়। তদনন্তর সে উঠিয়া চলিল তাহাকে মহাজন যত্নেতে প্রবোধ করিয়া রাখিল। এই নিমিত্তে আমি বলি যে লোক উপস্থিত বিপৎকে সমাধান করে ইত্যাদি। তাহার পর যদ্ভবিষ্য কহিল যে বিষয় হইবার উপযুক্ত নয় সে হইবে না যে বিষয় হইবার উপযুক্ত তাহার অন্যথা হবে না। তদনন্তর প্রত্যুৎপন্নমতি প্রাতঃকালে জালেতে বদ্ধ হইয়া আপনাকে মৃত তুল্য দেখাইয়া থাকিল তাহার পর জালহইতে নিঃসারিত হইয়া সামর্থ্যানুসারে লম্ফ দিয়া অগাধজলে প্রবিষ্ট হইল। যদ্ভবিষ্য কৈবর্ত্তকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ব্যাপাদিত হইল এই নিমিত্তে আমি বলি অনাগত বিধাতা

ইত্যাদি। সেই হেতুক যে প্রকারে আমি অন্য জলাশয়ে যাই তাহা কর হংসেরা বলিল স্থানান্তরে গেলে পরে তোমার কল্যাণ কিন্তু স্থলে গমন করিবার তোমার কি ওপায়। কমঠ কহিল যে রূপে আমি তোমারদের সহিত আকাশ পথেতে যাই তাহা কর। হংসেরা বলিল কি প্রকারে ওপায় সম্ভব হয়। কূর্ম্ম বলিতেছে তোমারদের দুই জনকর্ত্তৃক চঞ্চুধৃত এক কাষ্ঠ খণ্ডকে আমি মুখেতে অবলম্বন করিয়া যাইব তোমারদের দুইজনের পক্ষবলেতে আমিও সুখেতে যাইব। দুই হংস বলিল এতাদৃশ ওপায় সম্ভব বটে কিন্তু সুবোধি লোক ওপায় চিন্তা করত অপায়ও চিন্তা করিবেক কেননা দেখিতেছিল যে মূর্খ বক তাহার সন্তান নকুলকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল। কচ্ছপ প্রশ্ন করিতেছে কি প্রকার এ। তাহারা কহিতেছে।—

ওত্তর পথেতে গৃধ্রকূটনামে গিরিতে এক বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ থাকে তাহাতে অনেক বক বাস করে তাহারদের শিশু সন্তানের দিগকে

বৃক্ষতলস্থ গর্ত্তেতে সর্প থায়। অনন্তর শোকাতুর বকেরদিগের রোদন শুনিয়া কোন বক কহিল এ রূপ বিলাপ করিও না তোমরা মৎস্য আনিয়া নকুলের গর্ত্তকে আরম্ভ করিয়া সর্পের বিবর পর্য্যন্ত পংক্তিক্রমেতে স্থাপন কর। তাহার পর সেই খাদ্যদ্রব্যলোভি নকুল আসিয়া সর্পকে দেখিবেক স্বাভাবিক শত্রুতা হেতুক তাহাকে নষ্ট করিবেক তাহা করিলে পরে তাহা হইল। তদনন্তর সেই তরুতে নকুলেরা বকবালকধ্বনি শুনিল পশ্চাৎ তাহারা বৃক্ষে আরোহন করিয়া বকশিশুরদিগকে খাইল এই জন্যে আমরা বলি সুবোধি লোক উপায় চিন্তা করত ইত্যাদি। আমার দের কর্ত্তৃক নীয়মান তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া লোক অবশ্য কিছু বলিবেই তাহা শুনিয়া যদ্যপি তুমি উত্তর দিবা তবে তোমার মৃত্যু সেই নিমিত্তে সর্ব্বথা এই খানেই থাক। কচ্ছপ বলিতেছে আমি কি অজ্ঞান আমি প্রত্যুত্তর দিব না কিছুই বলিব না সেই রূপ করিলে পরে তদ্রূপ কমঠকে অবলোকন

করিয়া সকল গোরক্ষকেরা পশ্চাৎ ধাইল আর বলিল। কেহ বলিতেছে যদি এই কূর্ম্ম পড়ে তবে এ স্থানেতেই পাক করিয়া খাই কেহ কহিতেছে এই স্থানেতেই দগ্ধ করিয়া খাই কেহ বলিতেছে গৃহে লইয়া ভক্ষণ করি সেই কথা শুনিয়া ঐ কচ্ছপ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব বাক্য বিস্মৃত হইয়া কহিল তোরা ছাই খাবি ইহা বলিবামাত্রে পড়িল আর তাহারদিগের কর্ত্তৃক ব্যাপাদিত হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি হিতাভিলাষি বন্ধুরদিগের ইত্যাদি। অনন্তর দূত বক সেখানে আসিয়া বলিল হে মহারাজ পূর্ব্বেতেই আমি কহিয়াছি নিরন্তর দুর্গশোধন কর্ত্তব্য তাহা তোমরা কর নাই সে অনবধানের ফল এই অনুভূত হইতেছে। গৃধ্রপ্রেরিত মেঘবর্ণ কাক দুর্গ দাহ করিয়াছে। রাজা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন বৃক্ষাগ্রেতে সুপ্ত লোক বৃক্ষাগ্র হইতে পতিত হইয়া যেমন জাগ্রৎ হয় এই রূপ প্রীতি প্রযুক্ত কিম্বা উপকার প্রযুক্ত যে জন

বিপক্ষেতে প্রত্যয় করে সে বিপদাক্রান্ত হইয়া আত
হয়। প্রণিধি বলিল এ স্থানহইতে দুর্গদাহ
করিয়া যখন মেঘবর্ণ গেল তখন প্রসন্ন হইয়া
চিত্রবর্ণ কহিল এই মেঘবর্ণকে এই কর্পূরদ্বীপের
রাজত্বেতে অভিষিক্ত কর। বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়া
ছেন কৃতকৃত্য দাসের ভৃত্যকে ফলের দ্বারা ও মনের
দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা নষ্ট করিবে না আর ঐ
ভৃত্যকে দেখিয়া হর্ষ জন্মাইবেক। চক্রবাক বলি
তেছে তাহার পর২। দূত কহিল তাহার পর মুখ্য
মন্ত্রি গৃধ্র কহিল হে মহারাজ ইহা উপযুক্ত
নয়। প্রসাদান্তর কিছু করুন। যে হেতুক অবিচা
রকের নিকটে পরামর্শ কহা তুষ খণ্ডনের
ন্যায় হে মহারাজ নীচেতে উপকার করা বালু
কাতে প্রস্রাব করার ন্যায়। মহতের স্থানেতে
নীচকে কদাচ করিবে না পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়া
ছেন নীচ লোক প্রশংসিত পদ পাইয়া প্রভুকে
নষ্ট করিতে আকাঙ্ক্ষা করে। উন্দুর ব্যাঘ্রত্ব
পাইয়া যেমন মুনিকে নষ্ট করিতে গিয়াছিল।

চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসিতেছেন এ কি প্রকার। মন্ত্রী কহিতেছে।—

গৌতম মহর্ষির তপোবনে মহাতপোনামা মুনি থাকেন সেখানে কাককর্ত্তৃক নীয়মান এক মূষিকশিশু সেই মুনিকর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইল। তদনন্তর স্বভাবদয়ালু সেই মুনিকর্ত্তৃক ওড়ি ধান্যের কণার ভক্ষণদ্বারা বর্দ্ধিত হইল তাহার পর সেই মূষিককে খাইবার নিমিত্তে বিড়াল পশ্চাৎ ধাবন করে ওন্দুর তাহা নিরীক্ষণ করিয়া সেই মুনির কোলেতে প্রবেশ করে তাহার পর মুনি কহিলেন হে মূষিক তুমি মার্জার হও তদনন্তর সে বিড়াল কুক্কুরকে দেখিয়া পলায় তৎপরে মুনি কহিলেন কুক্কুরহইতে ভয় পাও অতএব তুমিই কুক্কুর হও সে কুক্কুর ব্যাঘ্রহইতে ভয় পায় এই হেতুক সেই মুনি কুক্কুরকে ব্যাঘ্র করিল তদনন্তর মুনি সেই ব্যাঘ্রকে মূষিক এ এই প্রকার দেখেন তাহার পর সকল লোক সে মুনিকে ও

ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বলে এই মুনি মূষিককে ব্যাঘ্র করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সে ব্যাঘ্র ভাবনা করিল। যাবৎকাল এই মুনি থাকিবে তাবৎকাল আমার এই অপযশস্কর স্বরূপাখ্যান যাইবে না মূষিক ইহা আলোচনা করিয়া সেই মুনিকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে গেল তাহার পর সেই মুনি তাহা জানিয়া পুনর্ব্বার মূষিক হও ইহা কহিয়া মূষিক করিলেন অতএব আমি বলি নীচ লোক প্রশংসিত পদ পাইয়া ইত্যাদি।—

অপরও ইহা অনায়াসে মারা ইহা জানিবা না। শুন উত্তম মধ্যম অধম অনেক মৎস্য ভক্ষণ করিয়া বক অতিশয় লোভ হেতুক পশ্চাৎ কর্কটের গ্রহণপ্রযুক্ত মরিল। চিত্রবর্ণ প্রশ্ন করিতেছে এ কি প্রকার। মন্ত্রী কহিতেছে।—

মগধদেশেতে পদ্মকেলি নামে সরোবর থাকে তাহাতে শক্তিরহিত এক বৃদ্ধ বক আপনাকে উদ্বিগ্নের ন্যায় দেখাইয়া থাকে তাহাকে কোন কর্কট দেখিল আর জিজ্ঞাসিল তুমি কেন

এখানে আহার ত্যাগ করিয়া রহিয়াছি। বক কহিল আমার প্রান ধারনের কারন মৎস্যেরা তাহারদিগকে কৈবর্ত্তেরা আসিয়া নষ্ট করিবেক এই বৃত্তান্ত আমি নগর সমীপে শুনিয়াছি অতএব বর্ত্তনের অভাব প্রযুক্তই আমার মরন উপস্থিত ইহা জানিয়া আহারেতে ও অনাদর করিয়াছি। তদনন্তর মৎস্যেরা আলোচনা করিল এই কালেতে এই ব্যক্তি উপকারকই বুঝিতেছি সেই হেতুক যাহা কর্ত্তব্য তাহা ইহাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন উপকারি শত্রুর সহিত সন্ধি করিবেক অপকারক মিত্রের সহিত করিবে না যে হেতুক মিত্র ও শত্রুর লক্ষন উপকার আর অপকার। মৎস্যেরা কহিল ও হে বক ইহাতে রক্ষার কি উপায়। বক বলিতেছে রক্ষার উপায় আছে অন্য হ্রদ আশ্রয় করা। সে খানে আমি এক২ জন করিয়া লব। মৎস্যেরা কহিল এ প্রকারই হওক। তদনন্তর ঐ বক সেই মৎস্যেরদিগকে এক২ লইয়া খায়। তদনন্তর

কর্কট তাহাকে কহিল ও হে আমাকেও সেখানে লও। তৎপরে উত্তম কর্কট মাংসার্থী বক ও আদর করিয়া তাহাকে লইয়া স্থলেতে হরিল। কুলীরও সেই স্থান মৎস্য কণ্টক ব্যাপ্ত দেখিয়া ভাবনা করিল হায় মন্দভাগ্য আমি নষ্ট হইলাম হওক সম্প্রতি বলোপযুক্ত ব্যবহার করিব যে হেতুক ভয়হইতে সেই পর্য্যন্ত ভয় পাইবেক যে পর্য্যন্ত ভয় উপস্থিত না হয় ভয় উপস্থিত দেখিয়া নির্ভয়ের ন্যায় প্রহার করিবেক। অপর অভিযুক্ত ব্যক্তি যদ্যপি আপনার যৎকিঞ্চিৎ হিত না দেখে তবে সুবুদ্ধি লোক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করত মরে। এবং যেখানে যুদ্ধ ব্যতিরেকেও অবশ্য মৃত্যু হয় সংগ্রামেতে প্রাণ সংশয় পণ্ডিতেরা সেই কালকে যুদ্ধের এক কাল করিয়া বলেন ইহা বিবেচনা করিয়া কর্কট তাহার গ্রীবাকে ছেদন করিল সে বক পঞ্চতা পাইল এই জন্যে আমি বলি উত্তম অধম মধ্যম অনেকে মীন ভক্ষণ করিয়া ইত্যাদি।

শুন তাহার পর চিত্রবর্ণ বলিল ও হে মন্ত্রি আমাকর্ত্তৃক এই আলোচিত আছে। কর্পূরদ্বীপের যত উত্তম দ্রব্য মেঘবর্ণ রাজাকর্ত্তৃক লব্ধ হইয়াছে সে সকল আমারদিগের লওয়া কর্ত্তব্য সেই বস্তুতে বিন্ধ্য গিরিতে অতিশয় সুখেতে আমারদিগের থাকা হইবে। দূরদর্শী হাসিয়া বলিল হে ভূপাল অনুপস্থিত চিন্তা করিয়া যে লোক হর্ষিত হয় সে অসম্মানকে পায় যেমন ভগ্নভাণ্ড ব্রাহ্মণ। ভূপতি কহিলেন এ কি কথা। মন্ত্রী কহিতেছে।

দেবীকোটের সংজ্ঞক নগরেতে দেবশর্ম্মা নামে বিপ্র থাকেন তিনি মহাবিষুব সংক্রান্তিতে শক্তুপূরিত এক শরাব পাইলেন তাহা লইয়া তিনি কুম্ভকারের ভাণ্ডপূর্ণ গৃহের এক প্রদেশেতে রৌদ্রেতে ব্যাকুল হইয়া শয়ন করিলেন তাহার পর শক্তুর রক্ষার নিমিত্তে হস্তেতে এক দণ্ড লইয়া চিন্তা করিলেন যদ্যপি আমি শক্তুশরাব বিক্রয় করিয়া দশ কড়াকড়ি পাই তবে এই স্থানেতেই সেই

কপর্দ্দকেতেই ঘট শরাব প্রভৃতি কিনিয়া অনেক বারেতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সেই ধনদ্বারা বারম্বার গুবাক বস্ত্রাদি ক্র য় করিয়া বিক্রয় করিয়া লক্ষ সংখ্যক দ্রবিণ করিয়া চারি বিবাহ করিব তদনন্তরে সেই সপত্নীরদিগের মধ্যে যে রূপ যৌবন বিশিষ্টা তাহাতে অতিশয় প্রণয় করিব সপত্নীরা যখন বিবাদ করিবেক তখন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমি তাহারদিগকে লগুড়েতে করিয়া তাড়না করিব ইহা কহিয়া দণ্ডক্ষেপণ করিলেন তাহাতে শক্তু শরাব বিদীর্ণ হইল অনেক ঘট ভাঁগিল। তৎ পরে সেই শব্দেতে কুমার আসিয়া ভাঁড় সকল সেই রূপ দেখিয়া ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিয়া বাহির করিয়া দিল এতদর্থে আমি বলি অনুপ স্থিত চিন্তা করিয়া ইত্যাদি। তদনন্তর রাজা গৃধ্রকে বলিলেন হে তাত যাহা কর্ত্তব্য তাহা উপদেশ কর গৃধ্র বলিতেছে বিপথগামী মত্ত সংকীর্ণ হস্তির নেতা যেমন নিন্দ্যতা পায় এমনি উন্মার্গগামি মদান্ধ রাজার নেতারা

গর্হনীয়তা পায় শুন হে মহারাজ আমারদিগের প্রতাপেতে কি দুর্গ ভগ্ন হইয়াছে তাহা নয় কিন্তু তোমার প্রতাপ ও উপায়েতে। রাজা কহিলেন তোমারদিগের উপায়েতে। গৃধ্র বলিতেছে যদি আমার পরামর্শ কর তবে নিজ দেশে গমন কর নতুবা বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে পুনশ্চ সংগ্রাম হইলে বিদেশবাসি আমারদিগের নিজ দেশ গমনও দুর্লভ হইবে। সুখ ও শোভার নিমিত্তে সন্ধি করিয়া গমন কর। দুর্গ ভগ্ন হইল যশঃপ্রাপ্তিই হইল আমার এই মত যে হেতুক যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে পুরস্কার করিয়া প্রভুর প্রিয় ও অপ্রিয়কে ত্যাগ করিয়া অপ্রিয় অথচ পথ্যকে বলে তাহার সহিত রাজা সহায়ী হন। অপর তুল্য লোকের সহিত ও সন্ধি করিবেক যে হেতুক সংগ্রামেতে জয় সন্দিগ্ধ তুল্য পরা ক্রম সুন্দ উপসুন্দ কি পরস্পর নষ্ট হয় নাই আর সুহৃৎ ও সৈন্য ও রাজ্য ও আত্মা ও কীর্ত্তি এই সকলকে কোন মূর্খ সংগ্রামেতে সংশয়

রূপ দোলাস্থিত করে। নৃপতি কহিলেন এ কি প্রকার। সচিব কহিতেছে।—

পূর্ব্বেতে সুন্দোপসুন্দ নামা অতি বড় দৈত্য দুই জন ত্রিভুবনাভিলাষেতে অত্যন্ত ক্লেশেতে বহুতর কাল মহাদেবের আরাধনা করিল। অনন্তর তাহারদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন তোমরা বর প্রার্থনা কর তাহাতে পার্ব্বতী প্রার্থনীয়া ইহা অন্তঃকরণে করাইলেন তাহার পর সুন্দ ও পসুন্দ কহিল যদ্যপি আমারদিগকে আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন তবে হে পরমেশ্বর নিজ পত্নী গৌরীকে দেও। অনন্তর ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়া বরদানের অবশ্যকত্ব হেতুক বিচারমূর্খ সুন্দোপসুন্দকে ওমার ন্যায় এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তাহার পর সংসার নাশক ও অজ্ঞানান্ধ সুন্দোপসুন্দ অন্তঃকরণের উৎসাহেতে পার্ব্বতী তুল্য সৌন্দর্য্যেতে লুব্ধ হইয়া আমার এ আমার এ এইরূপ পরস্পর বিবাদ করিয়া কোন মধ্যস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর এই বুদ্ধি করিলে পর

ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর এই বুদ্ধি করিলে পর সেই ভগবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ হইয়া আসিয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন অনন্তর তাহারা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিল আমরা ইহাকে আপন বলেতে পাইয়াছি আমারদের দুই জনের মধ্যে কাহার এ হইবে। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন জ্ঞানশূন্য ব্রাহ্মণ পূজনীয় বলবান ক্ষত্রিয় পূজ্য হীনধান্যাধিক বৈশ্য পূজ্য ব্রাহ্মণসেবাতে শূদ্র মান্য সেই নিমিত্তে তোমরা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মশালী তোমারদের যুদ্ধই নিয়ম। ইহা কথিত হইলে পরে ইনি বিলক্ষণ কহিয়াছেন ইহা কহিয়া দুই জনেতেই পরস্পর সমান বল এক কালেতেই পরস্পর মারণ দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হইল।—

রাজা কহিলেন পূর্ব্বেতেই কেন তোমরা বলিলা না। মন্ত্রী বলিতেছে আপনি কি আমার বাক্যের শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়াছেন তথাপি আমার সম্মতিতে এই যুদ্ধারম্ভ নয় উত্তম গুণশালী ঐ হিরণ্যগর্ব্ভ

সংগ্রাম করণোপযুক্ত নয়। তাহা কথিত আছে সত্যবাদী ও পুজ্য ও ধর্ম্মিষ্ঠ ও স্ত্রীলোক ও ভ্রাতৃ সমূহ বিশিষ্ঠ ও বলবান ও অনেক যুদ্ধজেতা এই সাত সন্ধেয়। সত্যবাদী সত্যকে পালন করে অতএব সে মেলহইতে বিকার পায় না। পুজ্য লোক প্রাণান্তেতেও অপুজ্যতা পায় না। ধর্ম্মিষ্ঠ লোকের সকলেই মান্য হয় প্রজানুরাগ হেতুক আর ধর্ম্ম হেতুক ধার্ম্মিক লোক দুঃখচ্ছেদ্য হয়। মরন উপস্থিত হইলে অমান্যের সহিতও মেল করিবেক তাহার আনুগত্য ব্যতিরেকে অন্য প্রকারে কাল ক্ষেপন করিবে না। কণ্টকেতে আবৃত যে নিবিড় বাঁশ তাহার কাঁটা দুর না করিয়া সে বংশকে যেমন ছেদন করিতে সমর্থ হয় না এই রূপ ভ্রাতৃ সমূহ বিশিষ্ঠ যে লোক তাহার ভাই সকলকে নষ্ঠ না করিয়া ঐ ব্যক্তিকে মারিতে পারে না। বলবানের সহিত যুদ্ধ করিবেক ইহা নিদর্শন নাই যে হেতুক মেঘ কদাচ বিলোমবায়ুতে যায় না। জমদগ্নিমুনির বং

সংগ্রামজয়ি পুত্র যে পরশুরাম তাঁহার ন্যায় প্রতাপহেতুক অনেক যুদ্ধজেতা সর্ব্বত্র নিরন্তর সমস্তই ভোগ করে। বহু রণজেতা যাহার সঙ্গে মেল করে তাহার প্রতাপেতেই তাহার বিপক্ষেরা ত্বরাতে বশতা পায় তাহাতে অনেক গুণেতে যুক্ত ঐ রাজা সন্ধেয়। চক্রবাক বলিতেছে ও হে দূত সর্ব্বত্র যাও গিয়া পুনর্ব্বার আসিও। রাজা চক্রবাককে জিজ্ঞাসিলেন ও হে মন্ত্রি অসন্ধেয় কত লোক তাহারদিগকে শুনিতে ইচ্ছা করি। সচিব বলিতেছে হে মহারাজ কহি শুন। বালক ও বৃদ্ধ ও চিররোগী ও জ্ঞাতিবহিষ্কৃত ও ভীরু ও ভীরুসৈন্যবিশিষ্ট ও লুব্ধ ও লোভি সমভিব্যাহৃত পুরুষ ও বিরক্তস্বভাব ও বিষয়েতে অত্যন্তাসক্ত ও অনবস্থিতচিত্ত ও দেবদ্বিজনিন্দক ও দেবোপহত ও দৈবপরায়ন ও দুর্ভিক্ষরূপ বিপত্তিতে ব্যাকুল ও ব্যসনি সৈন্যযুক্ত ও বিদেশস্থ ও বহু শত্রু ও অকালযুক্তও সত্য ধর্ম্মচ্যুত এই বিংশতি লোক ইহারদের সহিত মেল করিবে না

কেবল সংগ্রাম করিবেক ইহারা যুধ্যমান হইলে শীঘ্র শত্রুর বশতা পায়। বালকের অল্পবলত্ব হেতুক লোক সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করে না যে হেতুক যুদ্ধাযুদ্ধের ফল জানিতে শিশু সমর্থ হয় না। উৎসাহ রহিতত্ব হেতুক বৃদ্ধ এবং চিররোগী এই দুই জন অবশ্য আপনিই পরিভূত হয়। সর্ব্ব জ্ঞাতিবহিষ্কৃত লোক সুখচ্ছেদ্য হয় কেননা জ্ঞাতিরা সহায় হইয়া তাহাকে নষ্ট করে। ভীরু ব্যক্তি রণেতে ক্ষান্ত হইয়া আপনিই নষ্ট হয়। ভীরু পুরুষ যাহার সমভিব্যাহারে সে ভীরু পুরুষকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। নিকটেতে যে উপস্থিত হয় লুব্ধ জন আপনিই তাহা লয় এই নিমিত্তে তাহার অনুচরেরা যুদ্ধ করে না। যে স্বামির সমভিব্যাহারে লোভী লোক থাকে তাহারা শত্রুহইতে স্বর্ণাদি পাইলে সে স্বামিকে নষ্ট করে। যুদ্ধ স্থানেতে স্বভাবস্থ লোক বিরক্ত স্বভাব লোককে পরিত্যাগ করে। বিষয়েতে অত্যন্তাসক্ত ব্যক্তি অনায়াসেতে নিগ্রাহ্য হয়।

অনবস্থিত ব্যক্তি সচিবকর্ত্তৃক ভেদ্য হয় কেননা অনবস্থিতত্ব হেতুক তাহাকে মন্ত্রিরা কার্য্যহইতে ত্যাগ করে। সম্পত্তির এবং বিপত্তির দৈবই কারণ ইহা চিন্তা করত দৈব পরায়ণ লোক আপনাকেও চেষ্টা করে না। দুর্ভিক্ষরূপ বিপত্তিতে ব্যাকুল লোক আপনিই অবসন্ন হয়। ব্যসনি সৈন্য সমভিব্যাহারি লোকের ব্যূহরচনাদি সম্পন্ন হইতে পারে না। দেবদ্বিজনিন্দক ও দৈবোপহত ইহারা অধর্ম্ম প্রযুক্ত আপনিই ব্যাকুল হয়। অরিকর্ত্তৃক অত্যল্প সৈন্যদ্বারাও বিদেশস্থ ব্যক্তি নষ্ট হয়। জল মধ্যেতে বৃহদ্ধস্তিকেও ক্ষুদ্র কুম্ভীর ধরে বহুশত্রু ব্যক্তি শ্যেন পক্ষির মধ্যস্থিত কপোতের ন্যায় ভীত হইয়া যে পথেতে যায় সেই পথেতে নষ্ট হয়। এবং অকালযুক্ত ব্যক্তি কালযোদ্ধা কর্ত্তৃক নষ্ট হয় যেমন নষ্ট দৃষ্টি কাক অর্দ্ধরাত্রে পেচককর্ত্তৃক নষ্ট হয়। সত্য ধর্ম্মচ্যুত লোকের সহিত কদাচ মেল করিবে না কেননা সে লোক অসচ্চরিত্রতাহেতুক অল্পকালেতেই

মেলনহইতে অন্যথা পায়। আরও কহি সন্ধি অর্থাৎ মেলন। বিগ্রহ অর্থাৎ পর দেশ দাহলুণ্ঠনাদি। যান অর্থাৎ বিপক্ষের প্রতি যাত্রা। আসন অর্থাৎ বিগ্রহাদির নিবৃত্তি। সংশ্রয় অর্থাৎ দুই বলবানের মধ্যস্থিত ব্যক্তির এক ব্যক্তিকে বাক্যদ্বারা ধন দারাদির সমর্পণ। দ্বৈধীভাব অর্থাৎ একের সহিত মেলন অপরের সহিত কলহ। এই ছয় গুণ কর্ম্মারম্ভের উপায় হয়। আর পুরুষার্থ সম্পত্তি দেশ কালের বিবেচনা আর বৈরিযাগের প্রতিকার আর কর্ম্মসিদ্ধি এই পাঁচ প্রকার মন্ত্রণা হয়। সাম ও দান ও ভেদ ও দণ্ড এই চারি উপায় হয়। উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রণাশক্তি ও প্রভাবশক্তি এই তিন শক্তি হয়। এই সকল আলোচনা করিয়া বড় লোকেরা সর্ব্বদা অবিজিগীষু হয়। জীবনদানরূপ মূল্যেতে যে সম্পত্তি লভ্য হয় না সে সম্পত্তি নীতিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে নিশ্চলা হইয়া আপনি ধাবন করে। বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন যাহার

অন্তঃকরণ সর্ব্বদা এক প্রকার আর গূঢ় দূত আর গুপ্ত মন্ত্রণা আর যে লোক মনুষ্যেরদিগকে নিষ্ঠুর বাক্য কহে না সে লোক সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী শাসন করে। কিন্তু যদ্যপি তাহার মহামন্ত্রী গৃধ্র মেল করিবার প্রসঙ্গ করিয়াছে তথাপি জয় হইয়াছে এই অহঙ্কার প্রযুক্ত সে রাজা অবজ্ঞা করিবে না। হে ভূপতে সেই হেতুক এই প্রকার করুন সিংহলদ্বীপের মহাবল নামে সারসরাজ আমারদের সখা জম্বুদ্বীপেতে গিয়া চিত্রবর্ণের পশ্চাদ্ভাগে ক্রোধ জন্মান। যে হেতুক শূর লোক সুসঙ্গত সৈন্যের দ্বারা সাবধান হইয়া সুরক্ষিত শত্রুকে ব্যামোহ দিবেক যে হেতুক ব্যাকুল ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ব্যাকুলের সহিত মিলন করে। রাজা বলিলেন এই রূপ হওক ইহা কহিয়া বিচিত্র নামে বককে অত্যন্তগুপ্ত লিপি দিয়া সিংহল দ্বীপে পাঠাইলেন। অনন্তর চর আসিয়া বলিল হে ভূপাল সে স্থানের প্রস্তাব শুনুন সেখানে গৃধ্র এই প্রকার বলিল যে হে নৃপতে মেঘবর্ণ সে

স্থানে বহুকাল বসতি করিয়াছে সে জানে হিরণ্যগর্ভ সন্ধেয় গুণশালী বটে কি না তদনন্তর রাজা আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও হে কাক ঐ হিরণ্যগর্ভ রাজা কি রূপ আর চক্রবাক মন্ত্রীই বা কীদৃশ। কাক বলিল হে মহারাজ রাজা হিরণ্যগর্ভ যুধিষ্ঠির তুল্য মহাশয় চক্রবাকের ন্যায় অমাত্য কুত্রাপি দৃষ্ট নয়। রাজা কহিলেন যদ্যপি এতাদৃশ তবে কি প্রকারে ইনি বঞ্চিত হইলেন। মেঘবর্ণ হাস্য করিয়া কহিল হে নৃপতে বিশ্বাসপ্রাপ্ত লোকের বঞ্চনাতে পুরুষার্থ কি ক্রোড়েতে আরোহন করিয়া থাকে যে নিদ্রিত ব্যক্তি তাহাকে নষ্ট করিয়া কি পুরুষার্থ। হে মহারাজ শুনুন সে সচিব প্রথম দর্শনেতে জানিয়াছিল কিন্তু ঐ রাজা মহাশয় সেই হেতুক আমি বঞ্চনা করিয়াছি। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন আত্মতুল্যোতে যে লোক খলকে সত্যবাদী করিয়া জানে সে জন সেই প্রকার বঞ্চিত হয় যেমন ছাগলের নিমিত্তে তিন জন

ধূর্ত্তকর্ত্তৃক এক ব্রাহ্মণ বঞ্চিত হইল। রাজা কহিলেন এ কি প্রকার মেঘবর্ণ কহিতেছে।

গৌড়দেশীয় কাননেতে এক আরব্ধযজ্ঞ ওদাসীন ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি যজ্ঞের নিমিত্তে ছাগল লইয়া যাইতেছিলেন ইহা তিন জন ধূর্ত্তেতে দেখিল তাহার পর সেই শঠেরা পরামর্শ করিয়া তিন বৃক্ষের তলেতে এক ক্রোশ অন্তরেতে সেই দ্বিজের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া মার্গমধ্যে থাকিল তাহাতে যাইতেছিল যে ব্রাহ্মণ তাহাকে এক বঞ্চক কহিল ও ব্রাহ্মণ কেন কুক্কুরকে স্কন্ধেতে করিয়া বহিতেছ ভূদেব কহিলেন এ কুক্কুর নয় কিন্তু যজ্ঞীয় ছাগ অনন্তর তাহার পর ছিল যে অপর শঠ সেও ঐ প্রকার কহিল তাহা শুনিয়া দ্বিজ ছাগলকে ভূমিতে নামাইয়া ভূয়োঽ অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার স্কন্ধে করিয়া চঞ্চল চিত্ত হইয়া চলিল যে হেতুক শঠ বাক্যেতে সুবোধ লোকেরও বুদ্ধি চঞ্চলা হয় যেমন ঐ চিত্রকর্ণ তিন

জনকর্ত্তৃক প্রাপ্তবিশ্বাস হইয়া মরিল রাজা বলিলেন ইহা কি রূপ সে কহিতেছে।—

এক অরণ্যেতে মদোৎকট নামে সিংহ থাকে তাহার দাস তিন জন কাকও ব্যাঘ্র ও শৃগাল অনন্তর সেই দুষ্টেরা ভ্রমণ করিতেং কোন ব্যক্তিকে দেখিল আর জিজ্ঞাসিল তুমি কেন সাথি ত্যাগ করিয়া আইলা। সে নিজ বৃত্তান্ত কহিল তদনন্তর ওহাকে লইয়া সিংহকে সমর্পন করিল সে অভয়বাক্য দিয়া চিত্রকর্ণ এই নাম করিয়া তাহাকে রাখিল তাহার পর কোন দিন শরীরাপাটব প্রযুক্ত আর অত্যন্ত বৃষ্টি প্রযুক্ত তাহারা সিংহের আহার না পাইয়া ব্যাকুল হইল। তাহারপর তাহারা আলোচনা করিল যে প্রকারে চিত্রকর্ণকেই রাজা মারেন তাহা কর। এ কণ্টক ভোক্তাতে কি প্রয়োজন। ব্যাঘ্র বলিল রাজা অভয় বচন দিয়া অনুগ্রহ করিয়াছেন সেই হেতুক কিমতে এমন সম্ভব হয়। কাক বলিতেছে এ সময়েতে অনাহারেতে ক্লিষ্ট প্রভু পাপ ও

করিবেন। যে হেতুক ক্ষুধাতুর লোক স্ত্রী ও আপন পুত্রকে ও ত্যাগ করে বুভুক্ষিত সর্পী নিজ অণ্ডকে ভক্ষন করে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি কোন পাপ না করে কেননা অনাহারপ্রযুক্ত ক্লিষ্ট লোক নির্দয় হয়। অপর মদিরা পানাদি দ্বারা মত্ত ও অকৃতাব ধান ও বাতুল ও শ্রমযুক্ত ও কষ্ট ও ক্ষুধাতুর ও লোভী ও ভীরু ও সত্বর ও কামাতুর ইহারা ধর্ম্মজ্ঞ নয় ইহা ভাবনা করিয়া সকলে সিংহের নিকট গেল। সিংহ বলিল ভক্ষণের নিমিত্তে কিছু পাইয়াছ তাহারা বলিল প্রয়াসেতেও কিঞ্চিৎ পাই নাই। সিংহ কহিল সম্প্রতি তোমারদের প্রানধারনের ওপায়। কাক বলিতেছে নিজায়ত্ত ভোজন পরিত্যাগ প্রযুক্ত এই সর্ব্বনাশ ওপস্থিত। সিংহ কহিল এখানে কোন আহার আপনার অধীন। বায়স কর্ণেতে কহিতেছে চিত্রকর্ণ। সিংহ হস্তদ্বয়ের দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া দুই কান স্পর্শ করিতেছে এবং কহিতেছে আমরা ইহারে অভয় বাক্য দিয়া রাখিয়াছি তবে কিমতে এতাদৃশ

যন্ত্র হয়। তাহা বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন সংসারেতে সকল দানের মধ্যে অভয়দানকে যেমন মহাদান করিয়া বলেন তেমন ভূমিদানকে বলেন না সুবর্ণদানকে বলেন না গোদানকে বলেন না অন্নদানকে বলেন না। অপর সর্ব্বাভিলাষদায়ক অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল সে সমস্ত ফল শরণাপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিলে পায়। কাক বলিতেছে প্রভু আপনি ইহাকে নষ্ট করিবেন না কিন্তু আমরাই সেই প্রকার করিব যে প্রকারে আপনিই ও নিজ শরীর দান স্বীকার করে। সিংহ তাহা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিল অনন্তর অবকাশক্রমেতে কাক কপট করিয়া সকলকে লইয়া সিংহের সান্নিধ্যিতে গেল। তাহার পর কাক কহিল হে মহারাজ যত্নেতেও খাদ্য দ্রব্য পাইলাম না বহুতর উপবাসেতে প্রভু কৃশ হইয়াছেন অতএব সম্প্রতি আমার মাংস ভোজন করুন স্বামিকর্তৃক অমাত্য লোক পরিত্যক্ত হইয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও বাঁচে না কেননা ধন্বন্তরি বৈদ্যও গতায়ুর কি

করিতে পারে। অমাত্য প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতির দের মূল স্বামীই হয়। সমূল বৃক্ষেতেই লোকের প্রয়াস সফল হয়। সিংহ কহিল জীবন পরিত্যাগ ও ভাল তথাপি এতদ্রূপকর্ম্মেতে প্রবৃত্তি ভাল নয়। শৃগালও তাহা কহিল তদনন্তর সিংহ কহিল এমন না তাহার পর ব্যাঘ্র কহিল আমার শরীরেতে প্রভু বাঁচুন। সিংহ বলিল কদাচ ইহা উপযুক্ত নয়। অনন্তর চিত্রকর্ণও জাতপ্রত্যয় হইয়া সে প্রকার আপনাকে কহিলেন তাহার কথাতে সেই ব্যাঘ্র উহাকে কুক্ষিবিদারণ করিয়া নষ্ট করিল এই নিমিত্তে আমি বলি খলবাক্যেতে উত্তম লোকের ও বুদ্ধি চঞ্চলা হয় ইত্যাদি।—

তদনন্তর তৃতীয় ধূর্ত্তের বাক্য শুনিয়া আপন বুদ্ধিভ্রম নিশ্চয় করিয়া ছাগলকে ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া ঘরে গেলেন। ধূর্ত্তেরা ঐ ছাগলকে লইয়া ভক্ষণ করিল। অতএব আমি বলি আত্মভুলোতে যে লোক ইত্যাদি।—

রাজা বলিলেন মেঘবর্ণ তুমি কি প্রকারে বিপ

ক্ষের মধ্যে চিরকাল বাস করিয়া ছিলা কি প্রকারে বা তাহারদিগের বিনয় করিয়া ছিলা। মেঘবর্ণ বলিল মহারাজ স্বামির কার্য্যের নিমিত্তে আর আপনার কার্য্যের নিমিত্তে লোক কি না করে। দেখ পোড়াবার নিমিত্তে লোক মাথায় করিয়া কাষ্ঠকে বহন করে। নদীকূল বৃক্ষমূলকে ক্ষালন করত উৎপাটন করে। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন সুবোধ লোক নিজ কার্য্যের নিমিত্তে শত্রুকে স্কন্ধদেশেতে করিয়া বহন করে। যে রূপ বৃদ্ধসর্প মণ্ডুকদিগকে নষ্ট করিল। রাজা কহিলেন এ কি প্রকার। মেঘবর্ণ কহিতেছে।

জীর্ণোদ্যানেতে মন্দবিষ নামে এক সর্প থাকে সে অত্যন্ত বার্দ্ধক্যাবস্থা প্রযুক্ত আহার অন্বেষণ করিতে ও অসমর্থ পুষ্করিণীর তীরে পড়িয়া থাকে তাহার পর দূরহইতে কোন মণ্ডুক দেখিল এবং জিজ্ঞাসা করিল কেন তুমি ভোজনের তত্ত্ব কর না। ভুজঙ্গম কহিল ও হে মিত্র মন্দ ভাগ্য আমার জিজ্ঞাসাতে কি প্রয়োজন। তদনন্তর

সেই ভেক কুতূহলী হইয়া ইহা কহিল যে তুমি অবশ্য কহ ভুজঙ্গ বলিল হে ভদ্র ব্রহ্মপুরনিবাসি শ্রোত্রিয়কৌণ্ডিন্যব্রাহ্মণের বিংশতিবর্ষবয়স্ক অশেষ গুণান্বিত পুত্রকে দুর্দৈব প্রযুক্ত খলস্বভাব হেতুক আমি দংশন করিয়াছি সেই পুত্রকে মৃত দেখিয়া কৌণ্ডিন্য মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকাতে গড়াগড়ি দিতেছেন। তাহার পর ব্রহ্মপুরবাসি সমস্ত বন্ধু লোকেরা সে স্থানে আসিয়া বসিল। বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন উৎসবেতে ও বিপৎকালেতে ও সংগ্রামেতে ও দুর্ভিক্ষেতে ও দেশোপদ্রবেতে ও রাজস্থানেতে ও শ্মশানেতে যে থাকে সেই মিত্র তাহাতে কপিল নামে স্নাতক বলিলেন। অরে কৌণ্ডিন্য তুই মূর্খ এই নিমিত্তে রোদন করিতেছিস্ শুন মাতৃকর্তৃক ক্রোড়করণের পূর্ব্বে যেমন ধাত্রী কোলে করে এমনি জন্মিবা মাত্র সকলের প্রথমত অনিত্যতা অঙ্কে করে পশ্চাৎ জননী প্রভৃতিরা ক্রোড়ে করে ইহাতে শোকের বিষয় কি। এবং সৈন্য সামন্ত বাহন সহিত পৃথি

ধীপতিরা কোথায় গিয়াছেন যাহারদিগের বিচ্ছেদ সাক্ষিনী পৃথিবী অদ্যাপি আছেন অপর শরীর গ্রহন করিলে অবশ্য নষ্ট হয় আর সম্পত্তিই বিপত্তির স্থান আর ধনাদির উপার্জ্জনই ব্যয় এই শরীর অনুক্ষন ক্ষীণ হইতেছে ইহা বুঝা যায় না কিন্তু জলমধ্যস্থ আমি কলসের ন্যায় বিশীর্ন হইয়া নষ্ট হয়। নীয়মান হন্তব্য পশুর পদে২ ছেদন যেমন নিকট হয় এই রূপ যম দিনে২ প্রানির নৈকট্য পাইতেছেন। যৌবন রূপ জীবন ধন সঞ্চয় ঐশ্বর্য্য মিত্রের সহিত আলাপ এ সকলই অস্থির এই হেতুক জ্ঞানবান লোক তাহাতে মুগ্ধ হয় না। সমুদ্রেতে নানা দেশস্থ দুই কাষ্ঠেতে যেমন মিলন হয় মিলিয়া অন্য২ দেশে যায় সেই প্রকার প্রানিরদের সমাগম অপর পঞ্চভুত করনক নির্ম্মিত যে কলেবর সে পুন র্ব্বার পঞ্চত্ব পাইলে পরে আপন২ কারণেতে লীন হয় তাহাতে শোক কি। লোক মনের প্রিয় পুত্রত্বাদি যত সম্বন্ধকে করে সেই

সকল সম্বন্ধকে পুত্রাদির নাশ হইলে শোক রূপ শঙ্কু করিয়া পুতিয়া রাখে। এতাদৃশ অত্যন্ত প্রণয় যে কোন লোকের সহিত কর্ত্তব্য নয় নিজ দেহের সহিতও কর্ত্তব্য নহে অন্যের সঙ্গে কি। এবং অপরিহার্য্য জন্ম মৃত্যুর সমাগম যেমন অবশ্য হয় এই রূপ পুত্র মিত্রাদির মিলন তাহারদিগের বিচ্ছেদ অবশ্য করে। প্রিয়ের সহিত আপাতত সুখাবহ যে মেল তাহার শেষ কঠিন হয় যেমন কুপথ্য অন্নের পরিণাম দারুণ। অপর নদী সকলের স্রোত যে প্রকার বহিয়া যায় পুনশ্চ ফিরিয়া আইসে না সেই প্রকার রাত্রি ও দিন মনুষ্যেরদিগের পরমায়ু লইয়া যায় পুনর্ব্বার আইসে না পৃথিবীতে সুখদায়ক যে ওত্তম লোকের সহিত মিলন সে পশ্চাৎ বিচ্ছেদ হেতুক দুঃখ সমূহ দায়ক হয় এই নিমিত্তে ওত্তম লোকেরা সাধু লোকের সমাগম বাঞ্ছা করে না যে হেতুক যাহার

বিচ্ছেদরূপ খড়্গেতে ছিন্ন যে চিত্ত তাহার ঔষধি নাই। সগরপ্রভৃতি রাজারা সুকৃত কর্ম্ম করিয়াছিলেন অনন্তর সেই সকল ক্রিয়া এবং সেই সকল রাজারাও বিনাশ পাইয়াছেন। বৃষ্টিজলেতে আর্দ্র হইয়া চর্ম্ম বন্ধন যদ্রূপ শিথিল হয় তদ্রূপ সেই ওণাদশুময়কে স্মরণ করিয়া সাধু লোকেরদের প্রয়াস সকল শিথিল হয়। উত্তম লোক গর্ব্ভেতে বাস করিয়া প্রথম রাত্রিতে যে দুঃখ পায় সেই অবধি ঐ লোক আবাসশালী হইয়া প্রতিদিন মৃত্যুতুল্য দুঃখ সহ্য করে অতএব সংসার বিবেচনা কর। এই শোক অজ্ঞানের কার্য্য দেখ। অজ্ঞান যদি শোকের হেতু না হয় বিচ্ছেদই কারণ হয় তবে অধিক দিন গেলে পর শোক বাড়ুক যায় কেন সেই হেতুক এখন আত্মানুসন্ধান কর শোকচর্চ্চা পরিত্যাগ কর যে হেতুক কাপুরুষ ব্যতিরেকে জাত অথচ মর্ম্মচ্ছেদি এতাদৃশ যে নিবিড় শোক রূপ অস্ত্র প্রহার তাহার ভাবনা না করাই উত্তম

ওষধি। তদনন্তর তাহার বাক্য শুনিয়া সুপ্তো
খিতের ন্যায় কৌণ্ডিন্য ওঠিয়া বলিলেন এই
নিমিত্তে. এখন সংসাররূপ নরকে বাসকরা
বৃথা অরণ্যেতে গমন করিব। কপিলপুনর্ব্বার
কহিলেন রাগী লোকেরদের কাননেতেও দোষ
প্রভু হয় গেহেতেও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে দমন
করা সেই তপস্যা যে ব্যক্তি অনিন্দিত কার্য্যেতে
প্রবর্ত্ত হয় সেই বৈরাগিলোকের গৃহই তপোবন
যে হেতুক সকল প্রাণিতে তুল্যদৃষ্টি লোক যে
কোন আশ্রমেতে থাকিয়া দুঃখিত হইয়াও ধর্ম্মা
চরণ করে কেননা রক্তবস্ত্রধারণাদিরূপ চিহ্ন
পুণ্যের জনক নহে। বিজ্ঞ কর্ত্তৃক তাহা কথিত
আছে। প্রাণধারণের জন্যে যাহারদিগের ভোজন
এবং অপত্যের কারণ স্ত্রীসংসর্গ এবং যথার্থের
নিমিত্তে বাক্য তাহারা বিপৎ ও তরে তাহার
প্রমাণ কহিতেছেন আত্মা নদী স্বরূপ ইন্দ্রিয়
নিগ্রহ পুণ্যতীর্থ স্বরূপ শীল তটস্বরূপ দয়া
তরঙ্গ স্বরূপ হে যুধিষ্ঠির এতদ্রূপ নদীতে

অভিষেক কর অন্তঃকরণ কেবল জলেতে স্বচ্ছ হয় না। বিশেষত জন্ম মৃত্যু জরা রোগ ব্যথা ভয় এই সকলেতে উপদ্রুত যে এই অসার সংসার ইহাকে ত্যাগ যে করে তাহারি সুখহয় যে হেতুক দুঃখই আছে সুখ নাই যে নিমিত্তে দুঃখই অনুভূত হইতেছে দুঃখের অনুভব যে না করা তাহাকেই সুখ করিয়া বলি। কৌণ্ডিন্য বলিতেছেন এই বটে২। তদনন্তর সেই শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণ আমাকে অভিশাপ করিলেন যে আজি অবধি তুমি ভেকেরদের বাহন হইবা। কপিল বলিতেছেন ইদানী তোমার অন্তঃকরণ শোকা বিষ্ট হইয়াছে অতএব আমার উপদেশ গ্রহণ করিতে পার নাই তথাপি যাহা কর্ত্তব্য তাহা শুন। সর্ব্ব প্রকারে আসক্তি ত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করিতে শক্ত হয় না অতএব সাধুলোকের সঙ্গ করা উচিত যে হেতুক সতের সঙ্গই ঔষধী। অপর অভিলাষ সর্ব্বথা ত্যাগ করণোপযুক্ত যদি তাহাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ

তবে হয় নিজ পত্নীর প্রতি করিবেক যে হেতুক সেই তাহার ঔষধ। ইহা শুনিয়া সেই কৌণ্ডিন্য কপিলের উপদেশরূপ অমৃতেতে নষ্টশোকাগ্নি হইয়া শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাস গ্রহন করিলেন অত এব ভূদেবের অভিশাপ প্রযুক্ত মণ্ডুকদিগকে বহি বার নিমিত্তে এস্থানে আছি। তাহার পর সেই ভেক গিয়া জনপদ নামে মণ্ডুকরাজের অগ্রেতে তাহা কহিল তদনন্তর ঐ মণ্ডুকনাথ আসিয়া সেই সর্পের পৃষ্ঠেতে আরোহন করিল ঐ সাপ তাহা কে পৃষ্ঠেতে করিয়া বিচিত্র গতিতে ভ্রমন করিতে লাগিল। পরদিবস তাহাকে চলিতে অশক্ত দেখিয়া মণ্ডুকস্বামী বলিল অদ্য কেন তুমি গমনাসমর্থ। সর্প বলিতেছে হে মহারাজ অনা হার প্রযুক্ত অসমর্থ হইয়াছি। ভেকরাজ কহিলেন আমার আজ্ঞাতে মণ্ডুক ভোজন কর তদনন্তর আমি বড় অনুগ্রহ পাইলাম ইহা বলিয়া অল্পে২ ভেকেরদিগকে খাইল তাহার পর সে নির্ম্মণ্ডুক জলাশয় দেখিয়া মণ্ডুকরাজকেও খাইল। অত

এব আমি বলি সুবোধ লোক নিজকার্য্যের নিমিত্তে শত্রুকেও স্কন্ধেতে করিয়া ইত্যাদি ।—

হে মহারাজ্ এখন ইতিহাস কথন যাওক ঐ হিরন্যগর্ভ রাজা সর্ব্ব প্রকারে সন্ধেয় এই আমার জ্ঞান। রাজা বলিলেন তোমার এ পরামর্শ কি যে হেতুক আমরা ওহাকে জয় করিয়াছি সেই হেতুক যদ্যপি আমারদের অনুগত হইয়া বসতি করে তবে থাকুক নতুবা যুদ্ধ করুক । ইত্যোমধ্যে জম্বুদ্বীপহইতে আসিয়া শুক কহিল। হে রাজা ধিরাজ সিংহলদ্বীপের সারস রাজা সম্প্রতি জম্বু দ্বীপকে আক্রমন করিয়া আছে। রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিতেছে কি কি! শুক পুনর্ব্বার কহি য়াছে। গৃধ্র অন্তঃকরনে কহিতেছেন সাধুরে চক্রবাক অমাত্য। সর্ব্বজ্ঞ সাধু ২ নৃপতি সরোষ হইয়া কহিলেন। এই হিরন্যগর্ভ থাকুক সম্প্রতি যাইয়া তাহারেই মূলের সহিত ওন্মূলন করি। দূরদর্শী হাস্য করিয়া কহিলেন শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিরর্থক গর্জন করা ওচিত নহে

ওত্তম লোক পরের কার্য্যকে কিম্বা অকার্য্যকে প্রকাশ করে না। অপর রাজা এক কালেতে অনেক বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিবে না। কেননা বলবান সর্পও বহুতরকীট কর্ত্তৃক অবশ্য নষ্ট হয়। হে ভূপাল মিলন ব্যতিরেকে কি গমন আছে যে হেতুক আমারদের পশ্চাত ঐ হিরন্যগর্ভ ক্রোধ করিবেক। অপর যে ব্যক্তি যথার্থ নিরুপন না করিয়া কোপেরি বশীভূত হয় সে লোক ঐ রূপ ওত্তপ্ত হয়। যেমন মূর্খ ব্রাহ্মণ নকুলহইতে ব্যাকুল হইয়াছিল। রাজা কহিলেন এ কি প্রকার দূরদর্শী কহিতেছে।—

ওজ্জয়িনীতে মাঠর নামা এক ব্রাহ্মণ থাকেন তাহার ব্রাহ্মণী শিশুসন্তানের রক্ষার কারন দ্বিতকে রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকে রাজার পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে ভোজন করিবার নিমিত্তে আহ্বান আইল তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য স্বভাব প্রযুক্ত ভাবনা করিলেন যদি শীঘ্র না যাই তবে অন্য কেহ শুনিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য

গ্রহন করিবেক। যে হেতুক ধনাদির গ্রহন ও ধনাদির দান ও অন্য ২ করনোপযুক্ত কর্ম্ম এই সকলকে যদি শীঘ্র না করে তবে কাল তাহার দিগের রস পান করেন। এ স্থানে বালকের রক্ষক নাই এই নিমিত্তে কি করি যাওক এখন নকুলকে পুত্রতুল্য করিয়া বহুকাল পালন করিয়াছি অতএব শিশুরক্ষনেতে স্থাপন করিয়া যাই। তাহা করিয়া গেলেন। তদনন্তর সেই নকুল বালকের নিকটে তে আইল যে কালসর্প তাহাকে দেখিয়া নষ্ট করিল। তাহারপর রক্তাক্তমুখচরন ঐ নকুল ব্রাহ্মনকে আসিতে দেখিয়া ত্বরাতে সমীপে গিয়া তাঁহার পদদ্বয়েতে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। পরে তাহাকে সে প্রকার দেখিয়া এই বেক্তি বাল ককে খাইয়াছে ইহা নিশ্চয় করিয়া নষ্ট করিল। তাহার পর যখন নিকটে গিয়া পুত্রকে দেখি তেছেন তখন ব্রাহ্মন শিশুকে সুস্থ দেখিলেন সর্পকে মৃত দেখিলেন তদনন্তর উপকারক নকুলকে অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণে ভাবনা

করিয়া দুঃখিত হইয়া অতিশয় বিষন্নতা পাইলেন। এই নিমিত্তে আমি বলি যে ব্যক্তি যথার্থ নিরুপণ না করিয়া কোপেরি বশীভূত হয় ইত্যাদি।

পর কাম ও ক্রোধ ও মোহ ও লোভ ও মান ও মদ এই ছয় বর্গকে ত্যাগ করিবেক। ইহারদিগকে ত্যাগ করিলে রাজা সুখী হয়। রাজা কহিলেন ও হে মন্ত্রি তোমার এই স্থির। অমাত্য বলিতেছে এই প্রকারই যে হেতুক উত্তম কার্য্য বিষয়েতে স্মরণ ও বিতর্ক ও অবধারণও দৃঢ়তা অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিশ্চয় ও গোপনে মন্ত্রণা এই সকল সচিবের বড় গুণ। তাহা জান। অকস্মাৎ কার্য্য করিবে না কেননা বিবেচনা রাহিত্য অত্যন্ত বিপদের স্থান আর পরামর্শ পূর্ব্বক কর্ম্ম কর্ত্তাকে গুণ লোভিসম্পত্তিরা আপানারাই পান। এই হেতুক হে ভূপাল যদ্যপি এখন আমার কথা কর তবে মেল করিয়া চল। যে হেতুক

কার্য্য সাধনেতে যদ্যপি চারি উপায় কথিত আছে তথাপি তাহারদের ফল গননা মাত্র কিন্তু সমতা তেই সিদ্ধি ব্যবস্থিত হইয়াছে রাজা বলিলেন কি প্রকারে এই রূপ সম্ভব হয়। সচিব বলিতেছে হে নৃপতে ঝটিতি হইবে। যে হেতুক দুষ্টব্যক্তি মৃদ্ভাণ্ডের ন্যায় অনায়াসেতে ভেদ্য হয় আর দুঃখেতে সন্ধেয় হয়। সাধু লোক স্বর্ণপাত্রের ন্যায় আয়াসেতে ভেদ্য হয় ত্বরাতে সন্ধেয় হয়। অপর অজ্ঞানী লোক সুখেতে উপাস্য হয় বিশেষজ্ঞ লোক অতিশয় সুখেতে আরাধ্য হয় যাহার বুদ্ধির লেশও নাই সে মনুষ্যকে ব্রহ্মাও অনুরক্ত করিতে পারেন না। বিশেষতঃ এই রাজা ধর্ম্মিষ্ঠ আর মন্ত্রী সর্ব্বজ্ঞ। রাজা বলিলেন মেঘবর্ণের বাক্যদ্বারা আর মেঘবর্ণ কর্ত্তৃক কৃতকার্য্যদ্বারা আমি ইহা জানিয়াছি। যে হেতুক সর্ব্বত্র পরোক্ষেতে কর্ম্মের দ্বারা গুন অনুমেয় হয় সেই হেতুক ফলের দ্বারা কর্ম্মের অনুভব কর্ত্তব্য। রাজা কহিলেন উত্তর প্রত্যুত্তর ব্যথ

যাহা অভিলষিত তাহা কর। এই মন্ত্রণা করিয়া মহামন্ত্রী গৃধ্র যেখানে যাহা করণোপযুক্ত হয় তাহা করিব ইহা কহিয়া দুর্গমধ্যে গেলেন তাহার পর প্রণিধি বক আসিয়া। হিরণ্যগর্ভ রাজাকে নিবেদন করিল হে ভূপাল সন্ধি করিবার কারণ মহা মন্ত্রী গৃধ্র আমারদের সন্নিধানে আসিয়াছে। রাজহংস বলিতেছেন পুনর্ব্বার সন্ধান করিতে কে আসিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ হাস্য করিয়া কহিলেন হে মহারাজ এ শঙ্কাস্পদ নহে যে হেতুক ইনি দূরদর্শী মহাশয় কিম্বা নির্ব্বুদ্ধিরদের এই রূপে অবস্থান কদাপি শঙ্কাই করে না তাহা জান বুদ্ধিমান হংস কুমুদমৃণালের অন্বেষণ করিতে ২ রাত্রিকালে সরোবরে অনেক নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব দর্শন প্রযুক্ত বঞ্চিত হইয়া দিবাভাগেতেও তারা শঙ্কাবিশিষ্ট হইয়া শুক্ল পদ্মকেও দংশন করে না। কেননা কাপট্য বঞ্চিত লোক যথার্থেতেও বিপদ জ্ঞান করে। দুষ্টলোক কর্ত্তৃক দুষিতান্তঃকরণ লোকের সুজনেতেও

প্রত্যয় নাই। পরমান্নেতে দগ্ধ যে বালক সে দধিকেও ফুঁ দিয়া ভোজন করে। সেই হেতুক হে মহারাজ সামর্থ্যানুসারে তাহার সম্মানের নিমিত্তে রত্ন ওপহার প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত করুন। তাহা করিলে পরে চক্রবাক গৃধ্রসন্নিধানে গিয়া সম্মান পূর্ব্বক গড়ের দ্বারহইতে আনিয়া রাজার সাক্ষাৎকার করাইলেন পরে দত্তাসনে গৃধ্র বসিলেন চক্রবাক বলিল এ সমস্তই তোমার দের আয়ত্ত আপন ইচ্ছাতে এই রাজ্য ওপভোগ কর। রাজহংস বলিতেছেন এই প্রকারই বটে। দূরদর্শী কহিতেছে ইহা এই বটে কিন্তু সম্প্রতি অনেক প্রপঞ্চ বাক্যে প্রয়োজন নাই। যে হেতুক লোভী লোককে ধন দ্বারা দাম্ভিক জনকে অঞ্জলি করনের দ্বারা মূর্খকে ছলের দ্বারা পণ্ডিতকে যাথা র্থ্যের দ্বারা বশ করিবেক। অপর মিত্রকে প্রীতিতে বান্ধবকে সম্মানেতে স্ত্রীপুত্রকে দান ও সম্মানেতে ইতর লোককে সৎলোভে বশ করিবেক। সেই নিমিত্তে মেল করিয়া যাও কেননা চিত্রবর্ণ রাজা

মহাবল পরাক্রম। চক্রবাক বলিতেছে যে রূপ
মিলন কর্ত্তব্য তাহা কহ। রাজহংস বলিতেছেন
সন্ধি কত প্রকার হয়। গৃধ্র কহিতেছেন কহি
শুনুন। বলবান কর্ত্তৃক অভিযুক্ত রাজা প্রতিকারা
ন্তরে অসমর্থ হইলে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া কাল ক্ষেপন
করত সন্ধি করিতে চেষ্টা করে। কপাল ও উপ
হার ও সন্তান ও সঙ্গত ও উপন্যাস ও প্রতীহার
ও সংযোগ ও পুরুষান্তর ও অদৃষ্টনর ও আদিষ্ট
ও আমিষ ও উপগ্রহ ও পরিক্রয় ও উচ্ছিন্ন ও
পরভূষণ ও স্কন্ধোপনেয় এই ষোল প্রকার
সন্ধি হয়। সন্ধিপণ্ডিতেরা এই ষোড়শ
প্রকার সন্ধি কহেন। কেবল সমতাতে যে
মিলন হয় তাহাকে কপাল সন্ধি করিয়া জানিবা
ধনাদিদ্বারা যে মেল হয় তাহাকে উপহার করিয়া
বলি দাসী বেশ্যাদিদানদ্বারা যে মেল সে সন্তান
সন্ধি মিত্রতা পূর্ব্বক যে সন্ধি তাহাকে পণ্ডিতেরা
সঙ্গত সন্ধি করিয়া বলেন যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত উভ
য়েরি এক বিষয় এক প্রয়োজন সম্পত্তিতেই বা বিপ

ত্তিতেই বা কোনহ কারন প্রযুক্ত ভিন্ন হয়না এই সঙ্গত সন্ধি ওত্তমতা হেতুক সুবর্নের ন্যায়। অপর সন্ধিজ্ঞলোকেরা তাহাকে কাঞ্চন সন্ধি করিয়া বলেন। হীন ও নিজ কার্য্য নিষ্পত্তিকে ওদ্দেশ করিয়া যে মেল করে তাহাকে ওপন্যাস কুশলেরা ওপন্যাস করিয়া বলেন। আমি পূর্ব্বে ইহার ওপকার করিয়াছি আমারো এ লোক করি বেক এই মেলকে প্রতীকার করিয়া বলি শ্রীরাম সুগ্রীবের ন্যায়। যেখানে এক কার্য্যকে ওদ্দেশ করিয়া সহিত গমন করে তাহাকে সংযোগ করিয়া বলি তোমার ও আমার সেনাপতিদ্বারা আমার কার্য্য নিষ্পন্ন কর ইহা কহিয়া যাহাতে পন করে সেই সন্ধি পুরুষান্তর সন্ধিনামক। যে স্থলে ভুমির এক প্রদেশ পনের দ্বারা সম্মা নিত হইয়া ঐ ব্যক্তির বিপক্ষকে আয়ত্ত করে সে স্থলে যাহার স্থানে পন লইয়া মেল করে সেই মেলকে অদৃষ্ট পুরুষ করিয়া বলি। যেখানে ভুম্যেকদেশ পনেতে বৈরি জয় না হয় কিন্তু

তাহাতে যে মেল হয় তাহাকে আদিষ্ট সন্ধি বলি। আপন সৈন্যের সহিত বিপক্ষের সাথে যে মেল করে তাহাকে আমিষ করিয়া বলি। জীবন রক্ষার কারণ সর্ব্বস্বদানেতে যে মিলন করে তাহাকে উপগ্রহ করিয়া বলি। অবশিষ্ট প্রকৃতি রক্ষার নিমিত্তে কোষস্থ কিয়ৎ পরিমিত স্বর্ণকপ্যের দানদ্বারা কিম্বা স্বর্ণকপ্য ভিন্ন দ্রব্যদান দ্বারা কিম্বা সমস্ত সুবর্ণকপ্য দানদ্বারা যে মেল করে তাহাকে পরিক্রয় করিয়া বলি। উত্তম ভূমি দান প্রযুক্ত যে সন্ধি হয় তাহাকে উচ্ছন্ন করিয়া বলি। ভূম্যুৎপন্ন ভূরি শস্যদানদ্বারা যে মেল হয় তাহার নাম ভূষণ যে স্থলে ভূম্যুৎপন্ন শস্যকে প্রত্যেকেতে বহন করিয়া দেয় সন্ধিপণ্ডিতেরা তাহাকে স্কন্ধোপনেয় করিয়া বলেন। আর পর স্পরোপকার ও মিত্রতা ও সম্বন্ধক ও উপহার এই চারি প্রকার সন্ধি হয় আমার সম্মতিতে উপহারি এক সন্ধি কেননা উপহার ব্যতিরিক্ত সকল সন্ধিই মিত্রতা রহিত। যদ্ধ করণেতে

সমর্থ সৈন্য যে রাজার সে রাজা ধনদানেতে
নিবৃত্ত হয় সেই হেতুক তাঁহার ব্যতিরেকে অন্য
প্রকার সন্ধি নাই। চক্রবাক বলিলেন এই
লোক আত্মীয় এই জন অনাত্মীয় এই প্রকার
গণনা ক্ষুদ্রান্তঃকরন লোকের মহচ্চরিত্র জনের
পৃথিবীস্থ যাবল্লোকই অন্তরঙ্গ অপর পরপত্নীতে
মাতৃতুল্য অন্য ধনেতে ঢেলার ন্যায় সকল প্রানি
তে আত্মসদৃশ যে দেখে সেই পণ্ডিত। রাজা
কহিলেন তোমরা বড় লোক আর জ্ঞানী এই
হেতুক এখন আমারদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা
কহ অমাত্য বলিতেছে আঃ কি এ কহিতেছ
মানসপীড়া ও রোগের সন্তাপ প্রযুক্ত অদ্য কিম্বা
কল্য বিনাশশালী যে কলেবর তাহার কারন কে ন
লোক অধর্ম্মাচরন করে শরীরিদিগের প্রান জলম
ধ্যস্থ চন্দ্রের প্রায় চঞ্চল ইহা নিশ্চয়। এই
হেতুক তদ্রূপ জানিয়া পুনঃ২ পুন্যানুষ্ঠান করি
বেক মৃগতৃষ্ণার ন্যায় সংসারকে ক্ষণবিধ্বংসি
জানিয়া ধর্ম্মের কারন ও সুখের নিমিত্তে সাধু

লোকেরদের সহিত সন্ধি করিবেক। সেই নিমিত্তে আমার অভিমতেতে তাহাই কর যে হেতুক সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ আর সত্য বাক্য এই দুই তুলাতে ধৃত হইয়াছে তাহাতে সহস্র অশ্বমেধ হইতে সত্যই অতিরিক্ত হইলেন এই হেতুক সত্য করণ রূপ দিব্য পূর্ব্বক এই দুই রাজার সুবর্ণ সংজ্ঞক সন্ধি হওক। সর্ব্বজ্ঞ বলিতেছেন এই হওক। তদনন্তর রাজা রাজহংস কর্ত্তৃক বসনাভরণোপচার দ্বারা ঐ দূরদর্শী অমাত্য সম্মানিত হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণ হইয়া চক্রবাককে লইয়া ময়ূররাজের সমীপে গেলেন। সে স্থানেরাজাধিরাজ শ্রীচিত্রবর্ণ গৃধ্র বাক্য প্রযুক্ত অনেক দান সন্মান পূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞকে সম্ভাষা করিয়া সেই প্রকার সন্ধি স্বীকার করিয়া রাজহংস সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। দূরদর্শী কহিতেছে হে রাজাধিরাজ এখন আমারদের অভিলষিত সম্পূর্ণ হইল। নিজ স্থান বিন্ধ্য পর্ব্বতেই ফিরিয়া চল অনন্তর

সকলে আপনং স্থানে গিয়া মনোবাঞ্ছিত ফল পাইলেন।—

এই বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন আর কি কহিব তাহা কহ রাজনন্দনেরা কহিলেন তোমার অনুগ্রহেতে রাজব্যবহার অবগত হইলাম এই আমরা সুখী হইনাম। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন যদ্যপি এই রূপ তথাপি আর ও এই রূপ হওক রাজা সকলের সর্ব্বদা পরস্পর ঐক্য হওক। আর জয়শালিরদের অনুক্ষন আমোদ হওক আর সাধু লোকেরা নিরবধি বিপত্তি রহিত হউন আর সুকৃতিরদের যশ উত্তরোত্তর বাডুক আর গনিকার ন্যায় নীতি নিরন্তর বক্ষস্থলেতে থাকিয়া সচিবেরদের মুখচুম্বন করুন ঐ প্রকারে প্রতি দিন মহোৎসব হওক ইতি হিতোপদেশঃ সমাপ্তঃ।